পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 29 Monday, 29 December, 2025 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা ✱ ১৩ পৌষ ১৪৩২, সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বিএলএ-দের প্রশংসা করে অভিষেকের বার্তা

‘এক ইঞ্চি জমি ছাড়বেন না, হিয়ারিংয়ে থাকবেন’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বরঃ শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর-র শুনানি পর্ব। গতকালই সিইও দফতরে গিয়ে একাধিক অভিযোগ জানিয়ে এসেছে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। এবার দলের বিএলএ-দের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দলের এক লক্ষের বেশি বিএলএ-র সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন। আর সেখানে এসআইআর প্রক্রিয়ায় তৃণমূলের বিএলএ-দের কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। একইসঙ্গে এসআইআর-র হিয়ারিং নিয়ে দলের বিএলএ-২'দের বড় বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। জানিয়ে দিলেন, এক ইঞ্চিও জমি ছাড়া যাবে না। হিয়ারিং প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থাকতে হবে। কমিশন আপত্তি জানালে লিখিত কাগজ দেখতে চাওয়ার জন্য বিএলএ-দের বার্তা দিলেন অভিষেক। এদিন বিএলএ-দের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রথমে বক্তব্য রাখেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। বিএলএ-দের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘‘আপনারা ভাল কাজ করছেন, কঠোর পরিশ্রম করছেন। এরকমভাবেই কাজ করুন। সাধারণ মানুষকে সাহায্য করুন।'' কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে এসআইআর তালিকা থেকে বাদ না যায়, সেদিকে নজর রাখতে বিএলএ-দের বার্তা দেন। এরপর অভিষেকও তাঁর বক্তব্যের প্রথমেই বিএলএ ও এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত দলের প্রত্যেকের প্রশংসা করেন। বলেন, ‘‘আপনাদের জন্যই বিজেপি তাদের পরিকল্পনায় সফল হয়নি। বিজেপির দিল্লির নেতারা বাংলাকে ভাতে মারতে চেয়েছে। বিজেপির বাংলার নেতারা এক কোটি নাম বাদ দিতে হবে বলেছিল।'' বিএলএ-২'দের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘‘৩০-৩২ হাজার বিএলএ-২'দের আমি ফোন করেছি। এসআইআর-এ সবচেয়ে কম নাম বাদ গিয়েছে বাংলায়। যে কোনও সামারি রিভিশনে এই সংখ্যক নাম বাদ যায়। আমাদের আরও ছয় সপ্তাহ লড়াই চালাতে হবে।'' এরপরই কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হন অভিষেক। বলেন, ‘‘এজেন্সি ব্যবহার করে ইআরও-র সিস্টেম থেকে তথ্য ডিলিট করছে কমিশন। এতেই শেষ নয়। ষড়যন্ত্র আরও গভীর।৪' বিএলএ-দের বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আগামী দেড় মাস বিএলও-দের

ছায়াসঙ্গী হতে হবে। ওয়ার রুম যেন সক্রিয় থাকে। আগামী ছয় সপ্তাহ ভোট রক্ষা শিবির সক্রিয় রাখতে হবে।'' হিয়ারিংয়ে বিএলএ-দের থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। এই নিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘শুনছি বিএলএ-২'দের নাকি হিয়ারিং প্রক্রিয়ায় থাকতে দেবে না। আমি বলছি আপনারা থাকবেন। এক ইঞ্চি জমি ছাড়বেন না। এটা যুদ্ধ। যে যাই বলুক, তৃণমূলের তরফে বিএলএ টু থাকবে। বাধা দিলে বলবেন, লিখিত নির্দেশিকা দেখান।'' কমিশনকে তোপ দেগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘‘কেন ঢুকতে দেবে না? বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য। যেহেতু ওদের লোক নেই।'' দলের নেতাদের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, ‘‘হিয়ারিং সেন্টারের সামনে কাল থেকেই ক্যাম্প করুন। যাঁরা হিয়ারিংয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা দেখুন।'' পৌরসভার চেয়ারম্যানদের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, ‘‘যে পৌরসভার চেয়ারম্যান মানুষের পাশে থাকবেন না, তাঁর পদে থাকার অধিকার নেই। যে পঞ্চায়েত প্রধান মানুষের পাশে দাঁড়াবেন না, তাঁর পদে থাকার অধিকার নেই। আমি সব পৌর চেয়ারম্যানদের বলছি মানুষের পাশে থাকুন। রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দিন। মানুষের পাশে দাঁড়ান।'' তিনি বলেন, ‘‘রাজ্য সরকারের হাউসিং স্কিমের অধীনে যাঁরা বাড়ি পেয়েছেন, তাঁদের আর কী বড় প্রমাণ দরকার?'' অবৈধভাবে কারও নাম ঢুকলে কী করতে হবে, সেই বার্তাও বিএলএ-দের দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, ‘‘কারও নাম অবৈধভাবে ঢোকালে ফর্ম সেভেন ভরবেন। এই চালাকি বিহারে করেছিল। ওরা ধরতে পারেনি। আমরা ধরেছি।'' পরিযায়ী শ্রমিকদের ভার্চুয়ালি হিয়ারিংয়ের দাবি জানিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘কোনও লিখিত নিয়ম নেই যে পরিযায়ী শ্রমিকদের সশরীরে উপস্থিত হতে হবে। ইয়ার্কি নাকি। ওদের যাতায়াত খরচ নির্বাচন কমিশন দেবে? সুপ্রিম কোর্ট যদি ভার্চুয়াল হিয়ারিং করতে পারে, তাহলে এক্ষেত্রে হবে না কেন? সশরীরে থাকতে গেলে ওদের দু'মাসের বেতন নির্বাচন কমিশন দিক। না হলে লিখিত দিক, ওটা নিয়ে আমরা মামলা করব।'' বিজেপি ও কমিশনকে নিশানা করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘‘এগুলো সব বাংলাকে টার্গেট করে করছে। এখানে কম নাম বাদ গিয়েছে। তবু বাংলাকে হেনস্থা করতে এসব করছে। বয়স্কদের হিয়ারিংয়ে ডেকে পাঠাচ্ছে। তাঁদের ভোট যদি বাড়ি থেকে নেওয়া হয়, তাহলে হিয়ারিংও বাড়িতে গিয়ে করুন।'৪ এই নিয়ে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল সোমবার কমিশনে যাবে বলে তিনি জানান। বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘‘যারা চিকেন প্যাটিস বিক্রির জন্য মানুষকে মারধর করে, তারা ক্ষমতায় এলে কী করবে ভাবুন।'' বিএলএ-দের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, ‘‘ভোটার তালিকায় নতুন নাম যুক্ত হলে সেটা বৈধ নাম কি না খতিয়ে দেখুন। সন্দেহ হলে জানাবেন। বিজেপি যেহেতু এক কোটি নাম বাদ দিতে পারেনি, ওরা মরিয়া চেষ্টা করবে নাম বাদ দেওয়ার। আমাদের দেখতে হবে, একজন বৈধ ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়।'' দলের নেতাদের সতর্কবার্তা দিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘‘সবার উপর দলের নজর রয়েছে। আপনি ভাল কাজ করলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে চিহ্নিত করে মাথার উপর বসানো হবে।'' কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বলেন, ‘‘যদি মনে করেন আমার ভোট নয়। ফলে উদ্যোগ নেব না। এটা হবে না।'' একইসঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, ভোট পর্যন্ত কোনও পিকনিক নয়। নিজের বক্তব্যের শেষে ফের বিএলএ-২'দের প্রশংসা করেন অভিষেক। বলেন, ‘‘বিএলএ টু'দের আমি কুর্নিশ করি। যেভাবে তাঁরা কাজ করেছেন। পদ চলে গেলে আমরা সবাই প্রাক্তন। কিন্তু কর্মী কখনও প্রাক্তন হবে না। আমি ২০১৪ থেকে একুশ পর্যন্ত যুব সভাপতি ছিলাম। এখন প্রাক্তন। কর্মী কখনও প্রাক্তন হয় না।

আজ ‘দুর্গাঙ্গন’ শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বরঃ নিউটাউনে ‘দুর্গাঙ্গন’-এর শিলান্যাস করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নিউটাউন বাস স্ট্যান্ডের ঠিক বিপরীতে, অ্যাকশন এরিয়া-ওয়ানে প্রায় ১৭ একরেরও বেশি জমিতে এই প্রকল্পের সূচনা হবে। নবান্ন সূত্রের খবর, দুর্গাঙ্গন নির্মাণে আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ২৬২ কোটি টাকা। দিঘার জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের দায়িত্বে থাকা হিডকোই এবার দুর্গাঙ্গন নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছে। প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, ভবিষ্যতে এই প্রকল্প রাজ্যের অন্যতম বড় পর্যটন ও সাংস্কৃতিক আকর্ষণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। তবে রাজনৈতিক বিতর্কও যে এই উদ্যোগকে ঘিরে তৈরি হবে, তা স্পষ্ট। এই স্থাপনার মূল প্রবেশদ্বারটি তৈরি হবে মন্দিরের আদলে। সেখান থেকে দু'দিকে বিস্তৃত সবুজ ঘাসের চাদরের মধ্য দিয়ে মার্বেলের রাস্তা চলে যাবে মূল মন্দিরের ঢোকাররাস্তা পর্যন্ত। প্রশাসনিক মহলের দাবি, এটি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় কাঠামো নয়, বরং বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি স্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে দুর্গাঙ্গন। শিল্পকলা, ঐতিহ্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য আলাদা পরিকাঠামোও রাখা হচ্ছে এই প্রকল্পে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের একাংশের মতে, ইউনেস্কো ২০২১ সালে বাংলার দুর্গাপুজোকে ‘ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর, দুর্গাঙ্গন সেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নতুন মাত্রা যোগ করবে। প্রশাসনের আশা, এটি দুর্গার নিত্যপুজোর একটি স্থায়ী পরিসর হয়ে উঠবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এ বছর অক্ষয় তৃতীয়ায় দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ইসকনের দাবি অনুযায়ী, রবিবার সেই মন্দিরে পুণ্যার্থীর সংখ্যা প্রায় এক কোটিতে পৌঁছেছিল। পাশাপাশি, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মাটিগাড়ায় নতুন মহাকাল মন্দির নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দের কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। এই ধারাবাহিকতার মধ্যেই দুর্গাঙ্গনের উদ্যোগকে দেখছে প্রশাসন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছেন, সরকারি অর্থে কোনও ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণ করা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। সেই আপত্তি সত্ত্বেও সিদ্ধান্তে অনড় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে সোমবার শিলান্যাসের পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির তরফে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আসতে পারে বলেই ধরে নিচ্ছে প্রশাসনের একাংশ।

সাবমেরিনে সওয়ার হয়ে ইতিহাস গড়লেন রাষ্ট্রপতি

কারওয়ার, ২৮ ডিসেম্বরঃ ঐতিহাসিক, নজিরবিহীন- এই বিশেষণগুলিও যেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর এই সফরের গুরুত্ব বোঝাতে যথেষ্ট নয়। সুখোইয়ের পর এবার দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে ভারতীয় নৌবাহিনীর কালভেরি ক্লাসের ফ্রন্টলাইন সাবমেরিন আইএনএস ভাগশিরতে সমুদ্র যাত্রা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর এই ঐতিহাসিক যাত্রা কর্ণাটকের কারওয়ার বন্দর থেকে শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির চার দিনের সফর শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। যেখানে তিনি গোয়া, কর্ণাটক এবং ঝাড়খণ্ড সফর করবেন। ৬৭ বছর বয়সি দ্রৌপদী মুর্মু হলেন দ্বিতীয় রাষ্ট্রপ্রধান যিনি সাবমেরিনে ভ্রমণ করলেন। কর্ণাটকের কারওয়ার নৌঘাঁটি থেকে কালভারি বিভাগের সাবমেরিনে যাত্রার সময়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সফরসঙ্গী ছিলেন নৌসেনার প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী। এর আগে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম ২০০৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশাখাপত্তনম থেকে এই সমুদ্র যাত্রাটি করেছিলেন। তিনি আইএনএস সিন্ধুরক্ষ সাবমেরিনে সওয়ার হয়েছিলেন। সেই সফরে ভারতের নৌবাহিনীর সক্ষমতা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিলেন ‘মিসাইল ম্যান’। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছেন। তিনি হলেন প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রপতি যিনি বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান উড়িয়েছেন। তিনি এই বছরের ২৯ অক্টোবর রাফালে যুদ্ধবিমানে উড়েছিলেন, এবং ২০২৩ সালে তিনি সুখোই-৩০ এমকেআইতেও উড়েছিলেন।

বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতির এই সাবমেরিন সফরের তাৎপর্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি ভবনের তথ্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁর সফরের শেষ পর্যায়ে, রাষ্ট্রপতি ৩০ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ডে পৌঁছাবেন। তিনি জামশেদপুরে ওল চিকি লিপির শতবর্ষ উদযাপনে যোগ দেবেন এবং এনআইটি জামশেদপুরের ১৫তম সমাবর্তনেও ভাষণ দেবেন। পাশাপাশি, তিনি গুমলায় আয়োজিত আন্তঃরাজ্য জনসাধারণের সাংস্কৃতিক সমাবেশ কার্তিক যাত্রা অনুষ্ঠানেও ভাষণ দেবেন। রাষ্ট্রপতির এই সফর কেবল সশস্ত্র বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি করবে না, বরং দেশের ইতিহাসে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যুক্ত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে,

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আসন্ন সফরের জন্য ঝাড়খণ্ডে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে এবং যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি সোমবার রাঁচির বিরসা মুন্ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন এবং তারপর হেলিকপ্টারে জামশেদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। তিনি পূর্ব সিংভূম জেলার শিল্পনগরীতে সাঁওতালি ভাষার ওল চিকি লিপির শতবর্ষ উদযাপনে যোগ দেবেন। তিনি জামশেদপুরের জাতীয় প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (এনআইটি) এর ১৫তম সমাবর্তনেও ভাষণ দেবেন। এই সময়ের মধ্যে, বিরসা মুন্ডা বিমানবন্দর থেকে লোক ভবন পর্যন্ত ২০০ মিটার ব্যাসার্ধের একটি ‘নো-ফ্লাই জোন’ ড্রোন, প্যারাগ্লাইডার এবং গরম বাতাসের বেলুনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে থাকবে হিনু চক, বিরসা চক এবং আরগোরা চক।

ফের বিচার ‘আরাবল্লী’র

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বরঃ এবার আরাবল্লীর সংজ্ঞা নির্ধারণ নিয়ে শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে। উঠবে খননকার্যের প্রসঙ্গ। বিতর্কের মাঝে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। গত মাসে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিআর গবাইয়ের বেঞ্চ আরাবল্লী পাহাড়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ নিয়ে একটি রায় দিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ১০০ মিটারের বেশি হলে তবেই সেই পাহাড়কে আরাবল্লী পাহাড়শ্রেণীর অংশ বলে ধরা হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নয়, বরং আশপাশের এলাকার চেয়ে ১০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতার ভূখণ্ড কেবলমাত্র আরাবল্লী পাহাড় বলে গণ্য হবে। এই সংজ্ঞা ছিল কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের প্রস্তাবিত। তাতেই সিলমোহর দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এরপরেই শুরু হয় বিতর্ক। সুপ্রিম-রায় নিয়ে আপত্তি তোলেন একাংশ। প্রধান বিচারপতি গবাইয়ের বেঞ্চের দেওয়া পাহাড়ের ‘সংজ্ঞা’ আরাবল্লীকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই দাবি করেন পরিবেশপ্রেমীরা। যা ঘিরে দেশজুড়ে চলে প্রতিবাদ। মূলত অভিযোগ, এই রায়ের ফলে এত দিন ধরে যে পাহাড়শ্রেণি সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। তার ৯০ শতাংশই সংরক্ষণ বিধির বাইরে চলে যাবে। ফলত, খননকার্যে কোনও বাধা থাকবে না। এবার এই আবহেই আরাবল্লী নিয়ে তৈরি হওয়া বিবাদ শুনবেন শীর্ষ আদালতের বর্তমান প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। আগামিকাল, সোমবার থেকে অবকাশকালীন বেঞ্চে শুরু হবে শুনানি।

বামেদের সঙ্গে কি জোট করছে কংগ্রেস?

সরাসরি স্পষ্ট করে দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বরঃ বাংলায় বামেদের সঙ্গে জোট নিয়ে জোট আশাবাদীদের নিরাশ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তিনি বললেন, ‘‘মানুষ চাইছে আমরা একলা লড়াই করি। আমরা এখন আমাদের যে শক্তি তাতে একলা চলতে পারি। আমরা বিষয়টিকে এআইসিসিকে জানিয়েছি। কোনও পক্ষ যখন দুর্বল হয়, তখন আরেকটি পক্ষকে ধরে এগোতে চায়। আমরা এখন শক্তিশালী হয়েছি আগের তুলনায়। তাই এখন একলা চলার পক্ষে কংগ্রেস। শুভঙ্করের বক্তব্য, এখন রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার সবই ধর্মীয় মেরুকরণের পথে চলছে। তার কারণ মানুষের চাহিদা চাকরি, খাদ্য, বাসস্থান, আইনশৃঙ্খলা এ সব কিছুই এখন তুচ্ছ। কারণ কোনও সরকারই মানুষের কোনও চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। তাই এসব থেকে নজর ঘোরানোর জন্য সংকীর্ণ ধর্মীয় মেরুকরণ করতে চাইছে। প্রসঙ্গত, একুশের নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোটেই লড়েছিল কংগ্রেস। জোট করেছিল আইএসএফও। সেবারই আত্মপ্রকাশ করেছিল আইএসএফ। এবারও ‘জোট করতে চান’ বলে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে চিঠি দিয়েছিলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। সূত্রের খবর, শনিবার জোট গড়ার লক্ষ্যে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে দু'পক্ষের বৈঠক হয়েছে বলেও জানা যায়। সেখানেই ‘আসন সমঝোতা’ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ছিল না কংগ্রেস। তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয় রাজনৈতিক মহলে। এদিন জোট নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের অবস্থান বোঝালেন শুভঙ্কর। তাঁর বক্তব্য, ‘‘কংগ্রেসে এখন তার দুপায়ে চলতে সক্ষম।'' তবে এটাও বুঝিয়ে রেখেছেন, রাজনীতির সমীকরণ সবই সম্ভাবনাময়। তাই সমীকরণ বদলাতেই পারে ভবিষ্যতে।

কলকাতায় হল ফিট ইন্ডিয়া সানডে'জ অন সাইকেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বরঃ ২০২৫ সালের ফিট ইন্ডিয়া ‘সানডেজ অন সাইকেলে'র বর্ষশেষের বিশেষ সংস্করণ রবিবার কলকাতার সল্টলেকের স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই) ক্যাম্পাসে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল। এটি ছিল জাতীয় ফিটনেস আন্দোলনের ৫৪-তম এবং চলতি বছরের শেষ পর্ব। অনুষ্ঠানে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শতাধিক সাইক্লিস্ট, স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ ও সাধারণ নাগরিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদরা। উপস্থিত ছিলেন চারবারের অলিম্পিয়ান ও প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তিরন্দাজ পদ্মশ্রী ও অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত দীপিকা কুমারী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অলিম্পিয়ান ও অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত অতনু দাস, রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বম্বাইলা দেবী লাইশ্রাম ও মঙ্গল সিং চাম্পিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অলিম্পিয়ান শুটার জয়দীপ কর্মকার এবং দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ কুন্তল রায়। এদিন সকালে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এক মনোরম সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে। এরপর অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন আকর্ষণীয় ক্রীড়া সংক্রান্ত অনুষ্ঠান, যার মধ্যে ছিল ফিটনেস সেশন, জুম্বা, দড়ি লাফ, যোগাভ্যাস এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই আয়োজন ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনের চেতনাকে উজ্জীবিত করে, যেখানে সব বয়সের মানুষের জন্য ফিটনেসকে সহজ ও আনন্দদায়ক করে তোলার চেষ্টা করা হয়।

সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে ঋণ পাইয়ে দেওয়া, মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে চলছিল প্রতারণা, সতর্ক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বরঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ভাঁড়িয়ে ঋণ প্রতারণা। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সতর্কবার্তা পুলিশের। প্রতারণার হাত থেকে জনসাধারণকে বাঁচাতে ফেসবুকে পোস্ট পুলিশের। সেই কারণেই জনগণকে সতর্ক করে এই পোস্ট পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের। রাজ্য পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী নাম ভাঁড়িয়ে কিছু বিজ্ঞাপন চালানো হয়েছে। যেখানে দাবি করা হচ্ছে, তৎক্ষণাৎ ঋণ, সিআইবিআইএল ছাড়াই ঋণ, সরকারি অনুমোদন ঋণ প্রকল্প, কোনও যাচাই ছাড়া ঋণ দেওয়া হবে। এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলি সম্পূর্ণ ভুয়ো। সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করার জন্য এই ধরনের বিজ্ঞাপন তৈরি করা হয়েছে। পুলিশ এও জানিয়েছে, এই ধরনের কোনও ঋণ প্রকল্প মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ঘোষিত বা অনুমোদিত নয়। জানা যাচ্ছে, এই চক্রের ফাঁদে পড়ে প্রচুর মানুষের কাছ থেকে খোয়া যাচ্ছিল টাকা। এই ধরনের লাগাতার অভিযোগ আসছিল পুলিশের কাছে। তখনই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের জন্য স্পষ্ট নির্দেশিকা দিয়েছে পুলিশ। কোনও তথাকথিত সরকারি ঋণের বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস না করতে বলা হয়েছে।

অচেনা লিঙ্কে ক্লিক করা বা সন্দেহজনক অ্যাপ ডাউনলোড না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কের তথ্য, পরিচয়পত্র বা ওটিপি কারও সঙ্গে ভাগ না করার কথাও জোর দিয়ে বলা হয়েছে। ঋণ সংক্রান্ত প্রয়োজনে কেবলমাত্র অনুমোদিত ব্যাঙ্ক, এনবিএফসি বা সরকারি ওয়েবসাইট ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়েছে পুলিশ। যদি কেউ ইতিমধ্যেই প্রতারণার শিকার হয়ে থাকেন, সে ক্ষেত্রে দেরি না করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছে রাজ্য পুলিশ। অচেনা কাউকে টাকা দেওয়ার আগে যাচাই জরুরি। বিপদে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সাইবার অপরাধ হেল্পলাইন ১৯৩০ নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে। পাশাপাশি cybercrime.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়েও অভিযোগ জানানো যায়। প্রতারণা সংক্রান্ত স্ক্রিনশট, লিঙ্ক, ফোন নম্বর এবং লেনদেনের সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

রাজধানী সুরক্ষিত করতে সেনাবাহিনীর ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ‘ক্যাপিটাল ডোম’

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বরঃ দেশের রাজধানী নয়াদিল্লিকে ড্রোন হামলার হুমকি থেকে সুরক্ষিত করতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিতে চলেছে ভারত। ভারতীয় সেনা বাহিনী শিগগিরই রাজধানীর উপর মোতায়েন করতে চলেছে অত্যাধুনিক ‘ক্যাপিটাল ডোম’ এয়ার ডিফেন্স শিল্ড। এই বহুতল, নেটওয়ার্কভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্র থেকে শুরু করে কম খরচের ড্রোন সব ধরনের আকাশপথের আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত। প্রতিরক্ষা সূত্রের খবর, ‘ক্যাপিটাল ডোম’ একটি ডেডিকেটেড এবং মাল্টি-লেয়ার এয়ার ডিফেন্স আর্কিটেকচার। অর্থাৎ, বিভিন্ন উচ্চতা ও দূরত্বে কাজ করতে সক্ষম একাধিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একসঙ্গে কাজ করবে। এই শিল্ডের মূল স্তম্ভ হিসেবে থাকছে কুইক রিঅ্যাকশন সারফেস টু এয়ার মিসাইল এবং ভেরি লো রেঞ্জ সারফেস টু এয়ার মিসাইল। এদের সঙ্গে যুক্ত হবে আরও উন্নত সেন্সর, রাডার ও কমান্ড-অ্যান্ড-কন্ট্রোল সিস্টেম। বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোন ও নির্ভুল ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার দ্রুত বেড়েছে। তুলনামূলকভাবে কম খরচের ড্রোন দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ শহর ও পরিকাঠামোয় বড় ক্ষতি করা সম্ভব। সেই বাস্তবতা মাথায় রেখেই রাজধানীর জন্য আলাদা প্রতিরক্ষা বলয় গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ‘ক্যাপিটাল ডোম’ সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলারই ফল। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এর নেটওয়ার্কড কাঠামো। একাধিক ইন্টারসেপ্টর সিস্টেম পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, যাতে কোনও হুমকি শনাক্ত হওয়া মাত্রই সবচেয়ে উপযুক্ত অস্ত্র ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। খুব কাছের লক্ষ্যবস্তুর জন্য ভিএল-এসআরএসএএম, মাঝারি দূরত্বে কিউআরএসএএম এভাবে স্তরভিত্তিক প্রতিরক্ষা তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মহলের এক কর্তার কথায়, ‘‘একবার পুরোপুরি চালু হলে নয়াদিল্লি এই অঞ্চলের সবচেয়ে সুরক্ষিত রাজধানীগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠবে।৪' তাঁর মতে, এই প্রকল্প শুধু রাজধানীর নিরাপত্তা বাড়াবে না, বরং দেশের সামগ্রিক এয়ার ডিফেন্স সক্ষমতাকেও এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এই উদ্যোগ ‘আত্মনির্ভর ভারত' কর্মসূচির সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত। ‘ক্যাপিটাল ডোম'-এ ব্যবহৃত বেশিরভাগ প্রযুক্তি ও অস্ত্র ব্যবস্থা দেশীয় সংস্থার তৈরি। ডিআরডিও-র গবেষণা ও ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভর করেই এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে কৌশলগত প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। বিশ্লেষকদের মতে, ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়া ও আশপাশের অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে রাজধানীর উপর আলাদা এয়ার ডিফেন্স শিল্ড মোতায়েন করা ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির স্পষ্ট বার্তা দেয়। সব মিলিয়ে, ‘ক্যাপিটাল ডোম' শুধুমাত্র একটি প্রতিরক্ষা প্রকল্প নয় এটি ভারতের সামরিক আধুনিকীকরণ ও কৌশলগত আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। একবার এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কার্যকর হলে, নয়াদিল্লি শুধু প্রশাসনিক রাজধানী নয়, আকাশপথেও হয়ে উঠবে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ।

রাম মন্দির দর্শনে অযোধ্যায় অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু

অযোধ্যা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ রবিবার অযোধ্যা পৌঁছেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে ভগবান রাম লালার পূজার্চনার জন্য তিনি এদিন অযোধ্যা আসেন। মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কৃষিমন্ত্রী সূর্য প্রতাপ শাহী এবং জেলাশাসক তাঁকে স্বাগত জানান। সেখান থেকে তিনি রাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে প্রায় তিন ঘন্টা থাকার কথা। তিনি মন্দির পরিদর্শন করে মন্দিরের নির্মাণশৈলী পর্যবেক্ষণ করবেন বলে জানা গেছে। রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। এদিনই তাঁর অন্ধ্রপ্রদেশে ফিরে যাওয়ার কথা।

আইএনএস ভাগশির-এ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

কারওয়ার, ২৮ ডিসেম্বর ঃ রবিবার ভারতীয় নৌবাহিনীর ফ্রন্ট লাইন সাবমেরিন আইএনএস ভাগশির-এ একটি যাত্রায় অংশ নিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি যিনি সাবমেরিনে যাত্রা করলেন। এর আগে ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এপিজে আবদুল কালাম প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাবমেরিনে যাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।এদিন কর্নাটকের কারওয়ার নৌঘাঁটি থেকে কালভারি বিভাগের সাবমেরিনে যাত্রার সময়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সফরসঙ্গী ছিলেন নৌসেনার প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী।

গুরুতর অসুস্থ পরিচালক সুদেষ্ণা রায়, চিকিৎসাধীন বেসরকারি হাসপাতালে

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ গুরুতর অসুস্থ পরিচালক সুদেষ্ণা রায়। শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। জানা যাচ্ছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ার জেরেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন পরিচালক। জানা গেছে, অসুস্থ বোধ করায় গত শনিবার সকালে সুদেষ্ণা রায়কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আইসিইউতে রাখা হয়েছে পরিচালককে। রবিবার তাঁর স্বাস্থ্যের বেশ খানিকটা উন্নতি হয়েছে। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রেখেই নাকি তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি আইসিইউ থেকে জেনারেল বেডে স্থানান্তরিত করা হবে। জানা যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন আগেই নাকি শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন সুদেষ্ণা রায়। সেখান থেকে ফিরে আসার পরই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে প।নে তিনি। হঠাৎ করেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকার কারণে বাড়ে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রাও। সেই কারণেই তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

২০২৫ এমন কিছু মুহূর্ত দিয়েছে যা নিয়ে গর্বিত ভারতবাসী, মন কি বাতে জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান ' মন মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তাঁর চিন্তাভাবনা দেশ বিদেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। তিনি বলেন, ২০২৫ এমন কিছু মুহূর্ত দিয়েছে যা নিয়ে গর্বিত ভারতবাসী, মন কি বাতে জানালেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের প্রতিরক্ষা থেকে খেলাধুলোর ময়দান অবধি, বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার থেকে বিশ্বের বড়-বড় মঞ্চ পর্যন্ত। প্রতিটি জায়গায় নিজের দৃঢ় পদচিহ্ন রেখেছে ভারত। এই বছর অপারেশন সিঁদুর প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য গর্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিশ্ব দেখেছে যে আজকের ভারত নিজের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো আপোষ করে না। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারত মায়ের প্রতি ভালোবাসা আর সমর্পণের ছবি সামনে এসেছে। মানুষজন নিজেদের মত করে ব্যক্ত

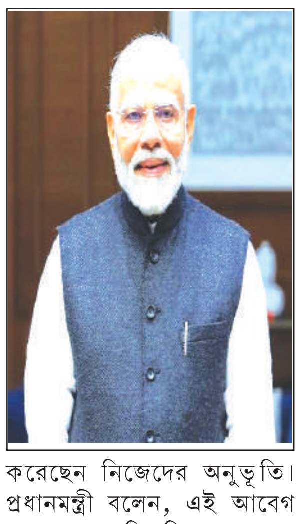

করেছেন নিজেদের অনুভূতি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই আবেগ তখনও দেখা গিয়েছিল যখন বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্ণ হয়। আমি আপনাদের অনুরোধ করেছিলাম VandeMataram১৫০ যুক্ত করে নিজেদের বার্তা এবং পরামর্শ পাঠাতে। দেশের মানুষ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন এই অভিযানে। খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও স্মরণীয় বছর হয়ে রইল ২০২৫। আমাদের পুরুষ ক্রিকেট দল আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। মহিলা ক্রিকেট দল প্রথম বার জিতে নিয়েছে বিশ্বকাপ। ভারতের কন্যারা উইমেন্স ব্লাইণ্ড টি-টুয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে ইতিহাস রচনা করেছে। এশিয়া কাপ টি-টুয়েন্টি তেও গর্বের সঙ্গে উড়েছে তেরঙ্গা পতাকা। প্যারা অ্যাথলীটরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বহু পদক জিতে প্রমাণ করেছে কোনো বাধাই উদ্যমের পথ আটকাতে পারে না। বিজ্ঞান এবং মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রেও বড় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে ভারত। প্রথম ভারতীয় হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে পৌঁছেছেন শুভাংশু শুক্লা। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বন্যপ্রাণ রক্ষার সঙ্গে জড়িত অনেক উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য হয়ে রইল ২০২৫ সালে। ভারতে চিতার সংখ্যাও এখন তিরিশের বেশি হয়ে গিয়েছে। ২০২৫এ আস্থা, সংস্কৃতি এবং ভারতের অসামান্য ঐতিহ্য - ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বছরের শুরুতে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের আয়োজন গোটা বিশ্বকে বিস্মিত করেছে। বছরের শেষে অযোধ্যার রামমন্দিরে ধ্বজারোহণ সমারোহ প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করেছে। স্বদেশী নিয়েও মানুষের উৎসাহ ছিল লক্ষণীয়। মানুষ সেই পণ্যই কিনেছেন যার সঙ্গে জুড়ে আছে কোনো ভারতীয়ের শ্রম এবং যাতে রয়েছে ভারতের মাটির সুঘ্রাণ। আজ আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, ২০২৫ সাল ভারতকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। এটাও সত্যি যে এই বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ্য করতে হয়েছে আমাদের, বহু অঞ্চলে সম্মুখীন হতে হয়েছে এমন বিপর্যয়ের। এখন দেশ ২০২৬ সালে নতুন আশা, নতুন শপথের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি।

ঘন কুয়াশার দাপটে উত্তর ভারত, দিল্লি-সহ একাধিক বিমানবন্দরে উড়ান পরিষেবায় ব্যাঘাতের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর ঃ শীতের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে গিয়েছে। রাজধানী দিল্লি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরের বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা বিপজ্জনকভাবে কমে যাওয়ায় বিমান চলাচলে বড়সড় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত কুয়াশার দাপটে আকাশপথে স্বাভাবিক পরিষেবা বজায় রাখা কার্যত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জেরে যাত্রীদের উদ্দেশে ট্র্যাভেল অ্যাডভাইজরি জারি করেছে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। বিমানবন্দর সূত্রে জানানো হয়েছে, ঘন কুয়াশার কারণে রানওয়েতে দৃশ্যমানতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেলে উড়ানের ওঠানামা বিলম্বিত হতে পারে। যাত্রীদের অপ্রয়োজনীয় ভোগান্তি এড়াতে আগেভাগেই সতর্ক করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে ফ্লাইট ছাড়বে কি না, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইট কিংবা অ্যাপের মাধ্যমে ফ্লাইট স্ট্যাটাস দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, যাত্রীদের বিমানবন্দরে পৌঁছনোর আগে সর্বশেষ আপডেট জেনে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।ঘন কুয়াশার প্রভাব শুধু দিল্লিতেই সীমাবদ্ধ নেই। উত্তর ভারতের একাধিক শহর-চণ্ডীগড়,

অমৃতসর, বারাণসী-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় পাইলটদের জন্য উড়ান পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে সময়ানুবর্তিতার উপর। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে একের পর এক এয়ারলাইন্স যাত্রীদের সতর্কবার্তা জারি করেছে।এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘন কুয়াশার কারণে উড়ান পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। দিল্লি, চণ্ডীগড়, অমৃতসর ও বারাণসীর মতো শহরগুলিতে কুয়াশার দাপটে উড়ানের সূচিতে পরিবর্তন আসতে পারে। তবে যাত্রী পরিষেবা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখতে সংস্থার তরফে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই উড়ান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে।স্পাইসজেটও একই সুরে সতর্কবার্তা জারি করেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, খারাপ আবহাওয়ার কারণে দিল্লি, অমৃতসর, জম্মু, অযোধ্যা, গোরক্ষপুর, বারাণসী, দ্বারভাঙ্গা, পাটনা, গুয়াহাটি ও বাগডোগরার মতো বিমানবন্দরগুলি থেকে উড়ান চলাচলে প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ করে সকাল ও গভীর রাতে কুয়াশার তীব্রতা বেশি থাকায় উড়ানের ওঠানামায় দেরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাত্রীদের বারবার ফ্লাইট স্ট্যাটাস পরীক্ষা করার পাশাপাশি এয়ারলাইন্সের তরফে পাঠানো এসএমএস বা ই-মেলের দিকে নজর রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে।ইন্ডিগোর তরফেও প্রায় একই ধরনের বার্তা দেওয়া হয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, ঘন কুয়াশার কারণে কিছু কিছু রুটে উড়ান দেরিতে ছাড়তে পারে কিংবা নির্ধারিত সময়ের পরে পৌঁছতে পারে। যাত্রীদের ভ্রমণের আগে পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে বিমানবন্দরে অপ্রয়োজনীয় চাপ ও ভিড় এড়ানো যায়।আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতের এই সময়ে উত্তর ভারতে ঘন কুয়াশা নতুন নয়। তবে এ বছর কুয়াশার ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় এর প্রভাবও বেশি পড়ছে। বিশেষ করে পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও দিল্লি অঞ্চলে আগামী কয়েক দিন কুয়াশা অব্যাহত থাকতে পারে। ফলে বিমান পরিষেবার উপর এই প্রভাব আরও কিছুদিন চলার আশঙ্কা করা হচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে যাত্রীদের সতর্কতাই সবচেয়ে বড় ভরসা। এয়ারলাইন্স এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা মেনে চলা, ফ্লাইট সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য জেনে নেওয়া এবং সময় নিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছনোই আপাতত ভ্রমণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিরাপদ পথ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ফিরে দেখাঃ২০২৫ বছরটা অনেক অপ্রাপ্তি আর দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটানোর বছর

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বরঃ ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২০২৫ সালটা অনেক অপ্রাপ্তি আর দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটানোর বছর। সবচেয়ে ব। চমক দেখিয়েছে ফরাসি ক্লাব পিএসজি। লিওনেল মেসি, নেইমার কিংবা কিলিয়ান এমবাপের মতো মহাতারকারা যা পারেননি, উসমান দেম্বেলে আর খিচা কাভারাস্কেইয়ারা মিলে তাই করে দেখিয়েছেন পিএসজিতে। প্যারিসের এই ক্লাবটির শোকেসে ২০২৫-এ শোভা পেয়েছে পরম আরাধ্য চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি। তাছাড়া পিএসজি চলতি বছরটাতে জিতেছে লিগ আ, ফরাসি কাপ, উয়েফা সুপার কাপ ও ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ। এতসব সাফল্যের মূল কারিগর হলেন লুইস এনরিকে। তিনিও আবার হয়েছেন

২০২৫-এর সেরা কোচ।এদিকে লিওনেল মেসিও ইন্টার মায়ামির অপূর্ণতা ঘুচিয়েছেন মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) শিরোপা জিতিয়ে। মায়ামির শোকেসে এটিই প্রথম এমএলএস কাপ।ব্রাজিল ফুটবলেও ঘটল এটা ' প্রথম বিদেশি কোচ হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে নিয়োগ পেয়েছেন ইতালির কার্লো আনচেলত্তি।এদিকে বড় পরিসরে প্রথমবার আয়োজিত ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতে নিয়েছে চেলসি।আর চলতি বছরে অসম্ভব কান্ডটি ঘটালেন জনসংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্রতম দেশ কুরাসাও। তারা প্রথমবার বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে।সব 'প্রথমের' ভিড়ে বছরটির সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম উসমান দেম্বেলে। পিএসজির মতোই নিজের কেরিয়ারেও প্রথমবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন ফরাসি এই তারকা। দলকে ইউরোপ সেরার মুকুট পরাতে যেমন বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন দেম্বেলে, তেমনি ব্যক্তিগত অর্জনেও ছিলেন দুর্দান্ত। প্রথমবার তিনি জিতেছেন বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার ব্যালন ডি'অর ও ফিফার বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি, দ্য বেস্ট।

স্ট্রবেরি চাষে বদলে যাচ্ছে জৌনপুরের কৃষকদের ভাগ্য, চার মাসেই লক্ষাধিক টাকার লাভ

জৌনপুর, ২৮ ডিসেম্বর ঃ প্রচলিত ধান-গমের চাষের গণ্ডি পেরিয়ে আধুনিক ও উচ্চমূল্যের ফসলের দিকে ঝুঁকে পড়ে উত্তর প্রদেশের জৌনপুর জেলার কৃষকেরা নতুন এক সাফল্যের গল্প লিখছেন। পাহাড়ি ও শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল হিসেবে পরিচিত স্ট্রবেরি এখন জৌনপুরের মাঠেও সমানভাবে ফলন দিচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি, সরকারি সহায়তা এবং সঠিক পরিকল্পনার জোরে এই জেলায় স্ট্রবেরি চাষ করে কৃষকেরা লক্ষাধিক টাকার আয় করতে সক্ষম হচ্ছেন।বিশেষ করে খুথান ব্লকের সালেমপুর গ্রামের কৃষক কৃষ্ণ কুমার যাদবের সাফল্য এখন এলাকার অন্যান্য কৃষকদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। সমন্বিত উদ্যানপালন উন্নয়ন মিশন প্রকল্পের আওতায় বিশেষ পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি চাষ শুরু করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, অল্প সময়ে কীভাবে বেশি লাভজনক ফসল ফলানো যায়। কৃষ্ণ কুমার যাদব জানান, প্রায় ৮০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে মাত্র চার মাসের মধ্যেই তিনি ৩.৫ থেকে ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লাভের সম্ভাবনা তৈরি করেছেন, যা প্রচলিত ফসল চাষের তুলনায় অনেকটাই বেশি।স্থানীয়

কৃষি ও উদ্যান দফতরের আধিকারিকদের মতে, কৃষ্ণ কুমার যাদব ' উইন্টার ডন' প্রজাতির স্ট্রবেরি চাষ করেছেন। এই প্রজাতির স্ট্রবেরির চাহিদা বাজারে যথেষ্ট বেশি এবং স্বাদ ও গুণগত মানের কারণে এটি ক্রেতাদের কাছে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে স্থানীয় বাজারে এই স্ট্রবেরি কেজি প্রতি ৩৭০ থেকে ৪০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা কৃষকদের জন্য উল্লেখযোগ্য আয়ের সুযোগ তৈরি করছে।কৃষ্ণ কুমার যাদব শুধু স্ট্রবেরি চাষেই সীমাবদ্ধ নন। তিনি আলু, ধান, গম, সর্ষে ও আখের মতো প্রচলিত ফসলও চাষ করেন। তবে আধুনিক সেচব্যবস্থা ও প্রযুক্তির ব্যবহারে তাঁর উপাদন খরচ কমেছে এবং ফলন বেড়েছে। উদ্যান দফতরের সহায়তায় তিনি ৯০ শতাংশ ভর্তুকিতে মিনি স্প্রিংকলার সেচব্যবস্থা ব্যবহার করছেন, যা জল সাশ্রয়ের পাশাপাশি ফসলের গুণগত মান উন্নত করতে সাহায্য করছে।জেলা উদ্যান দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সরকারি প্রকল্প ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জৌনপুর জেলার আরও অনেক কৃষক এখন উচ্চমূল্যের উদ্যান ফসলের দিকে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। স্ট্রবেরির পাশাপাশি ফুল, সবজি ও ফল চাষেও তাঁরা নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এর ফলে একদিকে যেমন কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতিও ধীরে ধীরে শক্তঃ ভিতের ওপর দাঁড়াচ্ছে।উদ্যান দফতরের মতে, এই ধরনের ফসল চাষ কৃষকদের আর্থিক স্থিতি মজবুত করার পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অল্প জমিতে বেশি লাভের সম্ভাবনা থাকায় যুবকরাও কৃষিকাজের প্রতি নতুন করে আকৃষ্ট হচ্ছেন। জৌনপুরের মাঠে স্ট্রবেরির লাল রঙ শুধু চোখে পড়ার মতো নয়, বরং এটি গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনেরও প্রতীক হয়ে উঠছে।সব মিলিয়ে বলা যায়, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও সরকারি সহায়তার সঠিক ব্যবহার করলে যে প্রচলিত ধারণা ভেঙে নতুন দিগন্তে পৌঁছনো সম্ভব, জৌনপুরের কৃষকদের স্ট্রবেরি চাষ সেই বাস্তব উদাহরণই তুলে ধরছে বলেজানান।

মন কি বাতে তামিল ভাষার প্রসারের উল্লেখ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান ' মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তামিল ভাষার প্রসারের উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ফিজিতে ভারতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রসারের জন্য এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ওখানে নতুন প্রজন্মকে তামিল ভাষার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি স্তরে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গতমাসে ফিজির রাকী-রাকী অঞ্চলের একটি স্কুলে প্রথম বার তামিল দিবস পালন করা হয। ওই দিন বাচ্চারা এমন এক মঞ্চ পায় যেখানে তারা মুক্ত হৃদয়ে নিজের ভাষার প্রতি গৌরব ব্যক্ত করেছিল। বাচ্চারা তামিল ভাষায় কবিতা শোনায, ভাষণ দেয় এবং নিজেদের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থাপন করে।তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরেও তামিল ভাষার প্রসারের জন্য নিরন্তর কাজ হয়ে চলেছে। কিছু দিন আগেই আমার নির্বাচনী কেন্দ্র কাশীতে চতুর্থ 'কাশী তামিল সংগমম' আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে বাচ্চারা যারা তামিল বলার চেষ্টা করছে তারা কোন জায়গার। তামিল ভাষায় এত সহজে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারা এই বাচ্চারা কাশীর, বারাণসীর। এদের মাতৃভাষা হিন্দি। কিন্তু তামিল ভাষার প্রতি আকর্ষণ এদের তামিল শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই বছর বারাণসীতে ' কাশী তামিল সংগমম' এর সময় তামিল শেখার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়। লার্ন তামিল- ' তামিল করাকলম' এই থিম এর অন্তর্গত বারাণসী তে ৫০ এর ও বেশি স্কুলে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। তামিল ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। তামিল সাহিত্য ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমি 'মন কি বাতে' 'কাশী তামিল সংগমম' এ অংশ নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। আমার ভালো লাগছে যে আজ দেশের অন্যান্য প্রান্তে ও বাচ্চা এবং যুবাদের মধ্যে তামিল ভাষার প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। এটাই ভাষার শক্তি, এটাই ভারতের একতা।

চাকরির নামে আর্থিক প্রতারণা, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট

শ্রীনগর, ২৮ ডিসেম্বরঃ ভুয়ো চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বড়সড় আর্থিক প্রতারণার ঘটনায় কাশ্মীর ক্রাইম ব্রাঞ্চের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে। অভিযোগ, নামী হাসপাতাল ও ব্যাঙ্কে চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিক বেকার যুবকের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা আদায় করা হয়েছিল।রবিবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে অভিযুক্ত রেযাজ আহমেদ টাপলুর (শ্রীনগরের আনচার দাগপোরা সৌরার বাসিন্দা) বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্ত ' সাই এনজো' নামে একটি ভুয়ো সংস্থা পরিচালনা করে জাল নিয়োগপত্র ও ইউনিফর্ম সরবরাহ করে চাকরিপ্রার্থীদের প্রতারিত করত। তদন্তে প্রমাণ মিলেছে, অভিযুক্ত জাল নথি তৈরি ও ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে প্রতারণা চালিয়েছে। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে।

এলএইচবি কোচে উন্নীত হল হাওড়া-প্রয়াগরাজ রামবাগ বিভূতি এক্সপ্রেস

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ঃ যাত্রী নিরাপত্তা ও আরামের মান আরও উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল পূর্ব রেল। হাওড়া ডিভিশনের অধীনে চলাচলকারী ১২৩৩৩১২৩৩৪ নম্বর হাওড়া-প্রয়াগরাজ রামবাগ বিভূতি এক্সপ্রেস ট্রেনটি ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ (হাওড়া থেকে যাত্রা) থেকে পুরনো আইসিএফ কোচের পরিবর্তে আধুনিক এলএইচবি কোচে উন্নীত করা হয়েছে। রবিবার এমনটাই জানানো হয়েছে পূর্ব রেল তরফে।নতুন এলএইচবি কোচে উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা, উন্নত সাসপেনশন ও আধুনিক অভ্যন্তরীণ নকশা রয়েছে। এই কোচগুলি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৬০ কিলোমিটার গতির জন্য উপযোগী হওয়ায় যাত্রা হবে আরও মসৃণ ও আরামদায়ক। পাশাপাশি ট্রেনে অন বোর্ড হাউসকিপিং সার্ভিস (ওবিএইচএস), এসি কোচে মানসম্মত লিনেন এবং পরিবেশবান্ধব বায়ো-টয়লেটের সঙ্গে ইলেক্ট্রো-পনিউম্যাটিক প্রেসারাইজড ফ্লাশিং ব্যবস্থা সংযোজিত হয়েছে।বর্তমানে হাওড়া ডিভিশনে ২৭টি মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন এলএইচবি কোচে চলাচল করছে, যার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ৫৩টি এলএইচবি রেক। মাত্র ৬টি মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন এখনও আইসিএফ রেকে চলছে, সেগুলিকেও দ্রুত এলএইচবিতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।এলএইচবি কোচে বিভূতি এক্সপ্রেসের উদ্বোধনী যাত্রা উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার ডিআরএম শ্রী বিশাল কাপুর ও ডিভিশনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা। যাত্রীরা এই উন্নযনে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পূর্ব রেল ভবিষ্যতেও যাত্রীবান্ধব ও আধুনিক রেল পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রবিবার দেশজুড়ে পালিত প্রয়াত রতন টাটার জন্মদিন, বিশিষ্টদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর ঃ প্রখ্যাত শিল্পপতি ও পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত প্রয়াত রতন টাটার জন্মদিন উপলক্ষে রবিবার দেশজুড়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁর নৈতিক নেতৃত্ব, শিল্পোন্নয়ন এবং দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করেন।রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমাজ মাধ্যমে এক পোস্টে বলেন, রতন টাটা প্রমাণ করেছেন যে, প্রকৃত সাফল্য কেবল ব্যবসায়িক সাফল্যের মধ্যেই নয়, বরং দেশের সেবা করার মধ্যেও নিহিত। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল তাঁকে দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেন। আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, শিল্পক্ষেত্রে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠায় রতন টাটার ভূমিকা অনন্য।

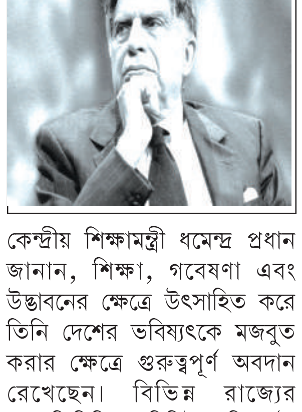

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধমেন্দ্র প্রধান জানান, শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে তিনি দেশের ভবিষ্যৎকে মজবুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন রাজ্যের জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও রতন টাটার জীবন ও কর্মকে স্মরণ করে বলেন, ভারতীয় শিল্পকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

কদমতলায় আগর গাছ চুরি, দশ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

চুড়াইবাড়ি (ত্রিপুরা), ২৮ ডিসেম্বর ঃ চোরের উপদ্রবে দিশেহারা উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি ও কদমতলা থানা এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, প্রায় প্রতিদিনই উত্তর জেলার বিভিন্ন জায়গায় চুরির ঘটনা ঘটছে, তবুও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কোনও দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেই।চুড়াইবাড়িতে বাড়িঘরে চুরির ঘটনার রেশ না কাটতেই কদমতলায় আগর বাগানে বড়সড় চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। জানা গেছে, রাতে বাগানে ঢুকে কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ২২টি মূল্যবান আগর গাছ। বাগান মালিকের দাবি, এই ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ আট থেকে দশ লক্ষ টাকা।ঘটনার পরেও পুলিশ তৎপর না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, বারবার চুরি হলেও রাতে পুলিশি টহল বাড়ানো হয়নি। স্থানীয়দের আশঙ্কা, অবিলম্বে পুলিশ টহল জোরদার না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেবে। এ বিষয়ে পুলিশের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রাশিফল

মেষঃঅত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে। আপনার উচিত মানসিক স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলা। বিনিয়োগের যে স্কিমগুলো আপনার কাছে আকর্ষণীয় লাগছে সেগুলো খুঁটিয়ে দেখুন- কথা দেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। শুভ দিন হবে আজ

বৃষঃ নিজেকে কিছু খেলাধূলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। আজ, আপনাকে এমন বন্ধুরা থেকে দূরে থাকা দরকার যারা আপনাকে অর্থ ঋণ দিতে বলে এবং তারপরে এটি ফেরত দেয় না। যাদের সাথে আপনি কদাচি সাক্ষা করেন তাদের সাথে য়োগাযোগের ভালো দিন।

মিথুনঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে

কর্কট রাশি ঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেএ স্বাস্থ্য সু ন্দর থাকবে। তা।হু।ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না- বিশেষ করে বড় আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে।।

সিংহঃ মানসিক আশঙ্কা আপনাকে বিচলিত করতে পারে। ইতিবাচক চিন্তা এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখা এটিকে দূরে সরিয়ে রাখবে। আজকে করা বিনিয়োগ আপনার সমৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলবে। সংসারে শান্তি হবে

কন্যা ঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। শুভ রং লাল

তুলাঃ আপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। এই গতি ধরে রাখুন যাতে যেকোনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপনাকে উৎসাহিত করে। আর্থিক উন্নতি।

বৃশ্চিকঃএকটি খুশির সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন- কিন্তু এটিকে আপনার হাতের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে দেবেন না। বিবাহের যোগ।

ধনুঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য খুব একটা ভালো দিন নয়। হাঁটার সময় আপনার আরো সতর্ক থাকা উচিত। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজে নিযুক্তঃ ছিলেন, তবে আজকের দিনটি আপনার ভাগ্যবান। ব্যবসায় সাফল্য হবে ।

মকরঃআপনার নিজের যত্ন নেওয়ার আকাঙ্খায় অন্যদের প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে- আপনার অনুভূতিগুলিকে আটকে রাখবেন না এবং আরাম করার জন্য আপনি যা করতে চান সেই সবকিছুই করুন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে

কুম্ভঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। সংসারে শান্তি ।

মীনঃআপনার রসিক আত্মীয়স্বজন আপনার দুশ্চিন্তা দূর করবে আর আপনাকে কাঙ্খিত মুক্তির স্বাদ দেবে। এরকম আত্মীয় থাকার জন্য আপনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবেন। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা রাখুন। ব্যবসায় সাফল্য আজ হতে পারে এবং বিদেশ ভ্রমণ শুভ দিন হবে।

আবহাওয়া

ডিসেম্বরের শেষ লগ্নে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। গত কয়েক দিনে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ধারাবাহিক ভাবে কমেছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বর্ষশেষের দিনগুলো, অন্তত আগামী সোমবার পর্যন্ত এই আবহাওয়াই থাকবে। সোমবারের পর থেকে ২-৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি রয়েছে।রাজ্যজুড়ে বর্তমানে শুষ্ক আবহাওয়া বজায় রয়েছে। কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। রবিবার সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা নেমে যেতে পারে কোথাও কোথাও। তবে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি নেই। ঢুকছে উত্তুরে হাওয়া, যার কারণে তাপমাত্রা নিম্নমুখী।উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কুয়াশা বেশি থাকবে। রবিবার ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে উত্তরের সব জেলায়। দৃশ্যমানতা নামতে পারে ১৯৯ মিটার থেকে ৫০ মিটার পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গে আগামী সাত দিনে তাপমাত্রার খুব বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়বে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী পাঁচ দিনে দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার তেমন হেরফের হবে না। তবে তার পর দুই থেকে তিন ডিগ্রি পারদ চড়বে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ৭টা ১২মিনিট এবং ৯রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ২টা ৫০মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৮মনিটে হতে পারে।

শিলিগুড়িতে ফের বড়সড় চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে ফের বড়সড় চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা হিলকার্ট রোডে একটি জুয়েলারি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। গভীর রাতে পরিকল্পিতভাবে দেওয়াল ভেঙে দোকানের ভিতরে ঢুকে বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপার অলংকার নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত হিলকার্ট রোডে অবস্থিত ওই জুয়েলারি দোকানে রাতের অন্ধকারে এই চুরির ঘটনা ঘটে। দুষ্কৃতীরা প্রথমে দোকানের পাশের দেওয়াল ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর দোকানের আলমারি ও শোকেস ভেঙে প্রায় ৩০ কেজি রুপার অলংকার এবং প্রায় ২০০ গ্রাম সোনার অলংকার নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। চুরি করার পর নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ডিভিআর বক্সও খুলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ফলে তদন্তে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে পুলিশকে। গোটা ঘটনার তদন্তে শিলিগুড়ি থানার পানিট্যাংকি আউটপোস্টের পুলিস।

ডেলিভারি ডেটের দিনই শুনানিতে গর্ভে সন্তান নিয়ে গর্ভবতী মা!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা-২ ব্লক বিডিও অফিসের সভাকক্ষে সার এর শুনানির প্রথম পর্বে এমনই ছবি ধরা পড়লো আমাদের ক্যামেরায়। ২৭ বছরের তরুণী বন্দনা মন্ডল, বাড়ি চন্দ্রকোণার কুঁয়াপুরে। স্বামী পেশায় কৃষক শুভ্রপ্রকাশ মন্ডল। শনিবার ছিল সার এর শুনানির প্রথম পর্ব। বিডিও অফিসের সভাকক্ষের দ্বিতীয়তলে ছিল শুনানি কেন্দ্র। ভিড়ে ঠাসা শুনানি কেন্দ্র, উপস্থিত বিডিও সমেত ব্লকের ৬ জন এইআরও, কমিশন নিযুক্ত ৬ জন মাইক্রো অবজার্ভার, বিভিন্ন বুথের বিএলও'রা। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রথম পর্বে শুনানির জন্য ৭০ জনকে ডাকা হয়। শুনানি কেন্দ্রে যে যার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস নিয়ে হাজির শুনানিতে ডাক পাওয়া ভোটাররা। শুনানি কেন্দ্রের নিচেরতলায় তখন চেয়ারে বসে এক গর্ভবতী মহিলা। শুনানিতে বয়স্ক বৃদ্ধ বৃদ্ধা, এক চোখে দেখতে পাননা এমন ভোটার থেকে সদ্য চোখের অপারেশন তথা ছানি কাটিয়ে কালো চশমা পরিহিত কয়েকজন বৃদ্ধাও হাজির তথ্য যাচাইয়ে। কিন্তু গর্ভবতী মহিলা ওই তরুণীও শুনানি কেন্দ্রে?তরুণীর স্বামী ততক্ষণে স্ত্রীকে নিচে চেয়ারে বসিয়ে তার কাগজপত্র নিয়ে বিএলও'র সাথে দোতলায় শুনানি কেন্দ্রে। শুনানি কেন্দ্রে গর্ভবতী মহিলা কেনো? কমিশন তো এদের জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা করেছে। এদের শুনানি কেন্দ্রে ডাক নই,বাড়িতে গিয়েই করতে হবে শুনানি এমনই গাইডলাইন রয়েছে কমিশনের। খোঁজ নিয়ে জানাযায়, কুঁয়াপুরে শ্বশুর বাড়ি হলেও গর্ভবতী বন্দনার বাপের বাড়ি চন্দ্রকোণার জয়ন্তীপুরে। সেখানকার ১৪৯ নম্বর বুথের বিএলও শুভাশিষ গোস্বামী বন্দনার বাপের বাড়িতেই তার সার এর ফর্ম দিয়ে এসেছিলেন এবং ২০০২ এ বাবার তালিকা ধরেই ফর্ম পুরণ করেছিলেন। বিয়ের পরও ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রোজেনি ভোটার হিসাবে শুনানিতে ডাক পড়েছিল এই গর্ভবতী তরুণীর। ২২ ডিসেম্বর বাপের বাড়িতে নোটিশ দিয়ে আসেন বিএলও। ওই তরুণী ও তার স্বামী জানান, ডিসেম্বরের শেষে ডেলিভারির সম্ভাবনার কথা জানিয়ে ছিলেন চিকিৎসক এবং সম্ভাব্য ডেলিভারি তারিখ শুনানির দিন অর্থাৎ ২৭ ডিসেম্বর বলা হয়েছিল। কিন্তু একথা বিএলও এবং প্রশাসনের কান অবধি না পৌঁছানোই শুনানি কেন্দ্র অবধি আসা ওই তরুণীর। বিডিও অবশ্য জানিয়েছেন, একথা আমাদের জানানো হলে ওনাদের জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা রয়েছে বাড়িতেই শুনানির ব্যবস্থা করা যেতো। গর্ভবতী মহিলা শুনানি কেন্দ্রে আসার কথা শুনে শুনানি কেন্দ্র ছেড়ে বিডিও, এইআরও ও মাইক্রো অবজার্ভার নিচে নেমে এসে বাইরে চেয়ার পেতে তড়িঘড়ি মহিলার শুনানি পর্ব মিটিয়ে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন বিডিও। শুনানি কেন্দ্রে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে সমস্ত কাজ মিটিয়েই সুস্থ অবস্থায় স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যান গর্ভবতী তরুণীর স্বামী। বিএলও জানিয়েছেন, বাড়িতে নোটিশ দিয়ে যাওয়ার সময় কোনো ডেলিভারি ডেটের কথা জানানো হয়নি। শারীরিক সুস্থতা দেখেই ভোটার তালিকায় নাম অটুট রাখতে শুনানির জন্য স্বামীর সাথে এসেছিলেন ওই গর্ভবতী। শুনানি পর্ব শেষে বাড়ি ফেরার মুখে বন্দনা জানিয়ে যান তিনি সুস্থ আছেন, সার এর দুশ্চিন্তাও কেটেছে। সার এর ডাক সাড়া দিয়ে ভোটারের দায়িত্ব পালন করেছেন। এবার গর্ভের সন্তানকে সুস্থ ভাবে পৃথিবীর আলো দেখানোর পালা বন্দনার।

নারীশক্তিতে সমৃদ্ধ মৎস্যচাষ সুন্দরবনে মহিলা মৎস্যজীবী দিবস ২.০

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারতের সুন্দরবন অঞ্চল ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মুখে পড়ে, যেখানে বহু মানুষ মৎস্যচাষের ওপর নির্ভরশীল। গত এক দশকে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অন্তর্গত সিফ্রি, এসসিএসপি / টিএসপি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকা পুনরুজ্জীবনে কাজ করছে। ২০১৩ সাল থেকে সিফ্রি ৫,৫০০-এরও বেশি মৎস্যজীবীকে বৃষ্টিনির্ভর গৃহস্থালি জলাশয়ে ক্ষুদ্র অন্তর্স্থলীয় মৎস্যচাষে উৎসাহিত করে বিকল্প জীবিকার পথ তৈরি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, সিফ্রি প্রথমবার ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের কুলতলিতে অহিলা মৎস্যজীবী দিবসদ উদ্যাপন করে। অনুষ্ঠানটি মৎস্য ও জলজচাষে, বিশেষত সুন্দরবনে, মহিলাদের অবদানকে সম্মান জানানো এবং তাঁদের অংশগ্রহণ ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়। চলতি বছরে, অভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষক্ষেত্রে মহিলা মৎস্যজীবীদের অবদানকে সম্মান জানাতে একই দৃঢ়তা ও অঙ্গীকারের সঙ্গে সিফ্রি সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের কুলতলিতে মহিলা মৎস্যজীবী দিবস ২.০ আয়োজন করেছে ২৬শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ জে. কে. জেনা, উপ-মহানির্দেশক (মৎস্য বিজ্ঞান), আই. সি. এ. আর, ক্ষুদ্র পরিসরের জলজচাষে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করেন ও জীবিকায়নের সুযোগ বৃদ্ধি ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এর অবদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রী আর. অরুণকুমার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (টেক), এনএফডিবি, হায়দ্রাবাদ;অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি অলংকৃত করেন। সিফ্রি-এর নির্দেশক ডঃ বি. কে. দাস, তফসিলিজাতি উপ-পরিকল্পনা এবং আদিবাসী উপ-পরিকল্পনা প্রকল্পের মাধ্যমে সুন্দরবনের মহিলা মৎস্যজীবীদের জন্য মাছ চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ থেকে শুরু করে মহিলা স্বশক্তিকরণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানে পাঁচজন সফল মহিলা মৎস্যজীবীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠান চলাকালীন ৪০০ জন আদিবাসী মহিলাকে মাছের পোনা ও খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় মৎস্য উপকরণ প্রদান করা হয়, পাশাপাশি উন্নত জলজচাষ পদ্ধতি, জলের গুণগতমান ব্যবস্থাপনা এবং রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। বিজ্ঞানী ও মহিলা মৎস্যজীবীদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনাসভার মাধ্যমে জ্ঞান বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যেখানে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের উপযোগী স্থানীয়ভাবে অভিযোজন যোগ্য প্রযুক্তি ও সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করা হয়। জীবিকাগত নিরাপত্তা জোরদার করতে আয় বৈচিত্র্যকরণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ এবং উদ্যোক্তা কার্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল কার্গো ড্রোনের প্রদর্শনী, যেখানে মৎস্য ব্যবস্থাপনায় এর সম্ভাব্য ব্যবহার তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি, সি আই এফ আর আই-এর বিজ্ঞানীরা মৎস্যচাষে রোগ ব্যবস্থাপনা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে পুকুরে মাছ চাষ করে আয় বৃদ্ধির বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে অবহিত করেন। এই উদ্যোগটি দেখিয়েছে যে মৎস্যচাষের উন্নয়নে মহিলা ও পুরুষ;সবার অংশগ্রহণই জরুরি। মহিলাদের লক্ষ্য করে দেওয়া সহায়তা কীভাবে স্থায়ী জীবিকা, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং জলজ সম্পদ রক্ষায় সাহায্য করে, তা এতে স্পষ্ট হয়েছে। সুন্দরবনে অনুষ্ঠিত মহিলা মৎস্যজীবী দিবস ২.০,তে প্রায় ৪০০০ মহিলা অংশ নেন। এই অনুষ্ঠান মহিলাদের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করেছে, ন্যায্য সুযোগ নিশ্চিত করেছে এবং একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে সুস্থিত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।

রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের উদ্যোগে গ্রামবাসীদের উষ্ণতা প্রদান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শীতের ঠান্ডা যখন বাড়ছে, রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল দুর্গাপুরের জেমুয়া পঞ্চায়েতের একটি ছোট গ্রাম মুজরাকোণ্ডার অবহেলিত গ্রামবাসীদের উষ্ণতা এবং সান্ত্বনা প্রদানের জন্য এগিয়ে এসেছে। একটি হৃদয়গ্রাহী উদ্যোগে, ক্লাবটি একটি উদার স্পনসর পরিবার, হাজরা পরিবারের সহযোগিতায় আজ গ্রামবাসীদের ৫০টি উলের কম্বল বিতরণ করেছে। গ্রামবাসীদের হাতে কম্বলগুলি তুলে দেন স্পনসর পরিবার এবং রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের সভাপতি রোটারিয়ান মানতার সিং, যিনি আনন্দ এবং উষ্ণতা ছড়াতে গ্রামে গিয়েছিলেন। এই মহৎ কাজটি গ্রামবাসীদের অনেক প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যারা কঠিন শীতের রাতগুলি মোকাবিলা করতে সংগ্রাম করছে। এই উদ্যোগটি কমিউনিটিকে সেবা করার এবং প্রয়োজনীয়দের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য ক্লাবের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। হাজরা পরিবারের উদারতার জন্য এবং রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য আমরা তাদেরকে সম্মান জানাই। আসুন আমরা এই নিরলস কাজ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আমাদের নিজেদের মতো করে পরিবর্তন আনতে একসাথে হাত মেলাই। একসাথে, আমরা এই শীতকে যারা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের জন্য একটু উষ্ণ করতে পারি।

'এসআইআর চক্রান্তে'র প্রতিবাদে ডোমজুড় ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মহামিছিল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যের নানা প্রান্তে শুনানি নিয়েও মানুষ নানাভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠছে। এবার 'এসআইআর চক্রান্তে'র প্রতিবাদে হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকে তৃণমুল যুব কংগ্রেসের ডাকে রবিবার এক মহামিছিল অনুষ্ঠিত হলো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে এসআইআর চক্রান্তের বিরুদ্ধে হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকে রবিবার সকালে এক মহামিছিলের আয়োজন করে ডোমজুড় কেন্দ্র যুব তৃণমুল কংগ্রেস। এদিন বাঁকড়ার মুন্সিডাঙা মোড় থেকে সলপ পর্যন্ত ওই মিছিল হয়। ডোমজুড় ব্লকের তৃণমুল যুব সভাপতি নুরাজ মোল্লার নেতৃত্বে এই মহামিছিল শুরু হয়। মিছিলে পা মেলান ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কল্যাণ ঘোষ বলেন, 'নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ থাকা সত্তেও কোনও প্রতিনিধি কোনও বয়স্ক মানুষ বা অসুস্থ ব্যক্তি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের বাড়িতে যাননি। তাঁদের সকলকেই কষ্ট করে হিয়ারিং এ আসতে হচ্ছে। এটা চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। গত দু'মাস ধরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে এসআইআর এর নামে মানুষকে অসহায় করে তুলেছে। শুধু তাই নয় ইতিমধ্যে ৪৬ জন বিএলও'র মৃত্যু হয়েছে। এখন শুনানির সময় বয়স্ক, অসুস্থ মানুষকে ১০ কিঃমিঃ দূরে সেন্টারে শুনানিতে যেতে হচ্ছে। যে প্রকল্প দু'বছর ধরে করার কথা সেই প্রকল্প দু'মাস ধরে করে মানুষকে হেনস্থা করছে। মানুষদের যন্ত্রণা দিচ্ছে। বৈধ ভোটারদের নাম কাটার চেষ্টা হচ্ছে। ডোমজুড়ের নিবড়া এলাকায় যারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে সেই এলাকার ৯৯৯ জনকে প্রবাসী ভারতীয় বলে দেখানো হয়েছে। তারই প্রতিবাদে আমরা মহা মিছিল করছি। যে সমস্ত মানুষের হার্ট, হাঁটু, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা আছে, যাদের পেসমেকার বসানো আছে তাঁদের অনেকটা পথ অতিক্রম করে হিয়ারিং এর জন্য যেতে হচ্ছে। অসুস্থ ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হিয়ারিং করার যে কথা নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বলা হয়েছিল তা করা হচ্ছে না। তার বিরুদ্ধেই আমাদের এই মহামিছিল। এরা চক্রান্ত করে বাংলাকে দখল করার চেষ্টা করছে। যে যাই চেষ্টা করুক ২০২৬ সালে বিজেপি শূন্য হয়ে যাবে।' ডোমজুড় পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এবং ডোমজুড় ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি নুরাজ মোল্লা বলেন, 'নির্বাচন কমিশন বাংলার বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে এবং তৃণমূল সরকারকে বাংলা থেকে সরানোর পরিকল্পনা করছে। ওরা যতই এসআইআর করুক বা যাই করুক না কেন তৃণমূল কংগ্রেস আগামী দিনে চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় আসতে চলেছে। এরা বাংলার মানুষকে মানুষই মনে করে না। এরা মনে করে না বাংলা ভারতেরই একটা রাজ্য। বাঙালিদের এরা অপমান করে। এসআইআর চলাকালীন অনেকজন বিএলও মারা গিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি তাঁদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া হোক।'

মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুলে প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ শিক্ষা জাতির ভবিষ্যত, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর শিক্ষাজগতে বড় মাপের ভূমিকা পালন করে চলেছে জয়নগর মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুল। এই স্কুল থেকে পড়াশোনা করে আজ দেশে বিদেশে বহু কৃতিত্ব অর্জন করে আছে বহু ছাত্র ছাত্রীরা। আর এই স্কুলের প্রাক্তনীদের নিয়ে রবিবার হয়ে গেল পুনর্মিলন উৎসব। মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুল আলামনি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এদিন স্কুল ময়দানে একাধিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উৎসবটি পালন করা হয়। এদিন প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, অচিন দও, ধীমান ভট্টাচার্য, লালমোহন ভট্টাচার্য, রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, এসোসিয়েশনের সম্পাদক ডা নাসির আহমেদ, মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপংকর মন্ডল সহ আরো অনেকে। প্রাক্তনীদের মুখে উঠে আসে স্কুল জীবনের টুকরো টুকরো স্মৃতি।

ট্রলারে দীঘা প্রমোদ ভ্রমণে মাঝ সমুদ্রে বিকল ট্রলার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দীঘাঃ মাঝসমুদ্রে আচমকাই বিকল হয়ে গিয়েছিল ট্রলারের ইঞ্জিন। চারিদিকে বিস্তৃত জলরাশি আর ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাথরপ্রতিমা থেকে দিঘা আসার পথে ঠিক এই পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হয়েছিলেন ২২ জন পর্যটক। শনিবার রাতে মাঝসমুদ্রে কয়েক ঘণ্টা চরম উৎকণ্ঠায় কাটানোর পর অবশেষে দিঘা কোস্টাল থানার পুলিশের তৎপরতায় রক্ষা পেলেন তাঁরা। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুর নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা থেকে একটি ট্রলার ভাড়া করে দিঘার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন ওই পর্যটকরা। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনোর ঠিক আধ ঘণ্টা আগে ছন্দপতন ঘটে। মাঝসমুদ্রে আচমকাই বিকল হয়ে যায় ট্রলারের ইঞ্জিন। ট্রলারে থাকা ২২ জন পর্যটক চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিপদ বুঝে ট্রলারের কর্মীরা দ্রুত ওয়্যারলেসের মাধ্যমে দিঘা কোস্টাল থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খবর পাওয়ামাত্রই সক্রিয় হয়ে ওঠে পুলিশ। দিঘা কোস্টাল থানার একটি উদ্ধারকারী দল দ্রুতগতির ভেসেল নিয়ে মাঝসমুদ্রের উদ্দেশে পাড়ি দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেখে, ঘন অন্ধকারে ট্রলারের মধ্যে কার্যত মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন পর্যটকরা। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় একে একে ২২ জন পর্যটককেই উদ্ধার করে দ্রুতগতির ভেসেলে তোলা হয়। রাতেই তাঁদের নিরাপদে দিঘার ডাঙায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। একপর্যটক বলেন পুলিশ না থাকলে কি হতো জানিনা! পূর্ব মেদিনীপুরের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে বলেন, 'সম্প্রতি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে একটি হেল্পলাইন নম্বর (৭০৪৭৯৮৯৮০০) চালু করা হয়েছে। বিপদে পড়া ওই ট্রলারের যাত্রীরা সামাজিক মাধ্যম থেকে সেই নম্বর সংগ্রহ করেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এর ফলেই আমরা খুব দ্রুততার সঙ্গে তাঁদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। এটা জেলা পুলিশের সাফল্য।'

অস্ত্র ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরলেন কেএলও সদস্য সতীশ রাজবংশী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ একসময় তাদের হাতে অস্ত্র ছিল। কিন্তু এখন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন তাঁরা। ঠিক সেই রকমই একজন মালদহের গাজোলের প্রাক্তন কেএলও সদস্য সতীশ রাজবংশী। তিনি সামাজিক পথে চলার জন্য জমি কিনে স্বনির্ভর হওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে শাসকদল। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের মদতে দুই ব্যাবসায়ীর বিরুদ্ধে এবারে তার জমি দখল এবং রেজিস্ট্রি না দেওয়ার অভিযোগ উঠল। সতীশবাবুর অভিযোগ, একটা সময় তাদের হাতে অস্ত্র ছিল জেল খেটেছেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিতে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন তারা। কিন্তু এখন তাদের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে জমি দখল করা হচ্ছে। তিনি জানান, গাজোল কলেজ সংলগ্ন আড়াই বিঘা জমি রয়েছে তার। ধার দেনা করে সেই জমি নিয়েছিলেন তিনি। ২০২১ সালে সেই টাকা পরিশোধ করেছিলাম । কিন্তু গাজোলের ওই দুই জমির মালিক রেজিস্ট্রি দেয় নি। বরঞ্চ জমিতে নামতে গেলে তারা পুলিশ ও শাসকদলের একাংশকে দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। একসময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশেই আমরা অস্ত্র ছেড়ে ওই সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। সামাজিক পথে চলার জন্যই এই জমি কিনে স্বনির্ভর হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এখন এভাবে প্রতারণা হতে গেলে আবারও হয়তো পুরনো পথে ফিরে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগে সতীশ রাজবংশী জানিয়েছেন , ২০২১ সালে গাজোল কলেজ সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে আড়াই বিঘা জমি জন্য প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ দিয়ে ফেলেছিলেন গাজোলের এলাকার বাসিন্দা দুই জমির মালিককে। সতীশবাবুর বাড়ি গাজোল থানার পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিনা স্টেশন সংলগ্ন গোয়ালপাড়া এলাকায়। পরিবারে বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান প্রত্যেককে রয়েছেন। প্রাক্তন কেএলও সদস্য সতীশ রাজবংশীর পরিকল্পনা ছিল ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এবং অন্যান্য কয়েকজন সদস্যের কাছ থেকে জমানো টাকা নিয়েই এই জায়গা কিনে একটা কোন প্ল্যান্ট করবেন। পাশাপাশি কিছু জায়গা বসতি হিসেবে বিক্রি করবেন। বিশ্বাস করেই তিনি ওই দুই জমির মালিককে সম্পূর্ণ টাকা চার বছর আগে দিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই টাকা ফিরিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, রেজিস্ট্রি না দিয়ে ওই জমি কথা বললে নানাভাবে হুমকি এবং পুলিশ দিয়ে হয়রানি করার ধমক দেখাচ্ছেন ওই দুই জমির মালিক। এদিকে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের মধ্যে অমিত প্রসাদকে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এদিকে এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। উত্তর মালদার বিজেপির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অভিযেক সিংহানিয়া জানিয়েছেন, তৃণমূলের কাজই হচ্ছে অসহায় মানুষের জমি দখল করা এবং পিছন থেকে মদত জুগিয়ে এরকম ভাবে হয়রানি করা। এই ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। তৃণমূল পরিচালিত গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন বলেন, আসলে কি ঘটেছে তা জানি না। তবে দল এখানে কোনরকম ভাবেই থাকবে না। এজন্য প্রশাসন রয়েছে। অভিযোগ হলে তারা তদন্ত করে দেখবে।

শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে লাগাদার দুর্ঘটনা ঘটছেই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে লাগাদার দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে মানুষকে সচেতন করার জন্য একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও, মানুষ সচেতন না হওয়ায় দুর্ঘটনা মুক্ত হতে পারছে না শিলিগুড়ি ইষ্টান বাইপাসে। গত কয়েকদিন আগে ভর সন্ধ্যায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দুই যুবকের এবং আহত হয় এক যুবক। এই ঘটনায় পরই ফ্রি ট্রাফিক ব্যবস্থা উপর আঙ্গুল তোলে রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলি। শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে ট্রাফিক ব্যবস্থা ঠিক নেই এই দাবি তুলে আশিঘর মোরে পথ অবরোধ করে বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা। পথ অবরোধের নেতৃত্ব দেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ীর বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জী। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা কারণেই এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে ইস্টার্ন বাইপাসে বলে অভিযোগ করেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থা রয়েছে আশিগড় মোর সংলগ্ন এলাকার রাস্তা। শুধু ট্রাফিককে দোষ দিলে হবে না, পাশাপাশি রাস্তার কারণেও দুর্ঘটনা হচ্ছে। দীর্ঘদিন দেখা নেই স্থানীয় বিধায়কের, ঘটনা ঘটলে তিনি রাস্তায় এসে বিক্ষোভ দেখান। তিনি ফলে বিশ্রাম বাইপাস সংলগ্ন এলাকার রাস্তার কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকায় বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে ফলে দুর্ঘটনা হচ্ছে।

রাসবিহারী বসুর অবদান ও বই পড়ুন বার্তায় স্বপন বাউল

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, হুগলী ঃ চন্দননগর বই মেলায় বহু প্রকাশক বইয়ের স্টল খুলেছেন। নানান বইয়ের সম্ভারে সেজেছে চন্দননগর বই মেলা। চন্দননগর রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উৎসাহে চন্দননগর বই মেলায় যাবার সুযোগ পেলেন ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল চন্দননগরের বই মেলায় ঘুরে ঘুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরত্বপুর্ন অবদানের কথা নিজে গান লিখে সুর করে বাউল গানের মাধ্যমে বই মেলা প্রাঙ্গণে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেন। স্বপন বাউল গানে বক্তব্যে বলেন রাসবিহারী বসু একজন গুরত্বপুর্ন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী, সংগঠক এবং জননেতা। যিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। বক্তব্যে বলেন ১৯৪২ সালে ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে আই এন এ আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। গদর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন ও তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে তুলে দেন। স্বপন বাউল গানে গানে আরও বলেন দিল্লি লাহোর ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। ব্রিটিশদের তাড়া খেয়ে জাপানে চলে গিয়ে নাগরিকত্ব পেয়ে সেখানে তিনি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাসীদের জন্য একজন আইকন হয়ে ওঠেন এবং জাপান থেকে উচ্চ সম্মান অর্জন করেন। এর পাশাপাশি বই কিনুন বই পড়ুন, জ্ঞান অর্জন করুন এই সচেতনতার বার্তা বাউল গানে মেলায় আগত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেন। সারা বই মেলা মাঠ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন প্রচলিত, আধ্যাতিক, বাউল গানে মানুষের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তোলেন। গানে গানে বলেন জাত পাত ধর্ম বলে কিছুই নেই মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। জাত পাত ধর্মের ভেদাভেদ করে কেউ শান্তি ভঙ্গ করবেন না সুস্থ সুরক্ষিত শান্তি সম্প্রীতি ময় সমাজ দেশ ও পৃথিবী গড়ে তুলুন। রাসবিহারী বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা কল্যাণ চক্রবর্তী সার্টিফিকেট দিয়ে সম্মানিত করেন এবং চন্দননগর বই মেলা কমিটি স্মারক দিয়ে সম্মানিত করেন। চন্দননগর বই মেলা কমিটি ও আগত বই প্রেমীরা মেলা প্রাঙ্গণে বাউল গানে আনন্দে মাতলেন।

শ্রীরামপুর সার্বজনীন জাগ্রত ছিন্নমস্তা মাতার পূজা

দুরন্তবার্তা, পুলক চক্রবর্তী, শ্রীরামপুর ঃ মাহেশ নেহরু নগর সার্বজনীন ছিন্নমস্তা ক্লাবের পরিচালনায় নেহেরু নগর কলোনি রেটের ঘাট মহেশ শ্রীরামপুর এলাকায় সার্বজনীন ছিন্নমস্তা মায়ের পূজা সুসম্পন্ন হল সমারোহে। এই পূজার ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে দেখা যায় সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করেন জাগ্রত এই ছিন্নমস্তা মাতা দূর দূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ মাকে মানসিক করেন সোনার গয়না ও জোড়া পাঠাবলিতে। রাত্রি ন'টা বাজলেই শুরু হয় মায়ের পূজা। পুষ্প অলংকারে ভূষিত হয় দেবীর মূর্তি। জাগ্রত ছিন্নমস্তা দেবীর এই পূজা চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জি বাংলার প্রচুর নামি শিল্পীরা মায়ের গানে অংশগ্রহণ নেয়। প্রথম দিন শোভা যাত্রার মাধ্যমে মায়ের আগমন হয় দ্বিতীয় দিনের মায়ের আবরণ উন্মোচন ও সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় সকালে চন্ডী পূজা ও রাত্রে মায়ের মহা পূজা চলে। সমারোহে মায়ের প্রসাদ বিতরণ ও নরনারায়ন সেবা সন্ধিপূজা ও জাগ্রত দেবী মাতা ছিন্নমস্তার বিশেষ ও মহাপূজা। দূর দুরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্তগণ তাদের মানসিক পূজার ডালি নিয়ে লাইন দিয়ে উপস্থিত হয় এই পূজা মন্দিরের সামনে। পাঠা বলি হয়ে থাকে মায়ের এই পুজোতে এবং সেই মহাপ্রসাদ সকল ভক্তবৃন্দের প্রসাদে সমবন্টন হয়। মায়ের এই পূজার মাটি ও পায়ের ফুল নিয়ে সকলে তাদের ডালাতে নিয়ে যান এবং গৃহে রাখেন তাদের মনস্কামনা পূজা পর্যন্ত এবং সারা বছর ধরে। উক্ত পূজায় দূর থেকে ঢাকি ও কাসর শিল্পীরা আসেন সারা রাত ব্যাপি চলতে থাকে মায়ের পূজা। মায়ের এই মহা পুজোতে মাকে মনস্কামনা জানাতে এবং পূজাতে উপস্থিত হয়েছিলেন মাননীয় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বিধায়ক ডাক্তার সুদীপ্ত রায় সকলে এসেছেন মায়ের এই মন্দিরে। ছিন্নমস্তা মাতার পূজা যেখানে সকলে মনস্কামনা মায়ের পায়ে জানান এবং মানসিক রাখেন প্রত্যেক বছর। স্বপন চ্যাটার্জি, কানাই হালদার শ্রীযুক্ত অজিত মহাশয়। মাননীয় অলক ভট্টাচার্য মহাশয় এর হাত ধরে শুরু হয় এই ছিন্নমস্তা মাতার পূজা। পূজার প্রসাদ বিতরণ সকল ভক্তগণের মধ্যে সমভাবে করা হয়, সবাই ভক্তি ভরে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করে মাটিতে বসে। সামগ্রিকভাবে এই পূজা যথেষ্ট পরিমাণে জাগ্রত দূর দূরান্ত থেকে কোলের শিশুদের নিয়ে ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হয় তাদের মনস্কামনা পূর্ণার্থে যা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন ধরে। কারোর বাড়িঘর পাওয়া, আবার কারোর সন্তান লাভ, কারোর জীবন রক্ষা কিংবা পরীক্ষার ভালো ফল এমনকি মৃত্যুমুখাপেক্ষী মানুষও জাগ্রত ছিন্নমস্তা মায়ের আশীর্বাদে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। মা ছিন্নমস্তা দেবী কাউকে খালি হাতে ফেরান না বলে জানা গেছে। জাগ্রত দেবী ছিন্নমস্তা মায়ের এই মহাপূজা উত্তরোত্তর আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

কোন্নগর মাতৃসদন হাসপাতালে অপারেশন টেবিলের উদ্বোধনে সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি

দুরন্তবার্তা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর, হুগলি ঃ শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জির সাংসদ তহবিলের অর্থে কোন্নগর মাতৃসদন ও শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানে অপারেশন থিয়েটার বিভাগের জন্য ৮ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৪৪ টাকা ব্যয়ে এলইডি লাইট এবং ১১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫৩৮ টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক ইলেকট্র মেকানিক্যাল অপারেশন টেবিলের শুভ উদ্বোধন করলেন স্বয়ং সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি। এই শুভ উদ্বোধনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোন্নগর পৌর প্রধান স্বপন কুমার দাস, উপ পৌর প্রধান গৌতম দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সহ অন্যান্য কাউন্সিলর গন। এই অনুষ্ঠানে সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন এই উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটারের পরিষেবা ইতিমধ্যেই তিনি অন্যান্য মাতৃ সদনের জন্য করেছেন এখানে এটি চালু হওয়ার ফলে বহু মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারবেন। এখন এখানে অপারেশন থিয়েটারের উন্নত মান রোগীর সাথে ডাক্তারদের ক্ষেত্রে আরো বেশি সহযোগী হবে বলে তিনি আশাবাদী।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৯ সংখ্যা, সোমবার, ১৩ পৌষ, ১৪৩২

লুপ্তপ্রায় জ্ঞানের পরম্পরা, কৃষক দিচ্ছে শুধু শ্রমটুকু

সম্পাদকীয়

হেমন্তকালে যে ধান ঘরে তোলা হয়, তাকে বলে হৈমন্তিক বা আমন ধান। উত্তরবঙ্গে এর নাম হেঁউতি, যা লোকমুখে এখন হেমতি ধান নামে পরিচিত। এই হেমতি ধানের জমি প্রস্তুতি থেকে শুরু করে নতুন ধান ঘরে তুলতে যাওয়ার প্রতিটি ধাপের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা আচার ও পার্বণ। আধুনিকতার প্রকোপে সেই সব পার্বণ আজ প্রায় অস্তমিত, সেই সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে হেমতি ধানের স্বাদ, গুণমান ও কৃষকের রোজগারও। এ বছর অবস্থা এতই খারাপ যে, ধান কেটে ঘরে তুলতে যে টাকা খরচ হচ্ছে, বিক্রি করে সেই টাকাটাও উঠছে না। কোচবিহারের সিতাই, শীতলকুচি, গোসানিমারি, নাটাবাড়ি, এই সমস্ত অঞ্চলে বিঘার পর বিঘা জমি ধানশূন্য। কোথাও গাছ থেকে ধানের শিষই বেরোয়নি, আবার কোথাও ধানে দানা তৈরি হয়নি। শীতলকুচি ব্লকের বিরাট অংশের ধান নষ্ট হয়েছে বাদামি পোষক পোকার আক্রমণে। ধানশিষ বার হওয়ার পর শুকিয়ে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা ধানি জমি। জেলার নিচু এলাকার কিছু জমিতে ধান হলেও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ধানগাছ হেলে গিয়ে, ধানের শিষ জলে ডুবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শীতলকুচির জনৈক কৃষক তপন রায় আক্ষেপের সুরে জানালেন, 'দেশি ধানগাছের মাথা বৃষ্টিতে হেলে গেলেও পরে আবার তারা মাথা তুলতে পারত কিন্তু এখন প্যাকেটের বীজের ধানগাছের আর সেই ক্ষমতা নেই। একবার হেলে গেলে আর তারা সোজা হয় না।' তাঁর দোলা অর্থাৎ নিচু ভূমির ১২ বিঘা জমিতে যেখানে ধান পাওয়ার কথা ছিল ১৫০-১৭০ মণ, সেখানে তিনি পেয়েছেন মাত্র ৯০ মণ। জলে পড়ে থাকার কারণে বেশির ভাগ ধান হয়ে গিয়েছে কালো, ফলে তা বিক্রি করতে হয়েছে অর্ধেক দামে। অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত উঁচু জমির কৃষকদের অবস্থা আরও করুণ। হেমতি ধান বিক্রির টাকা আলু ও তামাক চাষে লাগায় এখানকার চাষিরা। একটি মরসুমে যে কোনও ফসলের এমন ব্যাপক ক্ষতি হলে পুরো কৃষি-চক্রে কৃষকরা আর সেই লোকসান পুষিয়ে উঠতে পারে না। মহাজন আর সারের দোকানে বাড়তে থাকা ঋণের বোঝা সামলাতে না পেরে, এমন অবস্থায় কৃষকরা হয় জমি বিক্রি করে দেয়, না হলে তা বন্ধক রেখে চলে যায় ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে। যেমন, এবার এই লোকসান কাটিয়ে উঠতে না পেরে কৃষিকাজ ছেড়ে দিচ্ছেন তপনবাবুর দুই ছেলে। তবে এই চিত্র শুধু একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়, একই ছবি প্রায় গোটা দেশের। সমৃদ্ধ দত্তের লেখা বই 'উই দ্য পিপল' থেকে জানা যায়, ১৯৯১ সাল থেকে দেশে কৃষকের সংখ্যা বিপজ্জনক হারে কমতে শুরু করেছে। ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে কৃষকের সংখ্যা কমে ৭৫ লক্ষ। ২০০১ সালের তুলনায় ২০১১ সালে হ্রাসের মাত্রা আরও বেশি- ৭৭ লক্ষ। অর্থাৎ মাত্র ২০ বছরের মধ্যে দেড় কোটির বেশি কৃষক কমে গিয়েছে ভারতে। এই পরিসংখ্যান উপরের ওই স্থানিক চিত্রটির পরিবর্ধিত রূপেরই প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কয়েক বছর আগেও উত্তরের কৃষকদের অবস্থা এমন করুণ ছিল না। শীতলকুচির আর এক প্রবীণ কৃষক সুনীল বর্মণের কথায়, 'এই কয়েক বছর আগেও আমরা নিজেদের সংগ্রহে থাকা বীজে ধান চাষ করতাম। বিঘা প্রতি ১২-১৪ মণ ধান হতো। সারের তেমন প্রয়োজন হতো না। ধানখেতে রাসায়নিক কীটনাশক দেওয়ার প্রয়োজন হতো না। নিজের খেতের সর্বোত্তম ধান সংগ্রহ করে রাখা হতো বীজের জন্য।' এই ধানবীজ সংগ্রহের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন আচার ও পরব। ক্ষেতিলক্ষ্মীর পূজা, মুঠ পূজা, ধানের ফুল আনা পরব ও নয়াখই হলো তেমনই সব ধানবীজ সংগ্রহের আচার-অনুষ্ঠান। কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহের কোনও একদিন পালিত হতো ধানের ফুল আনা পরব, যা সম্পূর্ণ ভাবে একটি নারী-নিয়ন্ত্রিত অনুষ্ঠান। খেতের সবচেয়ে ভালো অংশের ধান নির্বাচন করে পরিবারের মহিলারা গিয়ে সেখান থেকে আড়াই মুঠ ধানের শিষ সংগ্রহ করে, তা কুলোয় করে বাড়ি নিয়ে এসে ঠাকুরঘরে রেখে দিত। পূজার উপাচার শেষ হলে সেই ধান পরিষ্কার পাত্রে যত্ন করে রাখা হতো পরের মরসুমের জন্য। অঘ্রাণের প্রথম দিনে রাজবংশীরা পালন করত নয়াখই অর্থাৎ নবান্ন উৎসব। ধানের ফুল আনা পরব ও নয়াখই পালন না হওয়া পর্যন্ত তাদের নতুন ধান বিক্রি ও নতুন চাল রান্না করাও বারণ ছিল। সুনীলবাবুর আক্ষেপ, এখন আর তাঁর ছেলেরা ধানবীজ সংগ্রহ করে না। ধানচাষ হয় এখন সার কোম্পানির লোকেদের কথায়। তারাই ঠিক করে দেয়, কোন বীজে ধান হবে আর তার পর কোন সার দিতে হবে। প্রথম এক-দু'বছর ফলনও ভালো হলো, কিন্তু তার পর শুরু হয়ে গেল ঘাটতি। প্রতি বছর বিভিন্ন রকম সমস্যা আর তার প্রতিকারে বিভিন্ন রকম সার ও ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। এখন প্রতি বছর নতুন নতুন বীজ আসে, সেই সঙ্গে আসে নতুন সার ও কীটনাশক। ব্যবস্থাটা এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে, কৃষক নিজের জমিতে নিজেই হয়ে গিয়েছে স্রেফ একজন শ্রমিক। বীজ সরবরাহ থেকে সার প্রয়োগ, তার নিয়ন্ত্রণে আর কিছুই নেই। সব কর্পোরেটদের হাতে। আর তাই দেশে গত এক দশকে কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যাটা অন্তত ১ লক্ষ ১২ হাজার। গ্রামগুলিতে আগে, কে কী চাষ করবে, কী ভাবে চাষ হবে, জমি কী ভাবে প্রস্তুত হবে, গ্রামে কার বাড়িতে ভালো বীজ আছে, এই সব নিয়ে আলোচনা হতো ও যৌথ ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। অভিজ্ঞতার নিরিখে, যাঁরা ভালো চাষ জানতেন, তাঁরা মতামত দিতেন। নবীন কৃষকেরা সেই কথা শুনতেন। কিন্তু আজকের কৃষি-ব্যবস্থার গুরুজি হলেন সার কোম্পানির ডিলার আর শহর থেকে আসা বীজ সরবরাহ কোম্পানির সেলসম্যানরা। গ্রামের কৃষকরা নিজেদের পরম্পরাগত জ্ঞানের ব্যবহার করে দশকের পর দশক নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতাকে দূরে সরিয়ে যে ফাঁপা কৃষিব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, তাঁর পরিণাম ভয়ানক। গত ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে চাষিদের বাধ্য করা হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া পরম্পরাগত জ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তির চর্চা ছেড়ে আধুনিক কৃষির পথে হাঁটতে। ক্যাশ ক্রপের পিছনে ছুটতে। তার ফল উপরের ওই পরিসংখ্যানগুলি। এই প্রসঙ্গে ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ তাঁর 'গুমোট ভাঙ্গার গান' বইতে লিখেছেন, 'আজ যে সমস্ত জোয়ান কৃষক ছেলেরা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে না সে কী চাষ করবে, কত সার দেবে, কী ভাবে বীজ সংগ্রহ করবে, সে যে তার বাবাকেই বাদ দিল তা নয়, বাদ দিল বাপ-ঠাকুরদার অনেক বছরের জমানো অভিজ্ঞতাকেও। চাষের জমিতে এটাই আজ মস্ত বড়ো বিপদ।'

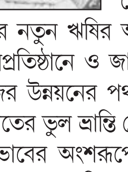

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

মনের সকল অংশকে একই লক্ষ্যে একাগ্র করো। দিবারাত্রি তোমার একমাত্র চিন্তা হোক সেই কর্ম যা সম্পাদন করবে বলে হাত লাগিয়েছো।-ক্রটিহীন সেবাই তোমার অনুক্ষণের ধ্যান জ্ঞান হোক। তাহলেই নতুন যুগের নতুন ঋষির অভ্যুদয় ঘটবে, সর্বত্র হাটে বাজারে ক্ষেতে, খামারে, পৌরপ্রতিষ্ঠানে ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি মনন করে, চিন্তা ভাবনা করে নিজের উন্নয়নের পথ খুঁজে নিতে হয়। সেটিকে সক্রিয়তায় আনতে হয়, অতীতের ভুল ভ্রান্তি থেকে সংশোধনের শিক্ষা নিয়ে। নিজের জাতীয় ভাবকে বিশ্বভাবের অংশরূপে আত্মগত করতে হবে। সেই জন্য প্রয়োজন হলে ভাঙ্গতে হবে বাহ্যিক আচারের বন্ধন। কিন্তু তা যেন ব্যক্তিগত স্বার্থে না করা হয়।-বিশ্বসেবাই প্রকৃত স্বদেশসেবা। শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে, তার লক্ষ্য শুধু নিজের উন্নতি নয়। ব্যক্তি, দেশ ও ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে যে কল্যাণময় শিক্ষা, তা-ই তাকে যথার্থ মানুষ রূপে গড়ে দেশ সেবায় নিযুক্ত করে।

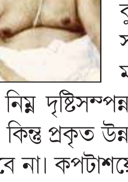

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা। কুশিক্ষিতের শিক্ষক হওয়া কঠিন। সরল ব্যক্তি ঊর্ধ্বদৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মতো। কপটী নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতো। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক। বড় ও উচ্চ হয়ে নিম্ন দৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মতো হওয়ায় লাভ কি? তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না-হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনও লাভ করতে পারবে না। কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না। তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফূর্তি হয় না। যে খেয়াল বিবেকের অনুচর, তারই অনুসরণ করো। মঙ্গলের অধিকারী হবে। সংযত হও, কিন্তু নির্ভীক হও। সরল হও, কিন্তু বেকুব হয়ো না। তাই বলে দুর্বল হৃদয়ে হয়ো না। কপট ব্যক্তি অন্যের কাছে সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে। অল্প বিশ্বাসের দরুণ অন্যের দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়।

ভারতের প্রথম ধর্ম বিদ্রোহী শিক্ষক কলেজ থেকে বিতাড়িত

বিশেষ প্রতিনিধি

১৮২৬ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও কলকাতার হিন্দু কলেজে একজন শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এসময়ে কলেজের উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য খুব অল্প ছিল বলে একজন গুরুর বদলে তিনি সেযুগের উৎসুক ছাত্রগোষ্ঠীর অগ্রজ বন্ধু ও উৎসাহদাতা হয়ে উঠেছিলেন। আর একারণেই ১৮২৯ সালের ১লা তারিখের 'ক্যালেইডোস্কোপ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতায় ডিরোজিও ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর ছাত্ররা এক না একদিন আদর্শবাদীর জয়মাল্য পাবেনই, আর সেদিনই তাঁর মনে হবে যে, তাঁর জীবন সার্থক হয়েছে। হিন্দু কলেজে যোগ দেওয়ার প্রায় দু'বছর পরে ১৮২৮ সালে ডিরোজিও তাঁর উৎসাহী ছাত্রদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা গড়ে তুলেছিলেন, এর নাম ছিল 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' এবং এক অর্থে এটিই বাংলা তথা ভারতের প্রথম কোন ছাত্র সংগঠন ছিল। পরবর্তীসময়ে ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটির চরিত্র নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ১৮৭৯ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর 'রিকলেকশন্স অফ আলেকজান্ডার ডাফ' গ্রন্থে লিখেছিলেন-'এই সংগঠনের সভাগুলিতেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ, কলকাতার সেরা তরুণেরা তৎকালীন প্রধান প্রধান সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রচলিত ধর্মীয় অন্ধ সংস্কার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই তাঁদের আলোচনার মূল সুর ছিল।' এর পরের বছর, অর্থাৎ-১৮২৯ সালে, হিন্দু কলেজের এই প্রগতিশীল ছাত্রগোষ্ঠী 'পার্থেনন' বলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই কলেজের কর্তৃপক্ষ উক্ত পত্রিকাটির প্রকাশ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে দিলে প্রগতিশীল এই ছাত্র পত্রিকাটির অপমৃত্যু ঘটেছিল। এসময়ে সেযুগের কড়া ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী মুখপত্র 'জন বুল' ও হিন্দু রক্ষণশীলদের কাগজ 'সমাচার চন্দ্রিকা' একইসঙ্গে এই পত্রিকাটির অপমৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। এবিষয়ে ১৮৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'জন বুল' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল-'পার্থেনন কর্তৃক বিপজ্জনক মত প্রচার করা বন্ধ হয়েছে। এদেশীয় ছাত্রদের একচুল স্বাধীনতা দিলে তাঁরা মাথায় চেপে বসতে চায়। তাঁদের এই এঁচোড়ে পাকা বাড়াবাড়ি বন্ধ করে তাঁদের অভিভাবকরা ভাল কাজই করেছেন।' (এশিয়াটিক জার্নাল, কলকাতা, ৩য় খণ্ড, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮৩০ সাল, পৃ- ৫)তবে এভাবে তখন 'পর্থেনন' পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হলেও এবং ডিরোজিওকে কার্যতঃ হিন্দু কলেজের শিক্ষকতার পদ থেকে বিতাড়িত হলেও প্রগতিশীল চেতনার বৃদ্ধিকে কিন্তু বন্ধ করা যায়নি। বরং এসময়ে তকালীন কলকাতার একটি নামকরা ইংরেজি মাসিকপত্র-'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল'-এ ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র চিঠি লিখে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে-'ইংরেজরা ভারতবর্ষ জয় করবার আগে, এদেশ বর্বরতার স্তরে ছিল, ইংরেজদের একথা মনে করবার অধিকার কে দিয়েছে? বরং ভারত বরাবরই একটি শিল্পসমৃদ্ধ, উন্নত ও সভ্য দেশ ছিল, এবং আমেরিকার দৃষ্টান্ত একথাই প্রমাণ করে যে ইংরেজদের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে, তবেই ভারতবাসীর দুর্গতি মোচন করা সম্ভব হবে।' এছাড়া সমকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রের অজস্র টুকরো খবর থেকেও একথা জানা যায় যে, তখন টম পেইনের 'রাইটস অফ ম্যান' বা বেন্থামের 'ইমানসিপেট দি কলোনিজ' প্রভৃতি বই কলকাতায় এসে পৌঁছানোর পরে মাত্র দু'-চার দিনেই এই বইগুলির কয়েকশো কপি ছাত্রদের মধ্যে বিক্রি হয়ে নিঃশেষ হয়ে যেত। ইতিহাসের পাতায় থাকা এধরণের সংবাদগুলি থেকে আজও সেযুগের বাংলার ছাত্রদের মনোভাব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। এছাড়া স্বয়ং ডিরোজিও তখন যেসব পত্র-পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 'ক্যালেইডোস্কোপ' ১৮২৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে এই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল যে-'নিতান্ত উপর উপর যাঁরা বিচার করেন, তাঁরাও নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারবেন যে শুধুমাত্র সামরিক শক্তির জোরেই ভারতকে পরাধীন করে রাখা সম্ভব হয়েছে। সৈন্য সরিয়ে নাও, অমনি দেখবে ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরাগের বদলে, ভারতবাসীরা তাঁদের মেরে তাড়াবার উদ্যোগই নিচ্ছেন।' এর প্রায় ছ'বছর পরে ১৮৩৫ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে কলকাতার টাউন হলে ইংরেজ শাসনের অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার দাবি করবে যে বড় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ডিরোজিওর ছাত্র, সমকালীন দ্বিভাষিক 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক ও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর তরুণ নেতা রসিককৃষ্ণ মল্লিক নিজের ধারালো ভাষণে বলেছিলেন-'গরীব ভারতবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ কেন কেড়ে নেওয়া হবে? তাঁরা নিরন্ন ও অর্ধ উলঙ্গ থাকবে, আর বিদেশী শাসনের ও বিজাতীয় ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করা হবে কেন?' (বেঙ্গল হরকরা, ক্রোড়পত্র, কলকাতা, ৬ই জানুয়ারি, ১৮৩৫) এরপরে এই একই বছরে অর্থাৎ-১৮৩৫ সালেই কলকাতার হিন্দু কলেজের ১৬ বছর বয়সী ছাত্র কৈলাশচন্দ্র দত্ত 'শতবর্ষ পরে তোমার কল্পনার ভাবতবর্ষ'-এই প্রতিযোগিতায় একটি কল্পিত রোজনামচা লিখে প্রথনস্থান অধিকার করেছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় তিনি নিজের যে লেখাটি জমা দিয়েছিলেন, সেটার শিরোনাম ছিল '১৯৪৫-এ ৪৮ ঘণ্টার রোজনামচা'। এতে একেবারে আধুনিক একজন সশস্ত্র সংগ্রামীর ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছিলেন যে, কেমন করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বর্বর অত্যাচার অসহ্য হয়ে ওঠায়, ভারতীয়রা সশস্ত্র গণবিদ্রোহ করে ইংরেজ বড়লাট লর্ড ফেল বুচারকে গদিচ্যুত করে দেশের সেরা দেশভক্তদের নিয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠন করেছিলেন আর শেষপর্যন্ত কিভাবে এই বিদ্রোহ পরাজিত হয়েছিল, এবং তারপরে এই বিদ্রোহের তরুণ বাঙালি নেতা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে জল্লাদের হাতে নিজের প্রাণ দেওয়ার আগে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছিলেন যে, মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আত্মদানের থেকে মহৎ কাজ অন্য কিছুই হতে পারে না। (ক্যালকাটা লিটারেরি গেজেট, ৬ই জুন ১৮৩৫)-এর প্রায় দু'বছর পরে ১৮৩৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে তৎকালীন কলকাতার অন্য একটি উদারপন্থী পত্রিকা-'রিফর্মার' ইংরেজ শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্গতির কথা বলে লেখা হয়েছিল-'১৮৩৩-এর সনদ গৃহীত হওয়ার দু'বছরের মধ্যেই বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে ৬ কোটি টাকা রাজস্ব বিলাতে প্রেরিত হয়েছে এবং আগামী বছরগুলিতে তা বেড়েই চলবে। ... এর এক ভগ্নাংশও রাস্তাঘাট নির্মাণে, স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠায় বা অন্য কোনও জনকল্যাণকর কাজে খরচ করা হচ্ছে না।' (আলেকজান্ডার'স ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাণ্ড কলোনিয়াল ম্যাগাজিন, লণ্ডন, জুলাই-ডিসেম্বর ১৮৩৮ সাল, ৩৮-৩৯নং পৃষ্ঠায় পুনরুদ্ধৃত)তবে এর আগেই ১৮৩৩ সালের সূচনায় হিন্দু কলেজের কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র মিলে 'সর্বতত্বদীপিকা সভা' বলে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর এর জন্মলগ্নেই এই সভার সংগঠকরা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে-মাতৃভাষা, বাংলার বঙ্গসাহিত্যের ও সমাজের উন্নতিই তাঁদের লক্ষ্য হবে, এবং এজন্য এই সংগঠনের সমস্ত কাজকর্ম শুধুমাত্র বাংলা ভাষার মাধ্যমেই চালানো হবে। ১৮৩৩ সালের ১৯শে জানুয়ারি তারিখের 'সম্বাদ কৌমুদী' এবং একই বছরের ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এর আগে এবিষয়ে সম্বাদ কৌমুদীতে যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল, সেটিকে পুনরুদ্ধৃত করে 'রিফর্মার' পত্রিকা যা কিছু জানিয়েছিল, সেই সংবাদ থেকে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে রমাপ্রসাদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, দ্বারকানাথ মিত্র, নবীন মাধব দে, শ্যামাচরণ গুপ্ত প্রমুখের নাম জানা যায়। এছাড়া এই ১৮৩৩ সালেই আরেক দল ছাত্র বাংলা ও ইংরেজি-এই দুই ভাষাতে একটি বিজ্ঞান সংক্রান্ত মাসিক পত্র-'বিজ্ঞান-সার সংগ্রহ' প্রকাশ করেছিলেন। আর এর প্রথম সংখ্যাতেই ইংরেজিতে লেখা মুখবন্ধে এই পত্রিকার প্রকাশকরা জানিয়েছিলেন-'ইউরোপের বিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে বাংলার মানুষের মধ্যে প্রচার করাই হল এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য, যাতে করে মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য তাঁরা সোৎসাহে কাজে নামেন। ...আমাদের প্রধান লক্ষ্য পাঠকদের আনন্দ দেওয়া নয়, বরং তাঁদের শিক্ষা দেওয়া তাঁদের আত্মসন্তুষ্ট করা নয়, বরং তাঁদের মহত্তর কর্মযজ্ঞে উদ্দীপিত করা।' (ক্যালকাটা ম্যাগাজিন, ১৮৩৩, পৃ- ১৭৬)-এর প্রায় পাঁচ বছর পরে, ১৮৩৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর ৫ জন বিশিষ্ট প্রতিনিধি-তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রাজকৃষ্ণ দে যুক্তকরে স্বাক্ষর করে যে আবেদনপত্রটি প্রচার করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল যে, দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নিয়মিতভাবে আলোচনা করবার জন্য তাঁরা একটি সংগঠন গড়ে তুলে চান, এবং এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৮ সালের ২২শে মার্চ তারিখে সংস্কৃত কলেজে তাঁরা একটি সভার আহ্বান করেছেন। সমকালীন বিভিন্ন নথি থেকে জানা যায় যে, সেদিন এই সভায় কমপক্ষে ২০০ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই আবার ছাত্র ছিলেন। এরপরে এদিন তাঁরা সর্বসম্মতভাবে 'সধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' বা 'Society for the Acquisition of General Knowledge' বলে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। (সিলেকসন অফ ডিসকোর্সেস ডেলিভারড এ্যাট দি মিটিংস অফ দি সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিসন অফ জেনাবেল নলেজ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৮৪০, মুখবন্ধ গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত অ্যাওয়েকনিং ইন বেঙ্গল গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত, কলকাতা, ১৯৬৫) এই সংগঠনের ১৮৪০, ১৮৪২ ও ১৮৪৩ সালের ছাপানো সভ্যতালিকা বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায় যে, এর সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশই ছাত্র ছিলেন, এবং প্রধানতঃ হিন্দু কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। এমনকি পরবর্তীকালে বাংলার নবজাগরণে যাঁরা ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই তখন এই সংগঠনেরই সক্রিয় সদস্য ছিলেন যথা-ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ। (সিলেকসন অফ ডিসকোর্সেস ডেলিভারড এ্যাট দি মিটিংস অফ দি সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিসন অফ জেনাবেল নলেজ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৮৪০, মুখবন্ধ গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত অ্যাওয়েকনিং ইন বেঙ্গল গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত, কলকাতা, ১৯৬৫) এরপরের বছর-১৮৪১ সালে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অনেকে আরেক পা এগিয়ে একটি আধা-রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেটার নাম ছিল 'দেশহিতৈষণী সভা'। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও তৎকালীন কলকাতার একটি স্কুলের শিক্ষক সারদাপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন এই সভার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পুরুষ ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই সভার প্রতিষ্ঠা-সভায় নিজের ভাষণ প্রসঙ্গে সারদাপ্রসাদ বলেছিলেন-'ইরেজ রাজত্বের গোড়া থেকেই আমাদের শাসক শ্রেণীর মতলব ছিল আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা। আর এই স্বাধীনতাহীনতাই আমাদের সমস্ত দুর্দশার মূল কারণ। তাই আমার প্রস্তাব এই যে, দেশের দুর্গতি মোচনের জন্য আমাদের প্রথমতঃ ঐক্যবদ্ধ হতে হবে দ্বিতীয়তঃ, দেশকে ভালবাসতে হবে দেশপ্রেমই হবে ঐক্যের ভিত্তি এবং সেই সঙ্ঘশক্তিকে পরিচালনা করতে হবে জাতীয় কল্যাণের পথে।' (ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল, নভেম্বর, ১৮৪১) এছাড়া এই সংগঠনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এর দরজা তখন জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়দের জন্যই খোলা ছিল। (ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল, নভেম্বর, ১৮৪১) এরপরে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে গেলে তাঁর মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানিয়ে তৎকালীন বাংলার ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী সমকালীন বিশ্বে ক্রীতদাসত্ব বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃ জর্জ টমসনকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। আর টমসন তখন সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অনেকগুলি অধিবেশনে ১৮৪২-৪৩ সালে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলির সবকটিই ইয়ংবেঙ্গলের দ্বিভাষিক মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। (বেঙ্গল স্পেক্টেটর, কলকাতা ১লা, ৮ই, ১৫ই ও ২৪শে মার্চ, ১৮৪৩) এছাড়া এসময়েই-১৮৪৩ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় জর্জ টমসনের উপস্থিতিতে তৎকালীন ভারতের জনসাধারণের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও তাঁদের অভাব-অভিযোগসমূহ বৃটেনের রাজদরবারে পেশ করবার উদ্দেশ্যে যে নতুন একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল, সেটার নাম ছিল 'বেঙ্গল বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'। জর্জ টমসন এর সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, সম্পাদক হয়েছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন রামগোগাল ঘোষ। (বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ২৫শে এপ্রিল ১৮৪৩)তারপরে এই একই বছরের মে মাসে এই সংগঠনের মধ্যে বাংলার চাষিদের সপক্ষে একটি নতুন প্রগতিশীল ঝোঁক দেখা দিলে, বেঙ্গল স্পেক্টেটরের পাতায় তখন একটি প্রশ্নমালা ছাপা হয়েছিল, যেটির মাধ্যমে জনসাধারণকে বাংলার চাষের ও চাষিদের দুর্গতির কারণ খুঁটিয়ে বোঝানোর একটা চেষ্টা করা হয়েছিল। (বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১৭ই মে ১৮৪৩) তবে ইয়ংবেঙ্গলের এই উদ্যোগ অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এসব ছাড়া তৎকালীন সামাজিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধেও ইয়ংবেঙ্গলের অগ্রণী অংশের মানুষেরা তখন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৮৩১ সালে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে সামাজিকভাবে প্রগতিশীল একটি ইংরেজি নাটক-'দ্য পারসিকিউটেড' (The Persecuted, or Dramatic Scenes Illustrative of the Present State of Hindoo Society in Calcutta) লিখেছিলেন, অন্যদিকে সেখানে পণ্ডিত বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের বিষয়ে নিজের কলম ধরবার প্রায় এক দশক আগেই সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার একটি অধিবেশনে তরুণ মহেশচন্দ্র দেব বিধবাবিবাহের সপক্ষে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তবে তখন এর থেকে বেশি কিছু অবশ্য তাঁরা করে উঠতে পারেননি। মোটামুটিভাবে এটাই হল ঊনিশ শতকের বাংলায় ডিরোজিও এবং তাঁর প্রভাবান্বিত ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর ইতিহাস। আর এই ইতিহাস বিশ্লেষণ করেই অতীতে নির্মলকুমার বসু ইয়ংবেঙ্গলের সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছিলেন-'ইয়ংবেঙ্গলের দুই উপাস্য দেবতা ছিলেন, স্বাধীনতা ও যুক্তিবাদ।' (মডার্ন বেঙ্গল, এন. কে. বসু, কলকাতা ১৯৫৯, পৃ- ৪৭) যদিও ইয়ংবেঙ্গল সম্পর্কে তাঁর এই উক্তি ইতিহাসগতভাবে সত্যি, কিন্তু তবুও ইয়ংবেঙ্গলের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তিনি কিছুটা একদেশদর্শিতা দেখিয়েছিলেন বলেই মনে হয়। তবে এদিক থেকে অধ্যাপক সুশোভন সরকার তাঁর 'ডিরোজিও অ্যাণ্ড ইয়ংবেঙ্গল' প্রবন্ধে মনে ইয়ংবেঙ্গলের যে মূল্যায়ন করেছিলেন, সেটাকে অনেকটা যথাযথ বলেই মনে হয়। তিনি ইয়ংবেঙ্গলের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন-'ইয়ংবেঙ্গলের এই সত্যিকার সীমাবদ্ধতা তাঁদের একার নয়, আমাদের সমগ্র নবজাগরণেরই সীমাবদ্ধতা। ঊনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজ বিদেশী ইংরেজ শাসকদের ভারতের বুকে শোষণকারী ভূমিকাটি বুঝতে পারেন নি, তাঁদের চোখ ছিল তাৎক্ষণিক লাভগুলির দিকে দেশের মানুষদের সঙ্গে নবজাগরণের হোতাদের প্রায় কোনও সংযোগ ছিল না বললেই চলে। প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের গরিমা নিয়ে আচ্ছন্ন থাকায় মুসলিম দেশবাসীর সঙ্গে তাঁদের একটা দূরত্বের প্রাচীর ছিল।

সুশিক্ষিত নয়, রামকিঙ্কর বেইজ ছিলেন স্বশিক্ষিত একজন শিল্পী

বিশেষ প্রতিনিধি

আদি কাপড়ের কুর্তার প্রান্তগুলো বেরিয়ে আছে, সাদা কোঁকড়া চুলের উপর ঠাঁই নিয়েছে কৃষকদের টুপি, আঙুলগুলো কার্টিজ পেপারের উপর চড়ে বেড়ানোর অপেক্ষায় যেন সর্বদা প্রস্তুত সেগুলো বিখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটক যখন রামকিঙ্কর বেইজ-এর উপর প্রামাণ্যচিত্র বানাতে শান্তিনিকেতন যান, তখন এমনটাই বর্ণনা দিয়েছিলেন তার কিঙ্করদা'কে দেখে। যুগান্তকারী এই ভাস্করের সৃষ্টিশীল কাজ ঋত্বিক ঘটককে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে, টানা চারদিন তাকে অনুসরণ করে গেছেন ক্যামেরা হাতে নিয়ে একটা সিনেমা বানানোর আশায় সেই ১৯৭৫ সালের কথা। পরের বছর আচমকা ঋত্বিক ঘটকের অন্তর্ধান হলে সিনেমার কাজটা অসমাপ্তই রয়ে যায়। কিন্তু তাদের দু'জনের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার অবশিষ্টাংশ এখনো টিকে আছে অক্ষতভাবেই। ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে আলাপচারিতার এক রেকর্ডে রামকিঙ্কর বেইজ, যাকে কাছের পরিচিত সবাই কিঙ্করদা বলেই সম্ভোধন করত-শিল্পের অন্বেষণে বাড়ি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে আসার গল্প করেন, তিনি বলেন- 'খুব কম সময়ই আমার উদরপূর্তি করা সম্ভব হতো। এই জীবনটা আসলে কেবল দু'বেলা উদরপূর্তির আশায় উপার্জনের জন্য নয়, বরং তার চাইতে আরো বেশি কিছু।' রামকিঙ্কর বেইজের জন্ম ১৯০৬ সালের ২৫ মে। তবে তার জন্মসাল আর জন্মতারিখ নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি

আছে। অনেকে ২৫ এর বদলে ২৬ মে তার জন্মদিন দাবি করেন। আবার এ-ও শোনা যায়, একবার মদ্যপ হয়ে তিনি বলেছিলেন ১৯১০ সালে তার জন্ম। তবে শান্তিনিকেতনসহ অন্য পণ্ডিতরাও ২৫ মে-কেই আধুনিক ভাস্কর্য ধারার এই পথিকৃৎ শিল্পীর জন্মদিন বলে গণ্য করেন। ২৫ হোক আর ২৬, তা নিয়ে বিতর্ক আর গবেষণায় না গিয়ে বরং একটাকে ধরে নিয়ে তার বৃহৎ জীবনের গল্পটা শুনি, চলুন। ব্রিটিশশাসিত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার যোগীপাড়া গ্রামে তার জন্ম। বাঁকুড়া ছিল প্রত্যন্ত গ্রাম। সেখানকার বেশিরভাগ মানুষই ছিল দিনমজুর পেশার। রামকিঙ্কর বেইজের পিতা চণ্ডীচরণ, আর মাতা সম্পূর্ণা। পিতা ছিলেন পেশায় একজন নাপিত। ক্ষৌরকর্ম ছিল তাদের পারিবারিক পেশা। চার ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে আর পাগলাটে স্বভাবের ছিলেন রামকিঙ্কর বেইজ পদবী তিনি নিজে দিয়েছিলেন। পারিবারিক পদবী ছিল প্রামাণিক। শান্তিনিকেতনে তার এ নাম নিয়ে ব্যাপক ঠাট্টা-মশকরার প্রচলন ছিল। এমনকি কবি নিশিকান্ত তার নাম নিয়ে ছড়া কেটেছিলেন রামমকিঙ্কর প্রামাণিক, নামটা বড়ই হারমোনিক। পরবর্তী সময়ে তিনি সংস্কৃত 'বৈদ্য' আর প্রাকৃত 'বেজ্জ'-এর পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে বেইজ পদবী জুড়ে দেন নিজের নামের সঙ্গে। প্রামাণিক পদবী সরে গিয়ে তার পরিবার পায় বেইজ পদবী। রামকিঙ্করকে অনেকেই আদিবাসী বলে থাকেন এবং মনেও করেন তাই। আদতে তিনি তা নন। মূলত আদিবাসীদের নিয়ে ব্যাপক শিল্পচর্চার কারণে মানুষের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। জাতিগতভাবে তিনি একজন খাঁটি ভারতীয় বাঙালি ছিলেন। শৈশবেই তার ভাস্কর্যের সঙ্গে প্রেম গড়ে উঠেছিল বাঁকুড়ার কুমোরদের কাজ দেখে। তাদের মূর্তি গড়ার কাজ তাকে বেশ আনন্দ দিত। সে আনন্দের বশেই বাল্যকালেই কুমোরদের দেখাদেখি কাদামাটি দিয়ে মূর্তি গড়েছেন তিনি। সেই বালখিল্যতাই যে তাকে আজীবন সৃষ্টির আনন্দ দেবে, তা কে-ইবা জানত? রামকিঙ্কর বেইজ সুশিক্ষিত নয়, ছিলেন স্বশিক্ষিত একজন শিল্পী।

নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর, হুমায়ুনের ছেলেকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৮ ডিসেম্বরঃ ভরতপুরের বিধায়ক ও তৃণমূলের সাসপেন্ডেড নেতা হুমায়ুন কবীরকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা মুর্শিদাবাদে। রবিবার সকালে শক্তিপুরে তাঁর বাড়িতে পুলিশের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অভিযোগ, বিধায়কের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশকর্মীকে মারধরের ঘটনায় হুমায়ুনের ছেলে গোলাম নবি আজাদ ওরফে সোহেলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ বাড়িতে যায় এবং পরে তাঁকে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিরাপত্তারক্ষী নিজেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর দাবি, রবিবার বিধায়ক অফিসে বৈঠক চলাকালীন তিনি ছুটি চাইতে গেলে হুমায়ুনের সঙ্গে বচসা বাধে। অভিযোগ অনুযায়ী, সেই সময় বিধায়ক তাঁকে চড় মারেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে হুমায়ুনের পুত্র সেখানে এসে ওই কনস্টেবলকে মারধর করেন। ঘটনার পরই কনস্টেবল থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই শক্তিপুর থানার পুলিশ

রবিবার সকালে বিধায়কের বাড়িতে যায়। সে সময় হুমায়ুন কবীর বাড়িতে ছিলেন না, তিনি ছিলেন বহরমপুরে। পুলিশ তাঁর পুত্রের খোঁজ শুরু করে এবং পরে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পাশাপাশি বিধায়ক অফিস ও বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। দু'টি পেনড্রাইভে সেই ফুটেজ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে গোটা অভিযোগই উড়িয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর। তাঁর পাল্টা বক্তব্য, নিরাপত্তারক্ষীই তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাঁকে মারতে উদ্যত হন। হুমায়ুনের দাবি, সেই পরিস্থিতিতে তাঁর ছেলে ওই পুলিশকর্মীকে অফিসঘর থেকে বের করে দেন। বিধায়কের কথায়, প্রয়োজনে সিসিটিভি ফুটেজ দিয়েই তিনি নিজের অবস্থান প্রমাণ করবেন। ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন হুমায়ুন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, পুলিশ যদি তাঁর পরিবারের সঙ্গে কোনও রকম অশালীন আচরণ করে, তবে বহরমপুর স্তব্ধ করে দেওয়া হবে এবং মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারের দফতর ঘেরাও করা হবে। পরে খবর পেয়ে তিনি নিজেই শক্তিপুর থানায় পৌঁছন। এদিকে এসডিপিও ঘটনার কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন, ছুটি চাওয়ার কোনও বিষয় ছিল না। কর্তব্যরত পুলিশকর্মীকে মারধরের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও এসেছে। তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, হুমায়ুন নিজেই নিরাপত্তারক্ষীর গায়ে হাত তোলার কথা স্বীকার করেছেন। পুলিশের গায়ে হাত তুললে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতেই হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। উল্লেখযোগ্য ভাবে, হুমায়ুন কবীর ইতিমধ্যেই তৃণমূল ছেড়ে আলাদা দল গঠন করেছেন। যদিও তাঁর পুত্র গোলাম নবি আজাদ এখনও তৃণমূলেই রয়েছেন এবং বেলডাঙা-২ পঞ্চায়েত সমিতিতে দলের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্বে আছেন।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ রণক্ষেত্র তেহট্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেহট্ট, ২৮ ডিসেম্বরঃ চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে। মাঠে নামল পুলিশ। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন নদিয়ার তেহট্ট মহকুমার জিপুর এলাকার বছর ৩৭-র মহম্মদ ইসমাইল শেখ। সমস্যা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছালে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে তেহট্ট হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও সেখানে এসে কারও দেখা মেলেনি। কিছু সময় পরে কর্তব্যরত এক চিকিৎসক আসেন। তিনিই ওই রোগীকে আইসিইউ-তে ভর্তি করেন। সেখানেই এদিন ভোর রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন আত্মীয়-পরিজনরা। ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন হাসপাতালে সামগ্রিক ব্যবস্থা, পরিকাঠামো নিয়েও। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু হলে এই অবস্থা হতো না। হাসপাতালে পৌঁছানোর পরেও দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা হয়েছিল রোগীকে। এই সমস্ত অভিযোগকে সামনে রেখেই এদিন এদিন সকালে হাসপাতালে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভও দেখান পরিবারের সদস্যরা। যোগ দেন প্রতিবেশীরাও। যদিও এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কেউ ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে চাননি। যদিও তাঁরা অভিযোগ মানকে অস্বীকার করছেন। তাঁদের দাবি, চিকিৎসা সঠিক সময়েই শুরু হয়েছিল। কিন্তু রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে আর বাঁচানো যায়নি। তবে ক্যামেরার সামনে দফায় দফায় ক্ষোভ উগরে দেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় হাবিব মোল্লা বলেন, ''পুরোটাই ডাক্তারদের গাফিলতিতে হয়েছে। আমরা যখন নিয়ে এসেছিলাম তখন এখানে ডাক্তার নার্স কেউ ছিল না। চিকিৎসা হয়নি বলেই এমনটা হল। পুরো দোষ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।''

'প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশি-পাকিস্তানি, কাকে কাগজ দেখাব?'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৮ ডিসেম্বরঃ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানি-বাংলাদেশি। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশি-পাকিস্তানি। রাজ্যপাল পাকিস্তানি-বাংলাদেশি। এসআইআর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এমনই বিতর্কিত মন্তব্য করতে দেখা গেল বিজেপির মনোনীত সাংসদ নগেন রায় ওরফে অনন্ত মহারাজকে। তা নিয়েই বিতর্কের ঝড় উঠে গিয়েছে রাজনৈতিক

মহলে। অনন্ত মহারাজের যুক্তি যারা চেয়ারে বসে রয়েছে তাঁরা আমাদের কাগজ দেখতে চাইছেন। অথচ তাঁরাই পাকিস্তানি অথবা বাংলাদেশি। তাহলে আমরা কাগজ কাকে দেখাব? সম্প্রতি এসআইআর-এর পক্ষে একাধিক সওয়াল করেছিলেন এই অনন্ত রায়। এমনকি নিজের বাড়িতে মুসলিম ধর্মগুরুদের নিয়ে আলোচনাতেও বসতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সেই সময় বলেছিলেন এসআইআর হলে ভারতীয় মুসলিমদের কোনও সমস্যা হবে না। এখন তাঁর আচমকা সুর বদলে তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা। এখন একেবারে দেশের প্রশাসনিক প্রধানদের ধরে ধরে তোপ দাগছেন তিনি। সদ্য দিনহাটার সিতাই এলাকায় নিজের সমর্থকদের নিয়ে বনভোজনের আয়োজন করেছিলেন গ্রেটার সুপ্রিমো। সেখানেই এসআইআর ইস্যুতে একের পর বিস্ফোরক মন্তব্য করতে দেখা যায় অন্তত মহারাজকে। মাইক হাতে কার্যত ভর্ৎসনার সুরে বলেন, ''যাদের হাতে খাতা-কলম ওরাই তো বাংলাদেশি, ওরাই তো পাকিস্তানি। ওরাই তো পাকিস্তান থেকে এসেছে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানি-বাংলাদেশি। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশি-পাকিস্তানি। রাজ্যপাল পাকিস্তানি-বাংলাদেশি। তাহলে আমার প্রমাণপত্রটা কে দেখবে?'' যদিও এ নিয়ে এখনই কোনও উচ্চবাচ্য করছে না পদ্ম শিবির। এ বিষয়ে বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুধু বলেন, ''এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। অন্য কোনও নেতাদেরও এখনও পর্যন্ত বিশেষ কিছু বলতে দেখা যায়নি।''

শীত পড়তেই বেড়াতে আসছে মানুষ, পর্যটনের হাত ধরে চাঙ্গা বেলপাহাড়ির মরশুমি অর্থনীতি

বিশেষ প্রতিনিধি, বেলপাহাড়ি, ২৮ ডিসেম্বরঃ জঙ্গলের মাঝে ফাঁকা জায়গায় বস্তা বিছিয়ে মৌসুমি লেবু বিক্রি করছিল দুই খুদে। ঘাঘরা, খাঁদারানিতে পৌঁছতে চোখে পড়ল ত্রিপল খাটিয়ে বসেছে চা, পকোড়ার দোকান। কেউ খোলা আকাশের নীচেই পাথরের থালা-বাটির পসরা সাজিয়েছে। আরেক জায়গায় দেখা গেল ট্রাইবাল ফুডের ছড়াছড়ি। শাল চিকেন, বাম্বু চিকেনের পাশাপাশি দেদার বিক্রি লাল পিঁপড়ে কুরকুটের চাটনির। দেখা গেল চাউমিন, এগরোলের স্বাদ বদলাতে পর্যটকদের যেখানে স্থানীয় মানুষের রুটি-রুজিও জড়িত। তাই পর্যটক বেশি এলে স্থানীয়দের হাতে বাড়তি টাকা আসে। স্থানীয় অর্থনীতিও চাঙ্গা হয়।'' এ বছর বড়দিন থেকেই হাউসফুল ঝাড়গ্রাম। বেলপাহাড়ির ঘাগরা, খাঁদারানি লেক, গাড়রাসিনি পাহাড়, লালজল, ঢাঙ্গিকুসুম ও কাঁকড়াঝোড়ে উপচে পড়ছে পর্যটক। পর্যটকদের চাহিদা মেটাতে গ্রামের রাস্তার দু'পাশে ও পর্যটন স্থলে রকমারি পসরা সাজিয়ে বসেছেন গ্রামবাসীরা। বেড়ানোর পাশাপাশি দেদার কেনাকাটায় ব্যস্ত পর্যটকরা। কুরকুটের চাটনিতে মজে পর্যটকেরা। বাঁশের খুটি-ত্রিপলের ছাউনির ঘেরাটোপে ট্রাইবাল ফুডের স্বাদ নিতে ভিড় করেছেন তাঁরা। দোকানদার শুকলাল মান্ডি বলেন, ''সারা বছর চাষের কাজ করি। শুধু এই কটা দিন এখানে খাবারের দোকান দিই। আগে বেড়াতে আসা লোকজন এ সব খাবারের দিকে তেমন পা বাড়াত না। চাউমিন, এগরোলের দোকানে ভিড় করত। এখন এ সব খাবারের টানে ভিড় করছেন অনেকে। অনেকে কুরকুটের চাটনি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। বিক্রিও বেশ ভালো।'' তবে

অনেকেই ভিড় করেছেন ওই সব খাবারের দোকানে। মুখে হাসি বিক্রেতাদেরও। কারণ এ সব খাবারের জন্য মূলত স্থানীয়রাই ভি। করত। ইদানীং পর্যটকেরাও এ সব খেতে পছন্দ করায় আয় বেড়েছে তাদের। শুধু খাবার নয়, জঙ্গলমহলের বিভিন্ন হস্তশিল্পের (বাবুই ঘাসের তৈরি ঘর সাজানোর জিনিস, পাথরের থালা-বাটি) প্রতিও পর্যটকদের আগ্রহ হাসি ফুটিয়েছে শিল্পীদের মুখে। ফলে পর্যটন মরশুমে চাঙ্গা স্থানীয় অর্থনীতি। পর্যটকদের কল্যাণে দৈনিক ভালো রোজগার করছেন বিক্রেতারা। পর্যটন মরশুমে জঙ্গলমহলে গ্রামবাসীদের এমন লক্ষ্মী লাভে জেলার অর্থনীতিতে আশার আলো দেখছেন অনেকে। সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক নান্টু পাল বলেন, ''পর্যটন এমন একটি ক্ষেত্র খাঁদারানি যাওয়ার পথে বারিঘাটি গ্রামে মৌসুমি লেবুর পসরা সাজিয়ে বসেছিল একদল খুদে। তাদেরই একজন জয়জীবন হাঁসদা বলে, 'ঘরের কাছে গাছে অনেক মৌসুমি লেবু ধইরছে। তাই বিকতে আনছি। বাবুদের অনেকেই কিনছে। তাই রোজ লেবু আনছি।' খাঁদারানিতেই পাঁচ বছর ধরে চায়ের দোকান চালান ভারতী মুন্ডা। তিনি বলেন, ''ত্রিপল ঘেরা দিয়ে চায়ের দোকান খুলেছিলাম। আজ পাকার করেছি। সারা বছর লোক এলেও এই সময় যেন মেলা লেগেছে। প্রতিদিন ভালোই বিক্রি হচ্ছে।'' পাথরের থালা, বাটি নিয়ে বসেছিলেন পাথরশিল্পী নব মিস্ত্রি। তাঁর কথায়, ''এখানকার পাথরের তৈরি জিনিস পর্যটকেরা খুব পছন্দ করছেন। কিনছেনও। কয়েক দিন ধরে বিক্রিও ভালো হচ্ছে।'' ঘাগরায় দেখা গেল শাল চিকেন, বাম্বু চিকেন ও নব মিস্ত্রি থেকে শুকলাল মান্ডি-সকলের আক্ষেপ, প্রশাসনের উদ্যোগে যদি এই সব জায়গায় পাকা স্টল করে দিত এবং সেই সঙ্গে শুধু শীতে নয়, বর্ষাতেও পর্যটনকে জনপ্রিয় করতে ব্যবস্থা নিত, তা হলে পর্যটন ঘিরে এলাকার মানুষের আয় বাড়ত। কারণ বর্ষায় জঙ্গলমবলের অন্যরূপ। বেলপাহাড়ির গাড়রাসিনি পাহাড় সংলগ্ন এক হোম-স্টের মালিক শঙ্কর সিং বলেন, 'দিনের পর দিন পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে বেলপাহাড়িতে। দুটো ঘর থেকে হোম-স্টে শুরু করেছিলাম। এখন দশটি হয়েছে। সবকটিরই বুকিং রয়েছে। গ্রামের বেশ কয়েকজন যুবকও কাজ করে আমার হোম-স্টেতে। তাই পর্যটনে প্রশাসন গুরুত্ব দিলে এলাকার মানুষের আরও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অথনীতিও চাঙ্গা হবে।''

'আমি আর চাপ নিতে পারছি না', বাঁকুড়ার স্কুল থেকে উদ্ধার বিএলও-র ঝুলন্ত দেহ, পাশে সুইসাইড নোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৮ ডিসেম্বরঃ আবারও বাংলায় বিএলওর মৃত্যু। স্কুলের ক্লাসরুম থেকে এক বিএলও-র ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার রানিবাঁধ বিধানসভার রাজাকাটা এলাকায়। পেশায় প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক হারাধন মণ্ডল আত্মহত্যা করেছেন বলেই প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে সুইসাইড নোট। সংশ্লিষ্ট নোটে শিক্ষক লিখে গিয়েছেন কাজের অত্যাধিক চাপের কথা। আর এই বিষয় জানাজানি হতেই নতুন করে তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে রানিবাঁধ থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছে। প্রসঙ্গত, এই নিয়ে বাংলায়মোট ছ'জন বিএলও (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী) আত্মহত্যা করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়ার রাজাকাটা মাঝেরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন হারাধন। তাঁর কাঁধে পড়েছিল বাঁকুড়ার রানিবাঁধ বিধানসভার ২০৬ নম্বর বুথে বিএলও-র দায়িত্ব। নিজের বুথের কিছু ভোটারের শুনানিতে ডাক পড়ে। সেই ভোটারদের নথিপত্র জোগাড়ের নাম করে এদিন বেলা দশটা নাগাদ নিজের বাড়ি থেকে বের হন ওই বিএলও। দীর্ঘক্ষণ তাঁর খোঁজ না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। পরে পরিবারের লোকজন তাঁর খোঁজ করতে করতে স্কুলে হাজির হন। দেখেন স্কুলের একটি ক্লাসরুমের সিলিং ফ্যানে গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁর দেহ ঝুলছেন হারাধন। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় একটি সুইসাইড নোট বলে পরিবার সূত্রে খবর। সংশ্লিষ্ট নোটে লেখা রয়েছে, 'আমি আর চাপ নিতে পারছি না। বিদায়।' একই সঙ্গে ওই নোটে লেখা রয়েছে, 'এই

কাজের জন্য আমিই দায়ী। এর সঙ্গে অন্য কারও যোগ নেই।' শেষে লেখা আছে, 'সব ঠিক করেও আমি ভুল করলাম। ক্ষমা কর আমাকে।' পরিবারের দাবি হারাধন মণ্ডল এসআইআর-এর কাজের চাপ নিতে না পেরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তার জেরেই এমন ঘটনা। মৃত বিএলওর ছেলে সোহম মণ্ডল বলেন, ''বাবা এসআইআর-এর চাপ নিতে পারেনি। তাই সুইসাইড করে নিয়েছে। কী করব? প্রচুর কাজের চাপ। কোনও ট্রেনিং নেই কিছু নেই। আজ বলছে এই কাজ করলে হবে, কাল বলছে ভুল।''

তমলুকের নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২৮ ডিসেম্বরঃ চলতি বছরের জুলাইয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের। অভিযোগ, তার পরেও সেই চিকিৎসকের সই করা প্যাড ব্যবহার করে রোগীদের রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছিল নার্সিংহোম থেকে। সম্প্রতি একটি বিমা কোম্পানির লোকজন অডিটে এলে জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তমলুকের ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কলকাতার এক চিকিৎসকের চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু গত জুলাইয়ে সেই চুক্তি শেষ হয়ে যায়। বিষয়টি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ছাড়া কেউ জানতেন না। তাই, সেই চিকিৎসকের সই করা প্যাডেই রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছিল। অডিটে ওই বিমা কোম্পানির লোকজন দেখতে পান, গত ১৫ ও ১৬ অক্টোবর কয়েক জন রোগীর রিপোর্টে কলকাতার ওই চিকিৎসকের নাম ও স্বাক্ষর রয়েছে। অথচ, বাস্তবে ওই চিকিৎসক সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না। সন্দেহ তৈরি হতেই বিমা কোম্পানির পক্ষ থেকে সরাসরি চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

শুনানিতে ডাক পড়তেই হিংয়ারিংয়ে এসে বিএলও-কে হুমকি শাহজাহানের বাংলাদেশি অনুগামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৮ ডিসেম্বরঃ খসড়া তালিকায় নাম না থাকায় বিএলও-কে হুমকির অভিযোগ শেখ শাহজাহানের অনুগামীর বিরুদ্ধে। হুমকির খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই 'আতঙ্কিত বিএলও' পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে গোটা গ্রামবাসী। কেননা এই অনুপ্রবেশকারী সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের অনুগামী। অভিযুক্তর নাম খাইরুল কারিগর। গত কয়েকদিন আগে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে এসআইআর-এর খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই খসড়া তালিকায় নাম ছিল না হিঙ্গলগঞ্জের সাহেবখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের পুকুরিয়ার ১৯০ নম্বর বুথের খাইরুল কারিগরের। এই খাইরুল কারিগর কে? স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, সন্দেশখালির দাপুটে জেলবন্দি তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের অনুগামী বলে পরিচিত। এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে স্থানীয় বিএলও-এর অভিযোগ এই খাইরুল কারিগর আদতে একজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।' প্রতিবেশীকে মা সাজিয়ে গত কয়েক বছর আগে অবৈধভাবে এ রাজ্যে প্রবেশ করে ভোটার কার্ড সহ যাবতীয় নথি বানিয়ে ফেলেছে। এখন সেই প্রতিবেশী যাকে মা সাজিয়েছিল তিনি এখন বেঁচে রয়েছেন, তবুও অনুপ্রবেশকারী খয়রুল কারিগর নিজের ভোটাধিকার বজায় রাখতে যাঁকে মা সাজিয়েছিলেন তাঁকে মৃত ঘোষণা খাইরুল কারিগরের নথিতে। পুরো বিষয়ে জানাজানি হতেই সেই মতো বিএলও নির্বাচন কমিশনকে খাইরুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেই অভিযোগ জানানোর পর এই খাইরুলকে নোটিস দিয়ে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। এই শুনানিতে ডাকায় স্থানীয় বিএলও-কে হুমকি দেন এই অনুপ্রবেশকারী খাইরুল কারিগর। এমনটাই অভিযোগ তোলেন বিএল ও থেকে শুরু করে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও গ্রামবাসীরা। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ''কয়েকবছর আগেই বাংলাদেশ থেকে এসেছিল। এসে জায়গা কেনে। মস্তানি করে এখানে এসে। লোককে মারধর করে। বাংলাদেশ থেকে এসে আমাদের এখানে অনেক জমি জায়গা কিনেছে। ওকে তাড়ানো ব্যবস্থা

করুক সরকার।'' তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বারের স্বামী জগবন্ধু মিস্ত্রি বলেন, ''এটা একদম ঠিক, ও বাংলাদেশ থেকে এসেছে। অন্যের বাবা-মাকে বাবা-মা সাজিয়ে ভোটার হয়। অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ করেছে।'' সকলে চাইছেন এই খাইরুল কারিগরের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাক এবং বাংলাদেশে ফিরে যাক তিনি। অভিযুক্তকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি পুরোটাই অস্বীকার করেছেন। যদিও অভিযুক্ত খইরুল কারিগরের বক্তব্য, ''বিএলও-কে আমি হুমকি দেব কেন? শেখ শাহজাহানকে আমি চিনিই না। আমি কোনও পার্টি করি না।''

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি Sajal Das s/o Nirmal Das ঠিকানা 93 27/12, Vivekananda Road, Sonali Park, Vaidyabati(M), Sheoraphuli, Hooghly, West Bengal-712223 নতুন EC পাইবার জন্য W.B.L.C.S.C. এ আবেদন করিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C, 1, Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

NOTICE INVITING E-TENDER

Tender Reference No: BAGHAR-II GP/15TH CFC UNTIED/2341 Date: 26/12/2025

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of CONSTRUCTION OF CC Road and Repairing and mentainance. NAME OF FUND: 15TH FC, UNTIED FUND. Bid submission end date **19/01/2026 upto 12.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **21/01/2026 at 12.00 P.M.** For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Pradhan**
Baghar-II Gram Panchayat

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad

CORRIGENDUM NOTICE

Ref: 1 DHLYN/Apas/45/25-26 Sl no 1, 2, 5 & 7

Last date of Bid Submission and Bid opening has been changed as follows: Last date of Bid Submission **05/01/2026 at 18:00 Hrs** instead of **26/12/2025 at 18:00 Hrs.** For farther details please visit **wbtenders.gov.in.** & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.in**

Sd/- **Chairman/EO**
Dhuliyan Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/46/25-26/U
Name of the work: **Maintenance of Uttaran sewer system at Chowbagha Road, Topsia 1st and 2nd Lane, C N Roy Road and surroundings in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,43,897.50.** Earnest money: ₹ **4,900.00.** Period of completion: **75 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/64/34/25-26/R
Name of the work: **Repairing of asphaltum road surface at Talbagan Lane (Crossing of New Park Street and Dargah Road) in Ward No.-064.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,63,952.03.** Earnest money: ₹ **7,300.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/116/25-26/R
Name of the work: **Removal of chockage at 69, D C Dey Road, Miajan Lane, Prabhuram Sarkar Lane and its surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,93,609.79.** Earnest money: ₹ **5,900.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/114/25-26/U
Name of the work: **Improvement of Uttaran passage (will disturbed due to laying of sewer line) at 36/1/1 Pulin Khatic Road and its surrounding Uttaran area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,49,854.27.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/113/25-26/U
Name of the work: **Improvement of Uttaran sewer line at 36/1/1 Pulin Khatic Road and its surrounding Uttaran area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,94,961.64.** Earnest money: ₹ **3,900.00.** Period of completion: **45 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/108/25-26/U
Name of the work: **Improvement of Uttaran sewer line at South Tangra Road and its surrounding Uttaran area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,59,886.53.** Earnest money: ₹ **7,200.00.** Period of completion: **45 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/109/25-26/U
Name of the work: **Improvement of Uttaran passage (disturbed due to laying of sewer line) at South Tangra Road and its surrounding Uttaran area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,49,916.69.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/101/25-26/U
Name of the work: **Patch repairing of Uttaran passage at Miajan Lane, New Tangra Road, Debendra Chandra Dey Road and its surrounding Uttaran areas in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,99,825.02.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/87/25-26/U
Name of the work: **Maintenance of Uttaran drainage system at D.C. Dey Road, Christopher Road, Seal Lane and its surrounding Uttaran area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,73,812.00.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **120 days.**

(10) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/57/25-26/U
Name of the work: **Maintenance of drainage system at Motijheel Lane, Pottery Road, Bibi Bagan Lane and its surroundings of Uttaran area in Ward No.-56.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,00,508.00.** Earnest money: ₹ **4,100.00.** Period of completion: **45 days.**

(11) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/56/25-26/U
Name of the work: **Supplying, fitting and fixing pit covers at Pottery Road, Motijheel Lane and its surroundings of Uttaran area in Ward No.-56.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,43,467.57.** Earnest money: ₹ **4,900.00.** Period of completion: **30 days.**

(12) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/61/25-26/U
Name of the work: **Repairing of passage at 5/A, Pottery Road and its surroundings of Uttaran area in Ward No.-56.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,57,339.42.** Earnest money: ₹ **3,200.00.** Period of completion: **30 days.**

(13) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/54/25-26/U
Name of the work: **Maintenance of drainage system at Swinhoe Lane, Bose Pukur Road, K.N. Sen Road and its surrounding of Uttaran area in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,43,811.19.** Earnest money: ₹ **4,900.00.** Period of completion: **45 days.**

(14) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/61/25-26/R
Name of the work: **Maintenance of drainage system at B D 2nd Lane, P Naskar Lane, P G Road and its surrounding area in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,94,798.56.** Earnest money: ₹ **5,900.00.** Period of completion: **60 days.**

(15) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/59/25-26/U
Name of the work: **Repairing of sanitary latrine at B D 1st Lane, Dharmatala Road, Bose Pukur Road and its surrounding Uttaran area in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,99,723.35.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(16) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/58/25-26/U
Name of the work: **Maintenance of drainage system by replacing pit, catch pit cover at Swinhoe Lane, K N Sen Lane, P G Road and its surrounding Uttaran area in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,99,965.86.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(17) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/57/25-26/U
Name of the work: **Repairing of passage at K N Sen Road, B B Chatterjee Road and its surrounding Uttaran area in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,99,808.32.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(18) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/56/25-26/U
Name of the work: **Repairing of sanitary latrine at Dr. G.S. Bose Road, P.G. Road, Swinhoe Lane and its surrounding Uttaran area in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,43,912.51.** Earnest money: ₹ **4,900.00.** Period of completion: **30 days.**

(19) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/55/25-26/U
Name of the work: **Repairing of passage at 6, R K Chatterjee Road, Swinhoe Lane and its surrounding Uttaran area in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,43,860.42.** Earnest money: ₹ **4,900.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **15.01.2026 up to 10.30 A.M. (For Sl. No. 1 to 19).** Tender will be opened on: **17.01.2026 at 10.30 A.M. (For Sl. No. 1 to 19).** The bid forms and other details are available on and from **23.12.2025 at 6.55 P.M. (For Sl. No. 1 to 19).** The website: **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app (For Sl. No. 1 to 19).**

The Executive Engineer (C)/(Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/714 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads in Ward Nos.-123, 124, 126 under BR-XVI.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,94,108.49 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/661 (1st Call)
Name of the work: **Relaying of kerb & channel stone at Aurobindo Sarani from 4 to 24 in Ward No.-18 under BR-II.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,13,222.65.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/670 (1st Call)
Name of the work: **Relaying of kerb & channel stone at Rabindra Sarani from 388 to 442 in Ward No.-18 under BR-II.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,26,138.20.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/673 (1st Call)
Name of the work: **Laying of seal coat at Cossipore Road from 112A Cossipore Road to Jn. of Ramgopal Ghosh Road in Ward No.-006 under BR-I.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,98,948.11.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **13.01.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 1); 15.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 2 & 3) and 16.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 4).** The bid forms and other details are available on and from **02.01.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3) and 05.01.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 4).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).**

(1820/25-26)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

হাঙরের আক্রমণ থেকে নারী বিজ্ঞানীকে বাঁচালো মানবিক তিমি, বিস্ময়কর ইতিহাস

সমুদ্র-রহস্যে মোড়া এক বিশাল জগৎ। যতই আধুনিক প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ আর অভিজ্ঞতা থাকুক না কেন, এই নীল দুনিয়ার প্রতিটি মুহূর্তেই লুকিয়ে থাকে অজানা বিপদের ছায়া। সমুদ্রবিজ্ঞানীরা প্রতিদিন সেই ঝুঁকির সঙ্গেই লড়াই করে প্রকৃতির অজানা অধ্যায় উন্মোচনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কখনও কখনও প্রকৃতিই যে মানুষের সবচেয়ে বড় রক্ষাকর্তা হয়ে উঠতে পারে, তারই এক অবিশ্বাস্য প্রমাণ মিলল সম্প্রতি। গভীর সমুদ্রে এক ভয়াল মুহূর্তে হিংস্র টাইগার শার্কের হাত থেকে এক নারী বিজ্ঞানীর প্রাণ বাঁচাল এক অতিকায় হাম্পব্যাক হোয়েল। সাত মিনিটের সেই রুদ্ধশ্বাস ভিডিও এখন সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল, আর বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ গোটা বিশ্ব। ঘটনাটি ঘটে গভীর সমুদ্রের তলদেশে, যেখানে এক নারী সমুদ্রবিজ্ঞানী গবেষণার কাজে ডুব দিয়েছিলেন। সবরকম নিরাপত্তা সরঞ্জাম থাকলেও প্রকৃতির সামনে যে সেগুলি অনেক সময়ই যথেষ্ট নয়, তা তিনি হয়তো কল্পনাও করেননি। শান্তভাবে নিজের কাজ করছিলেন তিনি, ঠিক তখনই নীরবে তাঁর পিছু নেয় নির্মম শিকারি হিসেবে। শক্তিশালী চোয়াল, তীক্ষ্ণ দাঁত এবং আক্রমণাত্মক স্বভাব-সব মিলিয়ে টাইগার শার্ক মানেই মৃত্যুর আশঙ্কা। হঠাই বিপদের আঁচ পান ওই বিজ্ঞানী। বুঝতে পারেন, তিনি এক ভয়ানক শিকারির নিশানায় পড়েছেন। প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া হয়ে সাঁতরাতে শুরু করেন তিনি। কিন্তু সমুদ্রের গভীরে মানুষের গতি আর হাঙরের গতির তুলনা চলে না। ঠিক সেই সময়েই ঘটে যায় এক অভাবনীয় ঘটনা। যেন কোথাও থেকে আবির্ভূত হল এক বিশালাকার হাম্পব্যাক হোয়েল্। কয়েক টনের ওজনের এই তিমি মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে স্থাপন

করল নারী বিজ্ঞানী আর হাঙরের মাঝখানে।প্রথমে তিমিটি নিজের বিশাল পাখা দিয়ে আলতোভাবে ওই বিজ্ঞানীকে ঠেলে নিয়ে যায় তুলনামূলক নিরাপদ এক জায়গায়। কিন্তু তাতেও পিছু ছাড়েনি হাঙরটি। শিকার ছাড়তে নারাজ টাইগার শার্ক ক্রমশ কাছে আসতে থাকে। সমুদ্রের সেই নিস্তব্ধ নীল জগৎ তখন রূপ নেয় চরম উত্তেজনার মঞ্চে। ঠিক তখনই তিমিটি দেখিয়ে দেয় তার আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা ও মানবিকতা। নিজের দুই ডানার মাঝে বিজ্ঞানীকে প্রায় জড়িয়ে ধরে সে ভেসে থাকতে থাকে। টানা প্রায় সাত মিনিট ধরে এইভাবেই তিমিটি তাকে আগলে রাখে, যেন নিজের সন্তানের মতো। এই সাত মিনিট ছিল জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ের সাতটি দীর্ঘ অধ্যায়। একদিকে ক্ষুধার্ত হাঙর, অন্যদিকে নিরস্ত্র মানুষ আর তার চারপাশে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ানো এক তিমি। শেষ পর্যন্ত বুঝে যায় টাইগার শার্ক-এই শিকার সহজ নয়। ধীরে ধীরে পিছু হটে সে, মিলিয়ে যায় সমুদ্রের অন্ধকারে। প্রাণ ফিরে পান ওই নারী বিজ্ঞানী। পরবর্তীতে তিনি জানান, সেই মুহূর্তে তিমিটির উপস্থিতি না থাকলে হয়তো আজ তিনি বেঁচে থাকতেন না। এই ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই ঝড়ের গতিতে তা ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ায়। কেউ একে বলছেন সমুদ্রের দেবদূত, কেউ আবার প্রকৃতির মানবিক মুখ। নেটিজেনদের একটাই প্রশ্ন-একটি বন্য প্রাণী কীভাবে এতটা সহানুভূতিশীল হতে পারে? বিজ্ঞানীরা অবশ্য এতে খুব একটা অবাক নন। তাঁদের মতে, হাম্পব্যাক হোয়েল অত্যন্ত সমাজবদ্ধ এবং বুদ্ধিমান প্রাণী। তারা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে, একে অপরকে রক্ষা করে এবং প্রয়োজনে অন্য প্রজাতির প্রাণীকেও বিপদ থেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে।

বিগত কয়েক দশকের গবেষণায় দেখা গেছে, হাম্পব্যাক হোয়েল অনেক সময় সিল, ডলফিন এমনকি মানুষকেও হাঙরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। ধারণা করা হয়, তারা হাঙরকে সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে দেখে এবং স্বভাবতই দুর্বল বা বিপন্ন প্রাণীর পাশে দাঁড়ায়। নারী বিজ্ঞানীকে বাঁচানোর ঘটনাও সেই যত্নবান ও সহানুভূতিশীল আচরণেরই আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক শুধুই শোষণ আর ভয়ের নয়। গভীর সমুদ্রে, যেখানে মানুষের অস্তিত্ব প্রায় তুচ্ছ, সেখানেও সহমর্মিতা ও রক্ষার গল্প লেখা হয়। হিংস্রতার মাঝেও যে মমতা থাকতে পারে, সেই শিক্ষাই দিয়ে গেল এক অতিকায় তিমি। সমুদ্রের নীল গহ্বরে রচিত এই কাহিনি তাই শুধু এক বিজ্ঞানীর প্রাণরক্ষার গল্প নয়-এ এক অনন্য মানবতা ও প্রকৃতির বন্ধনের সাক্ষ্য।

মাত্র ২ সেকেন্ডেই ইতিহাস! ঘণ্টায় ৭০০ কিমি বেগে ছুটে তাক লাগাল চিনের সুপারফাস্ট ট্রেন

প্রযুক্তির দুনিয়ায় একের পর এক বিস্ময় উপহার দিয়ে চলেছে চিন। কখনও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কখনও মহাকাশ অভিযান, আবার কখনও পরিবহণ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী সাফল্য-সব ক্ষেত্রেই তারা যেন নিজেদের সীমা প্রতিনিয়ত ভেঙে ফেলছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও এক অবিশ্বাস্য কীর্তি। ঘণ্টায় ৭০০ কিলোমিটার গতিবেগে ছুটে বিশ্বরেকর্ড গড়ল চিনের চৌম্বক বা ম্যাগলেভ ট্রেন। যদিও এই গতি ছিল মাত্র ২ সেকেন্ডের জন্য, তবুও সেই ক্ষণিক মুহূর্তই যথেষ্ট ইতিহাস রচনার জন্য। ইতিমধ্যেই সেই পরীক্ষার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়, যা দেখে তাক লাগাতে বাধ্য হচ্ছেন নেটিজেনরা। এই পরীক্ষাটি চালানো হয় চিনের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ ডিফেন্স টেকনোলজির তত্ত্বাবধানে। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল অত্যাধুনিক ম্যাগলেভ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সীমা যাচাই করা। তারই অংশ হিসেবে প্রায় এক টন বা ১,০০০ কেজি ওজনের একটি পরীক্ষামূলক ট্রেনকে বিশেষভাবে তৈরি ৪০০ মিটার দীর্ঘ ট্র্যাকে চালানো হয়। সবরকম নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যেই ট্রেনটিকে ধীরে ধীরে ত্বরণ দেওয়া হয়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটে চমক-ট্রেনটি পৌঁছে যায় ঘণ্টায় ৭০০ কিমি গতিতে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এর আগেও এই ট্রেন ঘণ্টায় ৬৪৮ কিমি গতিবেগ অর্জন করেছিল। সেই সাফল্যকেই এবার ছাপিয়ে গেল নতুন পরীক্ষা। মাত্র দুই সেকেন্ডের জন্য হলেও এই গতি নিশ্চিতভাবেই একটি নতুন বিশ্বরেকর্ড বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আরও আশ্চর্যের বিষয়, এত দ্রুত ছুটেও ট্রেনটি সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে থামতে সক্ষম হয়েছে, যা এই প্রযুক্তির

নির্ভরযোগ্যতাকেই তুলে ধরে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে দেখা যায়, ট্রেনটি যেন রুপোলি বিদ্যুতের ঝলকের মতো চোখের পলকে ছুটে যাচ্ছে। খালি চোখে তার গতিপথ অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব। ট্রেনটি চলে যাওয়ার পর ট্র্যাকের উপর হালকা এক ধরনের কুয়াশার মতো রেখা তৈরি হচ্ছে, যা গোটা দৃশ্যটিকে আরও নাটকীয় করে তুলেছে। অনেকেই বলছেন, এটি যেন কোনও বিজ্ঞান কল্পকাহিনির সিনেমার দৃশ্য-বাস্তব নয়, কিন্তু সত্যি। কিন্তু প্রশ্ন হল, কীভাবে সম্ভব হল এত বিপুল গতি? এর নেপথ্যে রয়েছে ম্যাগলেভ বা ম্যাগনেটিক লেভিটেশন প্রযুক্তি। এই পদ্ধতিতে ট্রেনটি রেললাইনের উপর চলে না, বরং শক্তিশালী চৌম্বক শক্তির সাহায্যে ট্র্যাকের কিছুটা উপরে ভেসে থাকে। ফলে চাকা ও রেলের মধ্যে কোনও ঘর্ষণ তৈরি হয় না। আর এই ঘর্ষণহীন অবস্থাই ট্রেনকে অতি উচ্চ গতিতে ছুটতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে সুপারকন্ডাক্টিং চুম্বক, যা অত্যন্ত শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম। এই চুম্বকের সাহায্যে ট্রেনটি শুধু ভেসে থাকেই না, একই সঙ্গে প্রচণ্ড ত্বরণও লাভ করে। গবেষকদের দাবি, এই ত্বরণ এতটাই শক্তিশালী যে প্রয়োজনে এটি একটি ছোট রকেট উৎক্ষেপণের ক্ষমতাও রাখে। অবশ্য এটি পরীক্ষামূলক বক্তব্য হলেও, তাতে এই প্রযুক্তির ক্ষমতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই প্রযুক্তিকে ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে যাতায়াতের ধারণাই বদলে যাবে। ঘণ্টায় ৭০০ কিমি বা তার কাছাকাছি গতিতে ছুটতে পারলে দূরবর্তী শহরগুলির মধ্যে যাতাযাত হয়ে উঠবে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। ধরুন, কয়েকশো কিলোমিটার দূরের দুটি শহরের মধ্যে যাতাযাত করতে যেখানে এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগে, সেখানে ভবিষ্যতে সেই পথ পাড়ি দিতে সময় লাগবে মাত্র ১০-১৫ মিনিট। তবে গবেষকরাও মানছেন, এই প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করতে এখনও বহু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অত্যন্ত ব্যয়বহুল পরিকাঠামো, নিরাপত্তা, শক্তি খরচ এবং দীর্ঘ ট্র্যাক নির্মাণ-সব মিলিয়ে .পথ এখনও দীর্ঘ। তবুও সাম্প্রতিক এই সাফল্য প্রমাণ করে দিয়েছে, চিন সেই ভবিষ্যতের দিকেই দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিশ্বজুড়ে পরিবহণ বিশেষজ্ঞরা এই পরীক্ষাকে যুগান্তকারী বলে অভিহিত করছেন। তাঁদের মতে, এটি শুধু একটি রেকর্ড নয়, বরং আগামী দিনের হাই-স্পিড ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থার এক ঝলক। বিমান, বুলেট ট্রেন কিংবা হাইপারলুপ-সবকিছুর সঙ্গেই পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই সুপারফাস্ট ম্যাগলেভ ট্রেন। মাত্র দুই সেকেন্ডের জন্য হলেও ঘণ্টায় ৭০০ কিমি গতিতে ছুটে চিনের এই ট্রেন দেখিয়ে দিল, ভবিষ্যৎ আর কল্পনার বিষয় নয়-তা দ্রুত বাস্তবের দিকে এগিয়ে আসছে। আর সেই

শান্তির প্রস্তাব মানা না হলে যুদ্ধই শেষ কথা-ইউক্রেনকে কড়া বার্তা পুতিনের, বাড়ল সংঘাতের আশঙ্কা

২৮ ডিসেম্বর ঃ ইউক্রেন যুদ্ধের ভবিষ্যৎ কি তবে কূটনীতির টেবিল ছেড়ে পুরোপুরি যুদ্ধক্ষেত্রেই নির্ধারিত হতে চলেছে? রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাম্প্রতিক মন্তব্য সেই প্রশ্নই আরও জোরালো করে তুলেছে। শনিবার এক কড়া বার্তায় পুতিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ইউক্রেন যদি শান্তিপূর্ণ পথে সমস্যার সমাধানে আগ্রহ না দেখায়, তবে রাশিয়া তার লক্ষ্যপূরণে সামরিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করতে পিছপা হবে না। মস্কোর এই অবস্থান আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।পুতিনের বক্তব্য অনুযায়ী, ইউক্রেনের নেতৃত্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আন্তরিক নয়। তাঁর দাবি, কিয়েভ ইচ্ছাকৃতভাবেই আলোচনার পথ এড়িয়ে যাচ্ছে এবং সংঘাত দীর্ঘায়িত করছে। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার সামনে আর কোনও বিকল্প নেই বলেই মনে করছে ক্রেমলিন। পুতিনের ভাষায়, আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে, কিন্তু যদি সেই সুযোগ না দেওয়া হয়, তবে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে প্রয়োজনীয় সব উপায় ব্যবহার করব। এই মন্তব্য কার্যত ইউক্রেনের প্রতি সরাসরি সামরিক হুঁশিয়ারি বলেই ব্যাখ্যা করছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা।এই হুঁশিয়ারি এমন এক সময়ে এল, যখন ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলা নতুন করে তীব্রতা পেয়েছে। শনিবার ভোর থেকে কিয়েভ ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক আক্রমণ চালায় রুশ বাহিনী। ইউক্রেনীয় সূত্র অনুযায়ী, প্রায় ৫০০টি ড্রোন এবং অন্তত ৪০টি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এই অভিযানে। দীর্ঘ প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে চলা এই হামলা সাম্প্রতিক সময়ে অন্যতম বৃহ আক্রমণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। রাজধানী কিয়েভ ছাড়াও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহর ও পরিকাঠামো লক্ষ্য করে এই আঘাত হানা হয়েছে বলে অভিযোগ। রাশিয়ার তরফে দাবি করা হয়েছে, এই হামলার লক্ষ্য ছিল ইউক্রেনের সামরিক ও কৌশলগত পরিকাঠামো। তবে ইউক্রেনের বক্তব্য ভিন্ন। প্রেসিডেঃট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার এই আক্রমণকে নির্বিচার বর্বরতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, মস্কো আসলে যুদ্ধ থামানোর কোনও সদিচ্ছাই দেখাচ্ছে না। শান্তির কথা মুখে বললেও, বাস্তবে রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের মাধ্যমে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। জেলেনস্কির মতে, এই দ্বৈত নীতিই প্রমাণ করে দেয় যে রাশিয়া সংঘাত দীর্ঘায়িত করতে চাইছে। জেলেনস্কি আরও বলেন, ইউক্রেন আন্তর্জাতিক মহলের সহযোগিতায় শান্তির পথ খুঁজতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তার জবাবে রাশিয়া হামলার মাত্রা বাড়াচ্ছে। তাঁর কথায়, যখন আমরা কূটনৈতিক সমাধানের কথা বলছি, তখন তারা আকাশপথে হামলা চালাচ্ছে। এটাই রাশিয়ার প্রকৃত অবস্থান। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি পশ্চিমি দেশগুলির কাছে আরও শক্ত অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই জেলেনস্কির আন্তর্জাতিক সফরও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি বর্তমানে কানাডা সফরে রয়েছেন এবং সেখান থেকে আমেরিকার ফ্লোরিডায় গিয়ে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসার কথা রয়েছে। এই বৈঠক নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। ট্রাম্প অতীতে একাধিকবার দাবি করেছেন, তিনি ক্ষমতায় থাকলে ইউক্রেন যুদ্ধ দ্রুত শেষ করতে পারতেন। সেই প্রেক্ষাপটে জেলেনস্কি-ট্রাম্প বৈঠক যুদ্ধের কূটনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। ঠিক এই বৈঠকের আগেই পুতিনের কঠোর বার্তা এবং সামরিক তৎপরতা বাড়িয়ে দেওয়াকে কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে আন্তর্জাতিক মহল। অনেকের মতে, মস্কো চাইছে আলোচনার আগে নিজেদের শক্ত অবস্থান আরও স্পষ্ট করতে। যুদ্ধক্ষেত্রে চাপ বাড়িয়ে কিয়েভ ও তার পশ্চিমি মিত্রদের উপর মানসিক ও কূটনৈতিক প্রভাব ফেলাই হতে পারে এর উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, ইউরোপ ও ন্যাটো দেশগুলিও এই পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছে। রাশিয়ার হামলার তীব্রতা বৃদ্ধি এবং শান্তি আলোচনার

মাইনাস ৫৬ ডিগ্রির শহর!

চারদিক ঝলমলে আলোয় সেজে উঠেছে শহর। রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট, চৌরাস্তার আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ক্রিসমাস ট্রি- সবেতেই ঝুলছে আলোর মালা। বড়দিনের উৎসব, আনন্দের সময়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই আলো যেন চোখেই পড়ে না। চারপাশ ঝাপসা, এমনকি কয়েক হাত দূরের কিছু দেখাও দুষ্কর। গাছ, রাস্তা, ঘরবাড়ি- সব ঢেকে গেছে পুরু বরফে। এ কোনও কল্পকাহিনি নয়, এ বাস্তব। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে পৃথিবীর শীতলতম শহরগুলোর একটি- ইয়াকুস্ক। রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলের ইয়াকুতিয়া বা সাখা প্রজাতন্ত্রের রাজধানী এই ইয়াকুস্ক শহরে এখন তাপমাত্রা মাইনাস ৫৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সম্প্রতি বড়দিনের দুপুরে শহরের এক বাসিঃদা কয়েক সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন। সেই ভিডিওতেই ধরা পড়ে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি- বাতাসে বরফের কণার ঘন পর্দা, মুখ ঢেকে রাখা মানুষের চোখের পাতাতেও জমে থাকা বরফ। ভিডিও ভাইরাল হতেই গোটা বিশ্বের নজর ফের ইয়াকুস্কের দিকে। তবে ইয়াকুস্কের বাসিঃদাদের কাছে এই তাপমাত্রা নতুন কিছু নয়। এখানে শীত একটি ঋতু নয়, বরং জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বছরের অধিকাংশ সময়ই তাপমাত্রা থাকে হিমাঙ্কের নীচে। ইয়াকুস্ক শহরের গড় তাপমাত্রাই প্রায় মাইনাস ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতকালে তা আরও নেমে যায় ভয়াবহ মাত্রায়। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ইয়াকুতিয়ায় গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিল- মাইনাস ৬২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যাবে, ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে এখানকার তাপমাত্রা নেমেছিল মাইনাস ৬৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা এখনও পর্যন্ত সর্বকালের সর্বনিম্ন। সম্প্রতি অবশ্য শুধু ইয়াকুস্ক নয়, চমকে দিয়েছে উত্তর আমেরিকাও। ক্যানাডার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউকন প্রদেশের ব্রেবার্ন এলাকায় তাপমাত্রা নেমেছিল মাইনাস ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে। আবহবিদদের মতে, এর কারণ একটি ' ভর্টেক্স'- মেরু অঞ্চলের ঘূর্ণিবায়ু, যা সাময়িকভাবে উত্তর ক্যানাডার উপর থমকে দাঁ।য়েছিল। তবে এই চরম আবহাওয়া কদিনের মধ্যেই কেটে যাবে। ইয়াকুস্কের ক্ষেত্রে তা নয়। এখানে এই শীতই স্বাভাবিক। ইয়াকুস্ক অবস্থিত ' অঞ্চলে। অর্থাৎ, এখানকার মাটি সারা বছরই জমাট বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মকালেও মাটির গভীরে বরফ গলে না। এই কারণেই ইয়াকুস্কের বাড়িঘর তৈরি হয় বিশেষ ধরনের পিলারের উপর, যাতে জমাট বরফ গলে গিয়ে কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। শীতের সময় ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে গণপরিবহণ ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। খাদ্যাভ্যাসও আলাদা। এখানে সবুজ শাকসবজি প্রায় মেলে না।

CHANGE OF NAME

I, Mohosen Ali (Old name) D/o- Ajija Parvin, Resident at, Post office para, Po-Masimpur, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, 732206 West Bengal, I have changed my name Mohosen Ali to Md Mohosen Ali (New name) I shall be known as Md Mohosen Ali vide affidavit before the Na at Berhampore on 26/12/2025 Mohosen Ali & Md Mohosen Ali same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I , Sekh Kamaluddin S/O- Sekh Mohbub Alam @ SK Mehebub Alam resident of Chhatimpur, P.O.- Huria, P.S.- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713424, have changed my name and shall henceforth be known as 'SK KAMAL UDDIN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 26/12/2025. That Sekh Kamaluddin and SK Kamal Uddin both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I , Pranabesh Biswas S/O- Dhirendra Nath Biswas resident of Saheb Bagan, Daluibazar, P.O.- Rasulpur, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713151, have changed my name and shall henceforth be known as 'PRANAB BISWAS' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 20/12/2025. That Pranabesh Biswas and Pranab Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Najbul Mandal (Old Name) S/O– Osman Mondal resident of Vill- Jotpara Manandapur , Po- Sadikhans Dearh , Ps-Jalangi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Najbul Mandal to Najmul Mandal and henceforth I shall be known as Najmul Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/12/2025. My name Najmul Mandal & Najbul Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Maha Jalaluddin (Old Name) S/O–Idmahammad resident of Vill-Madhaipur , Po-Malihati , Ps-Salar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742401 do hereby declared that I have changed my name from Maha Jalaluddin to Mohammad Jalal Uddin and henceforth I shall be known as Mohammad Jalal Uddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Kandi court on 03/12/2025. My name Mohammad Jalal Uddin & Maha Jalaluddin both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jainab Bibi, W/O- Karim Sk , declared that my son's (Old Name) Sarwar Sk residing at Vill-Bagachhara , PO-Benipur , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742140 do hereby declared that I have changed my son's name from Sarwar Sk to Maruwar Alam and henceforth my my son's name shall be known as Maruwar Alam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/12/2025. My son's name Maruwar Alam & Sarwar Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mehdi Hassan Biswas, my father's (Old Name) Noor Mohammed resident of Vill-Hatkhola , Po-Mahakhola , Ps-Chapra , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my father's name from Noor Mohammed to Nurmahammad Biswas and henceforth my father's shall be known as Nurmahammad Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Krishnagar court on 24/12/2025. My father's name Nurmahammad Biswas & Noor Mohammed both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Samima Akhter (Old Name) W/O– Mehdi Hassan Biswas resident of Vill-Hatkhola , Po-Mahakhola , Ps-Chapra , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Samima Akhter to Samima Aktar Biswas and henceforth I shall be known as Samima Aktar Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Krishnagar court on 24/12/2025. My name Samima Aktar Biswas & Samima Akhter both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mehdi Hassan Biswas , my mother's (Old Name) Hasina Bibi resident of Vill-Hatkhola , Po-Mahakhola , Ps-Chapra , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my mother's name from Hasina Bibi to Hachena Biswas and henceforth my mother's shall be known as Hachena Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Krishnagar court on 24/12/2025. My mother's name Hachena Biswas & Hasina Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I , Habibur Rahaman Chowduri S/O- Choudhury Hafijur Rahaman@ Hafijur Rahaman Chowdhuri resident of Vill- Mathnurpur, P.O.- Palashan, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713424, have changed my name and shall henceforth be known as 'CHOUDHURY HABIBUR RAHAMAN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 20/12/2025. That Habibur Rahaman Chowduri and Choudhury Habibur Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Karuna (Old Name) W/O–Hajrat Sekh residing at Jalsukha , Bad Billagram , Nakashipara , Nadia , West Bengal 741126 do hereby declared that I have changed my name from Karuna to Karina Sekh and henceforth I shall be known as Karina Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/12/2025. My name Karina Sekh & Karuna both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mafijul Molla (Old Name) S/O– Sonaruddin Molla residing at Vill-Balirmathpara , PO-Bangaljhi , PS-Chapra , Nadia , West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Mafijul Molla to Mofizul Mollah and henceforth I shall be known as Mofizul Mollah (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/12/2025. My name Mofizul Mollah & Mafijul Molla both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammed Piarul Haque (Old Name) S/O–Abdur Rahim residing at Vill-Surkhali , PO-Sankarpur , PS-Khargram , Murshidabad, West Bengal 742157 do hereby declared that I have changed my name from Mohammed Piarul Haque to Piyar Ali Sk and henceforth I shall be known as Piyar Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/12/2025. My name Piyar Ali Sk & Mohammed Piarul Haque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ummehani Begam (Old Name) W/O–Mohammad Jalal Uddin resident of Vill-Madhaipur , Po-Malihati , Ps-Salar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742401 do hereby declared that I have changed my name from Ummehani Begam to Ummahani Bagem and henceforth I shall be known as Ummahani Bagem (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Kandi court on 23/12/2025. My name Ummahani Bagem & Ummehani Begam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I , Chowdhuri Parvin Begam W/O- Chodhury Habibur Rahaman @ Choudhury Habibur Rahaman resident of Vill- Mathnurpur, P.O.- Palashan, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713424, have changed my name and shall henceforth be known as 'CHOUDHURY PARVIN BEGAM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 20/12/2025. That Chowdhuri Parvin Begam and Choudhury Parvin Begam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I , Hafijur Rahaman Chowdhuri S/O- Chaudhuri Fajalur Rahaman @ Chaudhuri Fajarulahaman resident of Vill- Mathnurpur, P.O.- Palashan, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713424, have changed my name and shall henceforth be known as 'CHOUDHURY HAFIJUR RAHAMAN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 20/12/2025. That Hafijur Rahaman Chowdhuri and Choudhury Hafijur Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anjumanowara Bibi (old name) residing at Khosbaaspur, khosbaaspur, Kandi, Dist-Murshidabad, Pin-742136 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ANJUMANOWARA BIBI to ANJUWARA BIBI and henceforth I shall be known as ANJUWARA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/12/2025. ANJUMANOWARA BIBI and ANJUWARA BIBI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mura Sekh (old name) residing at Khosbaaspur, khosbaaspur, Kandi, Dist-Murshidabad, Pin-742136 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MURA SEKH to MURSED SK and henceforth I shall be known as MURSED SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/12/2025. MURA SEKH and MURSED SK both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Yunuch Molya (old name) residing at Kathuriyapara, Chimtakachari, Hasnabad, Dist-North 24 parganas, Pin-743456 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from YUNUCH MOLYA to YUNUCH MOLLA and henceforth I shall be known as YUNUCH MOLLA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/12/2025. YUNUCH MOLYA and YUNUCH MOLLA both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Bodiuzzaman (old name) residing at Bdo office para, Nashipur, Balagachi, Ranitala, Dist-Murshidabad, Pin-742135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD BODIUZZAMAN to BADIUJJAMAN SK and henceforth I shall be known as BADIUJJAMAN SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/12/2025. MD BODIUZZAMAN and BADIUJJAMAN SK both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ajit Kumar Biswas (old name) residing at Kurmitala, Kurmitala, Murshidabad, Dist-Murshidabad, Pin-742150 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AJIT KUMAR BISWAS to AJIT BISWAS and henceforth I shall be known as AJIT BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/12/2025. AJIT KUMAR BISWAS and AJIT BISWAS both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ejalek Dafadar (old name) residing at Padmamala, Padmamala, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from EJALEK DAFADAR to EJLEK DAFADAR and henceforth I shall be known as EJLEK DAFADAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/12/2025. EJALEK DAFADAR and EJLEK DAFADAR both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rabiul Dafadar (old name) residing at Padmamala, Padmamala, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RABIUL DAFADAR to ROBIUL DAFADAR and henceforth I shall be known as ROBIUL DAFADAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/12/2025. RABIUL DAFADAR and ROBIUL DAFADAR both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, JOLI BIBI (old name) W/O -MD MOSARAF HOSSAIN residing at VILL-RAMAKANTAPUR PO-SAHEBNAGAR PS- JALANGI DIST-MURSHIDABAD PIN-742306. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from JOLI BIBI (old name) to JALI KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as JALI KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the SDEM court at Domkal dated on 18/12/2025. JALI KHATUN (new name) & JOLI BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Jaan (Old Name) S/o Md Alimuddin Residing at 18 G.C.R.C Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md Jan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-12-2025. Md Jaan (Old Name) and Md Jan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Saheb Jan (Old Name) S/o Md Jan Residing at 18 G.C.R.C Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Saheb Jaan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-12-2025. Saheb Jan (Old Name) and Saheb Jaan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manasi Stephanie Browne (Old Name) W/o Mark Steven Browne Residing at 39/B, Dr Suresh Sarkar Road, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Manasi Browne (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-12-2025. Manasi Stephanie Browne (Old Name) and Manasi Browne (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Giyasuddin Molla (Old Name) S/o Anower Ali Molla Residing at Kapatkhand, P.o - Puratan Ramgarh, District - South 24 Parganas, Pin - 743504, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Giasuddin Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-12-2025. Giyasuddin Molla (Old Name) and Giasuddin Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mozibur Rahaman, Mojibur Rahaman (Old Name) S/o Hazi Abu Hanif Residing at Vill - Naya Bilaimari, P.o - Bilaimari, Malda - 732205, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Majibur Rahaman (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-12-2025. Mozibur Rahaman, Mojibur Rahaman (Old Name) and Majibur Rahaman (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Malay Banerjee (old name) son of Chitta Ranjan Banerjee, residing at 1/168, Naktala Road, Kolkata–700047, West Bengal, have changed my surname and shall henceforth be known as Malay Bandyopadhyay (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 26/12/2025. Malay Banerjee (old name) and Malay Bandyopadhyay (new name) both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Manali Banerjee (old name) wife of Debasis Chakraborty, residing at 76/1, P. Majumder Road, P.O – Haltu, P.S – Kasba, Kolkata – 700078, West Bengal, have changed my surname and shall henceforth be known as Manali Chakraborty (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 26/12/2025. Manali Banerjee (old name) and Manali Chakraborty (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Nazrul (Old Name) S/o Shaik Maqbal Residing at Vill - Ranisai, P.o - Ranisai, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721446, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Shaik Nagrul (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 26-12-2025. Sk Nazrul (Old Name) and Shaik Nagrul (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jayashri Talukder (Old Name) D/o Jyotirmoy Talukder Residing at Vill+P.o - Uttar Jhapordah Charaktala Domjur, District - Howrah, Pin - 711405, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Jayashree Talukder (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 26-12-2025. Jayashri Talukder (Old Name) and Jayashree Talukder (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manushi Ghose, Manasi Ghosh (Old Name) W/o Rabin Ghosh Residing at Vill+P.o - Pipli, Jagadishpurhat, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin - 711114, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Manushi Ghosh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 26-12-2025. Manushi Ghose, Manasi Ghosh (Old Name) and Manushi Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sairul Islam Molla (Old Name) as Per Voter No- CCR2245488 S/o Khalil Molla Residing at Vill - Uttargazipur, P.o - Machibhanga, P.s - Kashipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Khairul Islam (New Name) as per Aadhar No- 8686 7941 8377, Pan No- ABDP13491D, Driving licence No- WB20 20090242580 as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 26-12-2025. Sairul Islam Molla (Old Name) and Khairul Islam (New Name) both are same and one identical person.

জেলা

খুকরি থেকে শেল রুটি-গোরুবাথানে পাহাড়ি উৎপাদনের মেলায় মিলল পর্যটক ও স্থানীয় উৎসাহের সমন্বয়

কালিম্পং জেলার গোরুবাথান শহরের ধর্মশালা লাগোয়া ময়দানে শনিবার শুরু হলো দুই দিনের ব্যতিক্রমী পাহাড়ি উপাদন মেলা, যা আয়োজিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ' গরুবাথান'-এর উদ্যোগে। পাহাড়ি জনজীবন ও স্থানীয় উপাদনশীলতার সঙ্গে পর্যটকদের পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যেই এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষদের পাশাপাশি পাহাড়ি অঞ্চল ভ্রমণকারী পর্যটকরাও এই মেলায় উপস্থিত হয়ে ভিড় তৈরি করেছেন। মেলায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীদের চোখে পড়ছে পাহাড়ি বাঁশের তৈরি ছোট ঘর, যার নিচে সাজানো হয়েছে ধান ঝাড়াইয়ের যন্ত্রপাতি। এছাড়াও রয়েছে পাহাড়ি রীতির ঢেঁকি, কাঠ কাটার কুড়ুল, এবং ধারালো খুকরি সহ অন্যান্য অস্ত্র। এই সব উপকরণ শুধু ব্যবহারিক নয়, বরং পাহাড়ি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যেরও একটি প্রামাণ্য পরিচয় বহন করছে। মেলায় স্থান পেয়েছে একাধিক নার্সারির ক্যাকটাস, পাতাবাহার ও সুকুলেন্ট গাছের স্টল, যা দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করছে। অনেকেই এগুলো কিনে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। মেলার সবচেয়ে নজরকাড়া স্টলগুলোর মধ্যে একটি হলো খুকরি স্টল। পাহাড়ের লোকজ সংস্কৃতি ও গোর্খা ঐতিহ্যের অঙ্গ হিসেবে খুকরি বহু দর্শনার্থীর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। এছাড়াও আছে পাহাড়ি গাছের শিকড় দিয়ে তৈরি আসবাবপত্রের স্টল, উল ও পশমের তৈরি শীতের পোশাকের পশরা, যা মেলাকে বৈচিত্রময় করেছে। এই সমস্ত স্টলগুলোর মধ্যে স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্রী এবং

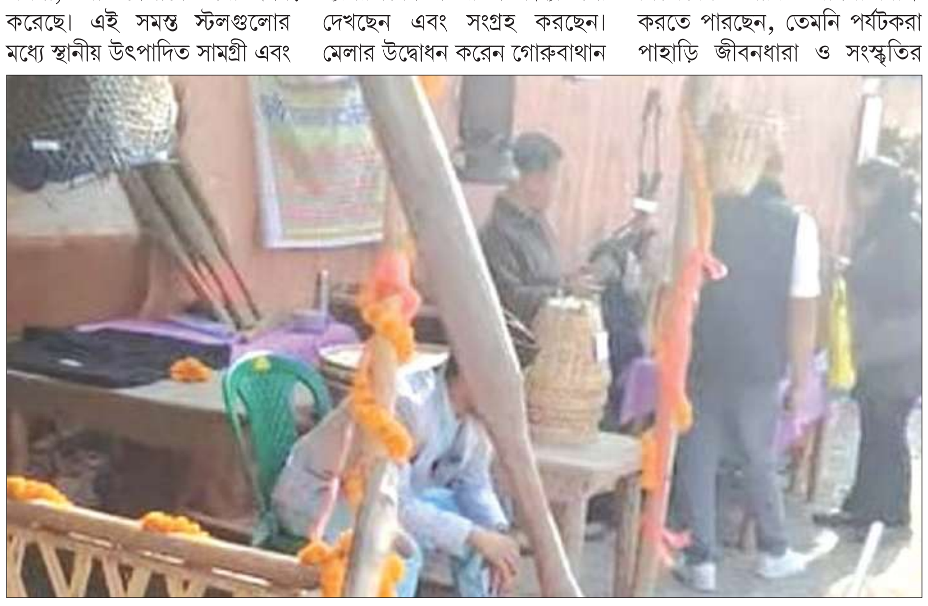

তাদের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য দর্শকদের জন্য একটি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা। খাবারদাবারের ক্ষেত্রেও মেলা পিছিয়ে নেই। মেলাজুড়ে রয়েছে চা, নেপালি ঐতিহ্যবাহী শেল রুটি, এবং অন্যান্য পাহাড়ি স্বাদের স্টল। পর্যটকরা মূলত এই পাহাড়ি খাবারের আনঃদ উপভোগ করছেন। খাবারের সঙ্গে পাহাড়ি উৎপাদন ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী দেখার অভিজ্ঞতা মেলাকে এক অভিনব আয়োজনে পরিণত করেছে। এদিন মেলায় আলাদা স্টল রয়েছে গোরুবাথানের একমাত্র ত্রৈমাসিক লিটল ম্যাগাজিন ' জন্য। আগ্রহীরা সেখানে উপস্থিত হয়ে ম্যাগাজিনের সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলো দেখছেন এবং সংগ্রহ করছেন। মেলার উদ্বোধন করেন গোরুবাথান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সূর্যমণি রাই। তিনি উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র উৎপাদন করলেই চলবে না। নিজের উৎপাদিত সামগ্রীকে বাজারজাত করার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই এমন মেলা আয়োজন করা দরকার। আয়োজক সংগঠন ' গরুবাথান' এর সভাপতি পূরণ রাই বলেন, আমাদের শুধু উপাদন করলেই চলবে না, তার বিপণনের দায়িত্বও নিতে হবে। সেই লক্ষ্য নিয়েই এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের মধ্যে মেলার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্যণীয়। স্থানীযরা যেমন নিজেদের উপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতে পারছেন, তেমনি পর্যটকরা পাহাড়ি জীবনধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। পাহাড়ি বাঁশের ঘর, ঢেঁকি, কুড়ুল, খুকরি থেকে শুরু করে শেল রুটি, পাহাড়ি চা-সবকিছু এক ছাদের তলায় মিলেছে। মেলায় এসেছে বিভিন্ন বয়সের মানুষ। বৃদ্ধরা তাদের হাতে তৈরি উপকরণ নিয়ে মেলার অংশ নেন, ছোটরা পাহাড়ি খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীতে আনন্দদ উপভোগ করে। পর্যটকেরা শারীরিক শ্রম, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্থানীয় উৎপাদনের এক অনন্য মিশ্রণ উপভোগ করছেন। ' গরুবাথান' এর উদ্যোগ শুধুমাত্র উৎপাদন বিক্রির ক্ষেত্র নয়, বরং এটি পাহাড়ি সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও পর্যটন বৃদ্ধি-এর মাধ্যমও। এই ধরনের মেলা স্থানীয় শিল্পীদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে, যেখানে তারা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারছেন এবং পর্যটকরা তা সরাসরি উপভোগ করছেন। মেলার মূল আকর্ষণ হলো সংস্কৃতি, উপাদন, খাদ্য এবং পর্যটনের মিলন। পাহাড়ি জীবনের ব্যবহারিক জিনিসপত্র এবং তাদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট দর্শকদের মনে পাহাড়ি জীবনধারার প্রতি এক আলাদা কৌতূহল জাগাচ্ছে। উদ্বোধনের পর দর্শনার্থীরা মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেছেন। কেউ খুকরি কিনেছেন, কেউ পাহাড়ি চা বা শেল রুটি উপভোগ করেছেন। গাছের স্টলগুলো থেকেও অনেক দর্শক নিজেদের বাড়ির জন্য বিভিন্ন গাছ ক্রয় করেছেন। মেলার এই দুইদিনের আয়োজন স্থানীয় উৎপাদন, পাহাড়ি সংস্কৃতি এবং পর্যটনকে একত্রিত করেছে। 'ফিউচার গরুবাথান' এর এই উদ্যোগ পর্যটকদের জন্য সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় উপাদন প্রচারের সুযোগ প্রদান করছে। গোরুবাথানের এই মেলা প্রমাণ করছে, খুকরি থেকে শেল রুটি পর্যন্ত সবকিছুই এক ছাদের তলায় মিলিয়ে দর্শনার্থী ও স্থানীয় উভয়ের জন্য সমানভাবে আকর্ষণীয় হতে পারে। স্থানীয় উপাদনকে সমর্থন ও পর্যটক আর্কষণের মিলন ঘটিয়ে মেলা পাহাড়ি অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ তৈরি করেছে।

রঘুনাথগঞ্জে জাল নোট পাচার করতে গিয়ে গ্রেফতার ১

২৮ ডিসেম্ভর ঃ মিঠুন হালদার বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ফের মুর্শিদাবাদে মাথাচাড়া দিযে উঠলো জাল নোটের কারবার। চলতি উসবের মরসুমে আর্থিক লেনদেনের বৃদ্ধি হওযায় বাজারে জাল নোট ছড়িযে দেওযার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছে না পাচারকারীরা। কিন্তু পাচারের আগেই শনিবার রাতে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়লো এক পাচারকারী। ধৃত ব্যক্তির নাম তাজিরুল শেখ (৪০)। তার বাড়ির রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত চর পিরোজপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিযেছে, শনিবার রাত ন'টা নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেযে জঙ্গিপুর ফাঁড়ির সাব ইন্সপেক্টর রাকেশ সামন্তের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল নসিপুর আফ্লেক্স বাঁধ এলাকায অভিযান চালায়। সেখানে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় ধৃত তাজিরুল শেখকে। তারপর পুলিশ তাকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই ধৃতের কাছ থেকে ৫০০ টাকার মোট ৮০টি জাল নোট অর্থাৎ ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি পুলিশ তার কাছ থেকে একটি মোটরবাইকও বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান চলতি উসবের মরসুমে আর্থিক লেনদেন বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে ধৃত ওই ব্যক্তি এই নকল ৫০০ টাকার নোটগুলি বাজারে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। পাশাপাশি বাংলাদেশের অশান্তিকর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এদেশে জাল নোট পাচারের সঙ্গে ওই দেশের জঙ্গি যোগ থাকার সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারী আধিকারিকেরা। এই নকল টাকাগুলো সে কোথা থেকে পেয়েছিল এবং কীভাবে সেগুলি ব্যবহার করত তা জানতে ইতিমধ্যেই ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায মামলা রুজু করে তাকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই পাচারচক্রের সাথে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা তদন্ত করে দেখছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

আলিপুরদুয়ারে সাধুর নগ্ন দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

আলিপুরদুয়ার, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) ঃ আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা থানার লালপুর শ্মশান ঘাটের কালী মন্দিরের কাছে মিয়াপাড়া ধারসী নদী থেকে এক সাধুর নগ্ন দেহ উদ্ধার হয়েছে। রবিবার সকালে দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তল্লাশি। জানা গিয়েছে মৃত সাধুর নাম মহেন্দ্র সূত্রধর। প্রায় ছয়, সাত মাস আগে তুফানগঞ্জ থেকে লালপুর শ্মশান ঘাটের কালী মন্দিরে আসেন তিনি। রাতের বেলা তিনি একাই থাকতেন কালীমনিন্দরের পাশে নিজের ঘরে। ঘটনার খবর পাওয়ার পরে, তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা যায় লন্ডভন্ড অবস্থায় আছে তাঁর ঘর। দু'টি ঘরের দরজা ভেতর দিক থেকে বন্ধ করা ছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু একটি জানলা খোলা ছিল। এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ওই এলাকার বাসিন্দা এবং প্রতিবেশীরা মিয়া পাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ধারসী নদীতে তাঁর নগ্ন দেহ খুঁজে পান। এরপরেই এলাকার বাসিন্দারা খবর দেন শামুকতলা থানার পুলিশকে। শামুকতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই সাধুর মৃতদেহ উদ্ধার করে আনে শামুকতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানেই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন শনিবারও ওই সাধুকে দেখেছেন তাঁরা। একজনের দাবি কাল রাতে তাঁর বাড়িতে খেয়েছেন তিনি। এই ঘটনায় খুনের তত্ত্ব উড়িয়ে দিচ্ছেন না স্থানীয় মানুষ। দ্রুত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

কোডারমায় ১২ লক্ষাধিক টাকার ব্লু স্টোন উদ্ধার, গ্রেফতার এক

কোডারমা, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ ঝাড়খণ্ডের কোডারমা থানার অন্তর্গত বারসোটিয়াবার এলাকায় অভিযান চালিয়ে মূল্যবান ব্লু স্টোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বারসোটিয়াবার এলাকায় শঙ্কর সিং ও রোহিত সিংয়ের বাড়িতে বেআইনিভাবে ব্লু স্টোন মজুত রাখা হয়েছে-এমন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। তল্লাশিতে একাধিক বস্তায় রাখা প্রায় ১,৫০০ কেজি ব্লু স্টোন উদ্ধার হয়, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১২ লক্ষ টাকার বেশি। পুলিশ জানায়, উদ্ধার হওয়া ব্লু স্টোন জয়পুরে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছিল। ধৃত শঙ্কর সিংকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্ত চলছে।

পথ দুর্ঘটনায় দুই ভাই-সহ মৃত্যু ৩

মির্জাপুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ উত্তর প্রদেশের সোনভদ্র জেলায় পথ দুর্ঘটনায দুই ভাই-সহ তিন যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত আরও এক যুবককে বারাণসীর ট্রমা সেনন্ট ারে স্থানান্তর করা হয়েছে। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চার যুবক একটি মোটরবাইকে করে সোনভদ্র থেকে মির্জাপুরে ফিরছিলেন। পথে লাসদা গ্রামের কাছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশ বোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলির পেছনে মোটরবাইকটি ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয় এবং একজন গুরুতর আহত হন। এদিন পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

হুগলির চুঁচুড়া মহকুমাশাসক দপ্তরে চলছে এসআইআর শুনানি

বনস্পতি দে, হুগলিঃ কারও নামের ভুল, কারও ঠিকানা বদল হওয়ায় নাম ছিল না ২০০২ সালের তালিকায়। সিঁড়ি বেয়ে হিয়ারিং কক্ষে পৌঁছতে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন বয়স্করা, তবু ভোটার-প্রমাণে আসতেই হচ্ছে। এ দিন মহকুমাশাসকের দপ্তরে সকাল থেকেই লোকজন আসছেন। শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর-এর শুনানি। জেলায় জেলায় প্রশাসনিক ভবনগুলিতে এ দিন মানুষের লাইন। তবে এই শীতে অশীতিপর বা ৭০ পার করা ভোটারদের ভোগান্তি চরমে। যেমন, হুগলির চুঁচুড়া মহকুমাশাসক দপ্তরে চলছে শুনানি। শুনানিতে ডাকা হয়েছে বহু বয়স্ককে। এই ভবনে খাড়া সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন অনেকেই। ৮৫ বছরের উপরে যাঁদের বয়স, নির্বাচন কমিশন তাঁদের বাড়িতে হিয়ারিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু তার নীচে বয়স হলে যে ভোগান্তিই বরাতলিখন! ৮১ বছরের বৃদ্ধা এসেছিলেন এ দিন। ধরমপুরে বাড়ি তাঁর। কমিশনের তরফে নোটিস পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। এই ঠান্ডায় একেবারে জবুথবু অবস্থা। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করতেই এক গাল হেসে বললেন, ' হয়েছে বয়স, ৮১ বছর।'তার কথায়, ' নাম ছিল ভোটার তালিকায়, ভোটও দিয়েছি অনেকবার।' তাঁর ছেলে বলেন, ' পুরোনো, নতুন দু'টো ভোটার কার্ডই আছে। কিন্তু রিলেটিভের জায়গায় বাবার নামের বদলে বৌমার নাম চলে এসেছে। আমরা BLO-কে বলেছিলাম যে, বয়স্ক মানুষ। কী করে যাবেন? ক্লাগ বললেন, যেতেই হবে।'
পঁচাত্তরের বৃদ্ধ এ দিন এসেছিলেন। হিয়ারিংয়ে ডাক পড়েছে তার। তার কথায়, ' বার যেমন হইহই হচ্ছে, আগের বার তো এমন হয়নি। ২০০২ সাল, এত ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মও ছিল না। কখনও এসেছিলেন, আমি হয়ত বাড়িতে ছিলাম না। নাম আর ওঠেনি। এখন প্রমাণ করতে হচ্ছে, আমি আছি।'এ দিন মহকুমাশাসকের দপ্তরে সকাল থেকেই লোকজন আসছেন। কারও নামের ভুল, কারও ঠিকানা বদল হওয়ায় নাম ছিল না ২০০২ সালের তালিকায়। কেউ আবার জানেনই না, ২০০২ সালে কী হয়েছিল! হুগলিতে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৪২ জনকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। বিধানসভা ধরে ধরে শুনানি হবে। দায়িত্বে ERO, তার অধীনে বক্লঙ। হুগলি জেলায় ১৮টি ব্লক, ৪টি মহকুমা। মহকুমাশাসকের দপ্তরে চলছে শুনানি। এখন নিজেদের প্রমাণ করতে হচ্ছে, তাঁরা এখানকার আদি বাসিঃদা। অনেকেই বলছেন, এই হয়রানি না হলেই ভালো হতো। তবে কারও কারও দাবি, ক্লঙ হওয়াও দরকার। তাতে দেশে কতজন যোগ্য ভোটার তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তবে একজনও যোগ্য নাগরিককে যেন বিপাকে না পড়তে হয়, আবেদন সকলেরই।

ছিল 'রায়' হয়ে গেল 'রাম' বিভ্রাটে এসআইআর হিয়ারিংয়ে ফাঁপরে শিলিগুড়ির বৃদ্ধ

শিলিগুড়ি,, ২৮ ডিসেম্ভর ঃ শনিবার থেকে গোটা রাজ্যে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা 'এসআইার হিয়ারিং। সেই প্রক্রিয়াতেই পদবি বিভ্রাটের জেরে বিপাকে প।লেন শিলিগু।রি এক বৃদ্ধ বাসিন্দা। আদতে যাঁর পদবি 'রায় ভোটার তালিকায় বছরের পর বছর তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছেন 'রায় নামে। ভুলটা তাঁর নিজের নয়, অথচ তার দায় বইতে হচ্ছে তাঁকেই-এমনই অভিযোগ শিলিগুড়ির গোবিন্দ রায়ের। শিলিগুড়ির বাসিনদা গোবিন্দ রায়ের বয়স এখন বেশ। অক্ষরজ্ঞান সে ভাবে না থাকায় বহু বছর আগে ভোটার তালিকায় নাম তোলার সময় তিনি নিজে ফর্ম পূরণ করতে পারেননি। তখন পরিচিত এক ব্যক্তির সাহায্য নিয়েছিলেন। সেই সময়ই ঘটে যায় বিপত্তি। রায়ের জায়গায় ভুলবশত লেখা হয়ে যায় 'রাম একবার সেই নাম নথিভুক্ত হয়ে যাওয়ার পর আর সংশোধনের সুযোগ হয়নি বলে জানান গোবিঃদ। ফলে ভোটার তালিকায় তাঁর নাম হয়ে যায় ' রাম'। এমনকি ২০০২ সালের ভোটার তালিকাতেও সেই ভুল নামই থেকে যায়। এরপর কেটে গিয়েছে দীর্ঘ সময়। এর মধ্যেই তিনি ভোট দিয়েছেন, সরকারি বিভিন্ন কাজে ভোটার পরিচয়পত্র ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভুল নামই ধীরে ধীরে তাঁর সরকারি পরিচয়ে পরিণত হয়েছে। ২০২৫ সালের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের সময়ও তিনি সেই পুরনো নামই রেখে ফর্ম পূরণ করেন। তাঁর ধারণা ছিল, এতদিন যেহেতু ওই নামেই সব কাজ চলছে, তাই বদলালে আবার সমস্যা হতে পারে। কিন্তু শনিবার শুরু হওয়া সার হিয়ারিংয়ে নতুন করে জটিলতা তৈরি হয়। শিলিগুড়ির বাসিন্দা গোবিন্দ রায়কে মহকুমাশাসকের অফিসে ডাকা হয়। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, তাঁর অন্যান্য সমস্ত নথিতে-আধার কার্ড, রেশন কার্ড, নাগরিক সংক্রান্ত কাগজপত্রে-পদবি লেখা রয়েছে 'রায় অথচ ভোটার তালিকায় রয়েছে 'রাম এই দ্বন্দ্বেই তৈরি হয় বিভ্রান্তি। হিয়ারিংয়ে হাজির হয়ে গোবিন্দ জানান, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসি। বহু বছর আগে ভোটার তালিকায় নাম উঠেছিল। তখন ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। সেই ভুল আজ এত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি আধিকারিকদের সামনে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি জমা দেন এবং কীভাবে ভুলটা হয়েছিল, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও করেন। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোবিন্দদ রায়কে সম্ভবত দ্বিতীয় দফার হিয়ারিংয়ে ডাকা হতে পারে। সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাঁর নাম ও পদবি সংশোধন নিয়ে। গোবিন্দ রায়ের ঘটনাটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ দিন মহকুমাশাসকের দপ্তরে তাঁর মতো অসংখ্য মানুষ হাজির হয়েছিলেন। কারও জন্মতারিখে ভুল, কারও নাম বা পদবির বানান গণ্ডগোল, আবার কেউ ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম তুলতে না পারার সমস্যায় ভুগছেন। ডাবগ্রামের বাসিন্দা প্রাক্তন সেনাকর্মী নৃপেন্দ্রনাথ দত্তও এ দিন হিয়ারিংয়ে হাজির ছিলেন। লাঠি হাতে ধীরে ধীরে দপ্তরে ঢুকতে দেখা যায় তাঁকে। তিনি জানান, চাকরিসূত্রে কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘদিন থাকতে হয়েছে তাঁকে। সেই কারণে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ওঠেনি। পরে অবশ্য নাম নথিভুক্ত হয়েছে এবং তিনি নিয়মিত ভোটও দিয়েছেন। নৃপে ঃদ্র বলেন, হিয়ারিংয়ে সমস্ত নথি নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল। তাই এসেছি। তাঁর ক্ষেত্রে কোনও ব। সমস্যা ধরা প।নেি। আধিকারিকরা তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে চূ।ান্ত তালিকায় তাঁর নাম থাকবে।এ দিন হিয়ারিংয়ে এসেছিলেন হীরে ঃদ্রনাথ রায়, সুজিত দাস, নমিতা দাস-সহ আরও অনেকে। কারও ক্ষেত্রে বানান সংশোধন, কারও ক্ষেত্রে জন্মতারিখের অমিল-এই সব ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্যই সার হিয়ারিংয়ের আয়োজন। প্রশাসনিক আধিকারিকদের মতে, ভোটার তালিকা যত বেশি নির্ভুল হবে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াও তত স্বচ্ছ হবে। তাই এই ধরনের ভুল সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তবে গোবিঃদ রায়ের মতো সাধারণ মানুষের কাছে এই প্রক্রিয়া যে কতটা মানসিক চাপের, তা তাঁর অভিজ্ঞতাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।একটি ছোট ভুল অক্ষর-' থেকে ' বছরের পর বছর ধরে একজন মানুষের পরিচয়কে জটিল করে তুলতে পারে, গোবিঃ দ রায়ের ঘটনা তারই বাস্তব উদাহরণ।

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের 'বিক্ষুব্ধ' তৃণমূল সদস্যদের কথা শুনলেন দলের রাজ্য নেতৃত্ব

মিঠুন হালদার ঃ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধ চেহারা জেলাবাসীর সামনে তুলে ধরতে এবং তৃণমূল পরিচালিত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে 'ঠান্ডা লড়াই' নিরসনের জন্য অবশেষে পদক্ষেপ করলো তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। শনিবার সন্ধে থেকে প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত কলকাতার একটি অফিসে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের ২৩ জন তৃণমূল সদস্যকে নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক করেন তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কুশলী সংস্থা এবং দলের শীর্ষ কয়েকজন পদাধিকারী। সূত্রের খবর এই বৈঠকে তৃণমূলের 'বিক্ষুব্ধ' সদস্যরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা এবং শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শফিউজ্জামান শেখের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন। তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল জেলা পরিষদ সদস্যদেরকে তাঁদের অভিযোগগুলোর দ্রুত নিরসন করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে বৈঠকের বিষয় নিয়ে জেলা পরিষদের কোনও সদস্য সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে রাজি হননি। সূত্রের খবর, গতকালকের এই বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা থেকে ২১ জন এবং বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা থেকে দু'জন জেলা পরিষদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সন্ধে আটটা থেকে এই বৈঠক শুরু হযে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ বৈঠক শেষ হয বলে জানা গিয়েছে।৭৮ আসন বিশিষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদে গত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটের মোট ৭২ জন জিতেছিলেন। ৮ জন বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে জিতলেও পরবর্তীকালে ১ কংগ্রেস সদস্য তৃণমূলের যোগ দেওয়ায় এখন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের তৃণমূলের মোট সদস্য সংখ্যা ৭৩ জন। সূত্রের খবর, জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্যদেরকে নিযে যে হোযাটসঅ্যাপ গ্রুপ রযেছে সাম্প্রতিক সমযে সেখানে কিছু 'পোস্ট' করা নিযে জেলা পরিষদ সদস্যা শাহনাজ বেগমের সঙ্গে সভাধিপতি রুবিযয়া সুলতানের 'মতানৈক্য' হয। অভিযোগ এরপরই সভাধিপতি কারও মতামত না নিযে একতরফাভাবে শাহনাজ বেগমকে ওই গ্রুপ থেকে বার করে দেন। এরপরই জেলা পরিষদের একাধিক সদস্য সভাধিপতির এই মনোভাবের প্রতিবাদ করেন এবং তাঁরা অভিযোগ করেন গ্রুপটিতে সভাধিপতি এবং শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ছাড়া বাকি কারও মতামত প্রকাশের জায়গা নেই। দু'জনে গ্রুপটি 'দখল' করে রেখেছেন। সূত্রের খবর, এরপর ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষকের সঙ্গে অন্য বেশ কয়েকজন জেলা পরিষদ সদস্যের উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি হয়। এরপরই একে একে প্রায় ২৩ জন তৃণমূল জেলা পরিষদ সদস্য ওই গ্রুপ ছেড়ে বেরিযে যান। সভাপতির ব্যবহারে 'অপমানিত' শাহনাজ বেগম কিছুদিন আগে দল ত্যাগের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপর থেকেই তৃণমূল নেতৃত্বের উপর মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সদস্যদের ক্ষোভ নিরসনের জন্য চাপ বাড়ছিল। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত জেলা পরিষদ সদস্যরা সাংসদ খলিলুর রহমানের বাড়িতে একত্রিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জেলা পরিষদ সদস্যদের মনোভাব আঁচ করার পরেই আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে দলের ঐক্যবদ্ধ চেহারা জেলাবাসীর সামনে তুলে ধরতে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে মাত্র কয়েক ঘন্টার নোটিসে ২৩ জন সদস্যকে কলকাতায ডেকে পাঠানো হয। তৃণমূল সূত্রের খবর, এই বৈঠকে প্রথমে অভিষেক ব্যানার্জির উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও জরুরি কাজ থাকায় শনিবার রাতে তিনি বৈঠকে থাকতে পারেননি। তাঁর পরিবর্তে দলের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা বৈঠকে উপস্থিত থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সদস্যদের বিভিন্ন অভিযোগের কথা শোনেন। জেলা পরিষদের এক সদস্য বলেন, তৃণমূল সদস্যদের ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটির আর কোনও গুরুত্ব নেই। সেখানে শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ এবং সভাধিপতি সম্ভবত তাঁদের বিভিন্ন কাজের ফিরিস্তি দেন। কিন্তু তা দেখার মত কোনও সদস্য সেখানে নেই। তিনি আরও অভিযোগ করেন,

বর্তমানে আমাদেরকে মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেস-বিজেপি বা সিপিএম দলের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে না। নিজেদের দলের সদস্যদের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হচ্ছে , যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। গোটা বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ এবং সভাধিপতির প্রতিক্রিয়ার জন্য তাঁদের ফোন করা হলেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। তাঁরা প্রতিক্রিয়া দিলে পরে তা এই প্রতিবেদনে যোগ করা হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা দলের সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন, দলের সদস্যদের ক্ষোভ নিরসনের জন্য দলের শীর্ষ নেতৃত্ব হস্তক্ষেপ করেছে, এ তো খুব ভালো কথা। গোটা বিষয়টি দলের নেতৃত্ব দেখছে। আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ ভাবেই আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় লড়াই করবো।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক কোচিং টার্মিনালের সম্প্রসারণ খড়গপুর ডিভিশনের শাঁকরাইল-এ

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বরঃ যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং যানজট কমাতে আমরা প্রধান শহরগুলিতে কোচিং টার্মিনাল সম্প্রসারণ করছি। এই পদক্ষেপ রেল নেটওয়ার্ককে উন্নত করবে এবং দেশব্যাপী সংযোগ ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে - শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী। ভ্রমণের চাহিদার দ্রুত ও ধারাবাহিক বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, আগামী ৫ বছরের মধ্যে প্রধান শহরগুলি থেকে নতুন ট্রেন পরিচালনার ক্ষমতা বর্তমান স্তর থেকে দ্বিগুণ করা প্রয়োজন। আগামী বছরগুলোর চাহিদা মেটাতে বর্তমান পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করতে হবে। এই শহরগুলিতে ২০৩০ সালের মধ্যে ট্রেন পরিচালনার ক্ষমতা দ্বিগুণ করার কাজের মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে- বর্তমান টার্মিনালগুলিতে অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্ম, স্টেবলিং লাইন, পিট লাইন এবং পর্যাপ্ত শান্টিং সুবিধা যুক্ত করে সেগুলিকে উন্নত করা। শহরাঞ্চলের মধ্যে এবং আশেপাশে নতুন টার্মিনাল চিহ্নিত করা এবং তৈরি করা। মেগা কোচিং কমপ্লেক্স সহ রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা তৈরি করা। বিভিন্ন পয়েন্টে বর্ধিত ট্রেন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ট্র্যাফিক সুবিধা, সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং মাল্টিট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে বিভাগীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। টার্মিনালের ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করার সময়, টার্মিনালের আশেপাশের স্টেশনগুলিও বিবেচনা করা হবে যাতে ক্ষমতা সমানভাবে ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পুনে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম এবং স্টেবলিং লাইন বাড়ানোর পাশাপাশি পুনের জন্য হাদাপসার, খাড়কি এবং আলান্দি স্টেশনগুলিকেও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। এই দুটি বিভাগের স্বতন্ত্র চাহিদা বিবেচনা করে শহরতলি এবং শহরতলির বাইরের উভয় ধরনের ট্র্যাফিকের জন্যই উপরের কাজটি করা হবে। ৪৮টি প্রধান শহরের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রয়েছে। এই পরিকল্পনায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেন পরিচালনার ক্ষমতা দ্বিগুণ করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পিত, প্রস্তাবিত বা ইতিমধ্যেই অনুমোদিত কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষমতা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা থাকলেও, আশা করা হচ্ছে যে আগামী পাঁচ বছরে ধীরে ধীরে ক্ষমতা বাড়ানো হবে, যাতে ক্ষমতা বৃদ্ধির সুবিধাগুলি অবিলম্বে পাওয়া যায়। এটি আগামী বছরগুলিতে ধীরে ধীরে ট্র্যাফিকের চাহিদা মেটাতে সহায়তা করবে। পরিকল্পনাটি কাজগুলিকে তিনটি বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করবে, যথা, তাৎক্ষণিক, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলি সুনির্দিষ্ট হবে, যেখানে স্পষ্ট সময়সীমা এবং নির্ধারিত ফলাফল থাকবে। যদিও এই অনুশীলনটি নির্দিষ্ট স্টেশনগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, প্রতিটি জোনাল রেলওয়েকে তাদের বিভাগ জুড়ে ট্রেন পরিচালনার ক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করতে বলা হয়েছে, যাতে শুধুমাত্র টার্মিনাল ক্ষমতাই বৃদ্ধি না পায়, বরং স্টেশন এবং ইয়ার্ডগুলিতে বিভাগীয় ক্ষমতা এবং পরিচালনাগত সীমাবদ্ধতাগুলিও কার্যকরভাবে সমাধান করা হয়। উপরোক্তের জন্য, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে নিম্নলিখিত শহরগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে- কলকাতা, টাটানগর, রাঁচি সাঁকরাইল (কলকাতা এলাকায়) খড়গপুর বিভাগেঃ হাওড়া, সাঁতরাগাছি এবং শালিমার হলো খড়গপুর বিভাগের প্রধান কোচিং টার্মিনাল, যেখান থেকে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েয়র গড়ে ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ মেলএক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল শুরু ও শেষ করে। এই টার্মিনালগুলি হাওড়া-মুম্বাই আহমেদাবাদ এবং হাওড়া-চেন্নাই ব্যাঙ্গালোরের মতো প্রধান রুটগুলিতে পরিষেবা দেয়। এছাড়াও, হাওড়া থেকে ৭৬ জোড়া শহরতলির লোকাল ট্রেনও চলাচল শুরু ও শেষ করে। এই কোচিং টার্মিনালগুলির ক্ষমতা সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এই টার্মিনালগুলির আশেপাশে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থাকার কারণে এগুলির সম্প্রসারণের সুযোগও নেই। তাই, এই কোচিং টার্মিনালগুলি থেকে নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন চালু করা খুব কঠিন। উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে, আবাদা এবং সাঁকরাইল স্টেশনের পাশে একটি নতুন কোচিং টার্মিনাল সহ কোচিং ডিপো তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণ কে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগন যথা ১) ধীরারানী সাহা স্বামী মানিক চন্দ্র সাহা, ২) সন্ধ্যারানী সাহা, স্বামী জিতেন্দ্রনাথ সাহা, ৩) প্রনতি সাহা, স্বামী বিজন কুমার সাহা, ৪) মিনতি সাহা, স্বামী- পতিত পাবন সাহা, ৫) বুলুরানি মণ্ডল, স্বামী- প্রিয়নাথ মণ্ডল, তাহাদের একমাত্র ভ্রাতা সন্তোষ কুমার সাহা কে পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি করেছি যার দলিল নাম্বার IV-১৭(১-৯৩/৯৬)। ১. রমা সাহা পিতা- কামদেব সাহা-কে বীরভূম জেলার অন্তগত মহঃ বাজার থানার অধীনে আঙ্গারগড়িয়া মৌজার খতিয়ান নম্বর-২৬২ দাগ নম্বর ৮৯৫, ৯৯৭, ১০০১, ১৮৮৩, ২৮১২, ৬৫৫ বিক্রি করিয়াছেন। বিক্রিত সম্পত্তির পরিমাণ-১১৪ শতক। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য সহ আগামী ১০ দিনের মধ্যে মহম্মদ বাজার (B.L&L.R.O) অফিসে জানাবেন অথবা অন্যাথায় দলিল বলে ক্রয় সম্পত্তি নিজ নিজ নাম পত্তন করাইবেন।

মহঃ জিয়াউর রহমান
(অ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, বীরভূম

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণ কে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল আশিস কুমার চৌধুরী, পিতা- অশ্বিনী কুমার চৌধুরী, তাহার একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমিয় কুমার চৌধুরী-কে পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি করেছেন যার দলিল নাম্বার- IV-২৫ (১-১১৩/১১৬)। ১) নির্মল মণ্ডল, পিতা-ভূধর মণ্ডল ২) হরিদাস বাদী, পিতা- আনন্দগোপাল বাদী ৩) রাম চন্দ্র মাড্ডি, পিতা-বুধরাই মাড্ডি ৪) সবিতা মুরমু, স্বামী- হরেরাম মুরমু-কে বীরভূম জেলার অন্তগত মহঃ বাজার থানার অধীনে আমাইপুর মৌজার খতিয়ান নম্বর-১১, দাগ নম্বর-২৬৪, ২৬৪/৫১১, ৩৬০, ৩৬৩ বিক্রি করিয়াছেন। বিক্রিত সম্পত্তির পরিমাণ-২৩৪ শতক। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য সহ আগামী ১০ দিনের মধ্যে মহম্মদ বাজার (B.L&L.R.O) অফিসে জানাবেন অথবা অন্যাথায় দলিল বলে ক্রয় সম্পত্তি নিজ নিজ নাম পত্তন করাইবেন।

মহঃ জিয়াউর রহমান
(অ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, বীরভূম

E-TENDER NOTICE

e-Tenders are invited for Settler with ABR, Filter Chember & Leachpit works under SBM-G fund in **N.I.e.T. No.-05/HBDO/SBM-G/25-26, 06/HBDO/SBM-G/25-26, 07/HBDO/SBM-G/25-26, 08/HBDO/SBM-G/25-26, 09/HBDO/SBM-G/25-26** Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are **up to 14.00 hours on dated 16/01/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- **Block Development Officer**
Hariharpara, Murshidabad

NOTICE

Our original indenture being deed no. 3564 dated 08.09.1971 of our property being premises no. 10/1, Debendra Mallick Street, P.S.-Bowbazar, Kolkata-700073 had been lost/misplaced and we had lodged G.D.E. No. 2128 dated 27.12.2025 in this respect and we are joint owners of this property.

Shyamal Dutta,
Swapan Kr. Dutta

নিউজিল্যান্ড সিরিজে সম্ভাব্য বড় বদল

ওয়ানডে দলে ফিরছেন শুভমান গিল, বাদ পড়তে পারেন ঋষভ

২৮ ডিসেম্বর ঃ নতুন বছরের শুরুতেই ভারতীয় ওয়ানডে দলকে বড় বদলের মুখোমুখি হতে হতে পারে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য এখনও দল ঘোষণা হয়নি। সূত্রের খবর, প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন বছরের শুরুতে দল ঘোষণা করার কথা থাকলেও, শেষ মুহূর্তে নির্বাচকমণ্ডলী কিছুটা ভিন্ন পথ অবলম্বন করছেন। এখন লক্ষ্য রাখা হচ্ছে বিজয় হাজারে ট্রফির আরও কয়েকটি রাউন্ড খেলার পর খেলোয়াড়দের ফর্মের ভিত্তিতে চূড়ান্ত দল ঘোষণা করা। আশা করা হচ্ছে, আগামী ২ থেকে ৪ জানুয়ারির মধ্যে নতুন দল ঘোষণা করা হবে। এবারের ওয়ানডে দলে বিশেষভাবে চোখে পড়বে একাধিক বদল। প্রথমেই ফিরে আসছেন অধিনায়ক শুভমান গিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে এল রাহুল, কারণ গিল চোটের কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। গিলের প্রত্যাবর্তন অর্থ, যেসব খেলোয়াড় তাঁর অনুপস্থিতিতে দলে সুযোগ পেয়েছিলেন, তারা এবার সঞ্চালন করতেও নাও পারেন। বিশেষ করে, সেঞ্চুরি করার পরও বসতে হতে পারে যশস্বী জয়সওয়াল বা রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে। তবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শ্রেয়স আইয়ারের সম্ভাব্য অনুপস্থিতি। গিল ফিরলেও, এবারের সিরিজে আইয়ারকে দলে নেওয়া হয় কিনা, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। এমন পরিস্থিতিতে কোচিং স্টাফ ও নির্বাচকদের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার চ্যালেঞ্জ থাকবে, যাতে দলের ব্যালান্স ও ফর্ম ঠিক রাখা যায়। এদিকে দ্বিতীয় বড় বদল হতে পারে ঋষভ পন্থের জায়গায়। ওয়ানডে দলে দীর্ঘদিন ছিলেন পন্থ, কিন্তু তিনি মূলত নির্বাচনের অংশ হিসেবে থাকলেও মাঠে খেলেননি। শেষ ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন ২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। এরপর গত এক বছর কোনও ওয়ানডে ম্যাচ খেলেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার সিরিজে যদিও দলে ছিলেন, কোনো ম্যাচে অংশগ্রহণ পাননি। সূত্রের খবর, এবার তাঁকে ছেঁটে দেওয়া হতে পারে। পন্থের জায়গায় সুযোগ পেতে পারেন ঈশান কিষাণ। তাঁকে ভারতীয় ক্রিকেটে 'ঘরের ছেলে' হিসেবে পরিচিতি রয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্সের কারণে ঈশান ইতিমধ্যেই টি-২০ দলে জায়গা করে নিয়েছেন। এবার ওয়ানডে দলে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং ও সতর্ক উইকেটরক্ষক ক্ষমতা দলে নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে। বোলিং বিভাগে এই সিরিজে বিশেষ কোনো বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে মহম্মদ সিরাজকে দলে ফেরানো হবে কিনা, সেটাই বড় নজর রাখার বিষয়। সিরাজের অন্তর্ভুক্তি দলে আরও শক্তি যোগ করতে পারে, বিশেষ করে মিডল অর্ডার ও প্রেশার পরিস্থিতিতে। নতুন বছরের শুরুতে এই সিরিজটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে গিল ও কিষাণের প্রত্যাবর্তন, অন্যদিকে পন্থের অনুপস্থিতি এবং আইয়ারের সম্ভাব্য খেলা-সব মিলিয়ে ওয়ানডে দলকে এক নতুন চেহারা দিচ্ছে। বিসিসিআই-র লক্ষ্য মূলত ফর্মের ভিত্তিতে দল তৈরি করা, যাতে সিরিজে জয় নিশ্চিত হয়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ১১ জানুয়ারি। ম্যাচগুলিতে ফের জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপাবেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। তাদের অভিজ্ঞতা দলের ব্যালান্স এবং নতুন খেলোয়াড়দের মানসিক চাপ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আল আখদৌদের বিরুদ্ধে জোড়া গোল রোনাল্ডোর

২৮ ডিসেম্বর ঃ সময় থেমে থাকে না- কিন্তু কিছু কিছু ফুটবলারের ক্ষেত্রে সময় যেন নিয়ম ভাঙতে ভালোবাসে। ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো সেই বিরল শ্রেণির ফুটবলারদের একজন, যিনি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আরও নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে চলেছেন। এক মাসেরও বেশি সময় পর সৌদি প্রো লিগে ফিরেই তার প্রমাণ দিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। আল আখদৌদের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে শুধু আল নাসেরকে জিতিয়েই দেননি, ভাগ বসালেন ৬৫ বছর ধরে অক্ষত থাকা এক ঐতিহাসিক রেকর্ডেও। আল আখদৌদের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে আল নাসের ৩-০ গোলে জয় পায়। ম্যাচের প্রথমার্ধেই কার্যত সব কাজ সেরে ফেলে তারা। প্রথম দুই গোলই আসে ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর পা থেকে। তৃতীয় গোলটি করেন হোয়াও ফেলিক্স। দীর্ঘদিন পর লিগের ম্যাচে নেমেও রোনাল্দোর ছন্দে কোনও ভাটা দেখা যায়নি। বরং মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিয়ে দেন-তিনি এখনও আল নাসেরের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এই ম্যাচে রোনাল্দো মোট তিনবার বল জালে পাঠালেও একটি গোল বাতিল হয়ে যায় অফসাইডের কারণে। সেই সিদ্ধান্ত না এলে তাঁর কেরিয়ারের ৬৭তম হ্যাটট্রিকটি পূর্ণ হত। যদিও সেটি না হওয়ায় বিশেষ আক্ষেপ নেই তাঁর মুখে। কারণ দলের জয় এসেছে, আর ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের দিক থেকেও তিনি পৌঁছে গিয়েছেন আরও এক ধাপ কাছে। বর্তমানে রোনাল্দোর বয়স ৪০ বছর। সাধারণভাবে এই বয়সে অধিকাংশ ফুটবলারই অবসর নিয়ে ফেলেন বা অন্তত পার্শ্বচরিত্রে পরিণত হন। কিন্তু রোনাল্দো সেই চেনা গল্পের ব্যতিক্রম। পরিসংখ্যান বলছে, তিনি ৪০ বছর বয়সের পর যত গোল করেছেন, তা তাঁর ৩০ বছরের আগের সময়ের থেকেও বেশি! এই তথ্যই তাঁর অসাধারণ শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক দৃ।তা এবং পেশাদারিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। রেক স্পোর্ট সকার স্ট্যাটিস্টিকস ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, রোনাল্দো ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৩০ বছরে পা রাখেন। এরপর থেকে তিনি খেলেছেন মোট ৭১৮টি ম্যাচ এবং গোল করেছেন ৪৬৩টি।

কোচিং জীবনের শুরুতেই ধাক্কা-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের

২৮ ডিসেম্বর ঃ পেশাদার ক্রিকেটে কোচ হিসেবে যাত্রা শুরু করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ার, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বের নানা অধ্যায়ের পর প্রথমবার কোচের ভূমিকায় নামলেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ SA২০-তে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। নিলাম টেবিলে প্লেয়ার বাছাই থেকে শুরু করে দল গঠনের প্রতিটি ধাপে সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাঁর। কিন্তু কোচিং জীবনের প্রথম ম্যাচেই সাফল্যের মুখ দেখলেন না সৌরভ। জোহানেসবার্গ সুপার কিংসের কাছে ২২ রানে হেরে গেল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। SA২০-এর এই ম্যাচটি ছিল নানা দিক থেকেই আকর্ষণীয়। নাম শুনলেই বোঝা যায়, দুই দলের সঙ্গেই আইপিএলের যোগ রয়েছে। জোহানেসবার্গ সুপার কিংসের কর্ণধার চেন্নাই সুপার কিংস, আর প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের মালিক দিল্লি ক্যাপিটালস। সেই কারণেই ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর ছিল এই ম্যাচের দিকে। বিশেষ করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোচিং অভিষেক ম্যাচ হওয়ায় প্রত্যাশাও ছিল আকাশছোঁয়া। ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় জোহানেসবার্গ সুপার কিংস। নির্ধারিত ২০ ওভারে তারা ছয় উইকেট হারিয়ে তোলে ১৬৮ রান। শুরুতে ইনিংস গড়ার দায়িত্ব নেন রাইলি রুসো এবং উইয়ান মুল্ডার। রুসো করেন ৪৮ রান, মুল্ডারের ব্যাট থেকে আসে ৪৩। দু'জনের ইনিংসেই দাঁড়িয়ে থাকে সুপার কিংসের স্কোর। এই দু'জন ছাড়া আর কোনও ব্যাটার বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। ফলে ১৬৮ রানের লক্ষ্য খুব একটা অজেয় মনে হয়নি। অনেকের ধারণাই ছিল, শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস সহজেই এই রান তাড়া করে ফেলবে। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টো চিত্র দেখা গেল। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের ইনিংস শুরুটা ছিল বেশ আশাব্যঞ্জক। দুই ওপেনার মিলে প্রথম উইকেটে ৭১ রানের জুটি গড়েন। সেই সময় মনে হচ্ছিল, ম্যাচ ধীরে ধীরে ক্যাপিটালসের দিকেই ঝুঁকছে। কিন্তু এই জুটি ভাঙতেই যেন ধস নামে পুরো ব্যাটিং অর্ডারে। একের পর এক উইকেট প।তে থাকে, ব্যাটাররা কেউই ইনিংস টেনে নিয়ে যেতে পারেননি। ২০ ওভারে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস নয় উইকেট হারিয়ে করতে পারে মাত্র ১৪৬ রান। ওপেনার উইল স্মিড করেন ৩৪ রান। এরপর ব্রেস পারসনস ৪১ রান করে কিছুটা লড়াই দেখান। রস্টন চেসের ব্যাট থেকে আসে ১৫ রান এবং কেশব মহারাজ করেন ১২। এই চার জন ছাড়া আর কেউই দুই অঙ্কের ঘর ছুঁতে পারেননি। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা হলো, ৭১ রানে প্রথম উইকেট পড়ার পর মাত্র ৭৫ রানের মধ্যে দল হারিয়েছে আটটি উইকেট। এই পরিসংখ্যানই প্রিটোরিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। জোহানেসবার্গ সুপার কিংসের বোলাররাই এই জয়ের মূল কারিগর। ডুয়ান জ্যানসেন দুর্দান্ত বোলিং করে চারটি উইকেট তুলে নেন। রিচার্ড গ্লিসন নেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। এছাড়া একটি করে উইকেট নেন উইয়ান মুল্ডার, জ্যানকো স্মিত এবং আকিল হোসেন। মাঝের ওভারে সুপার কিংসের বোলিং আক্রমণ পুরোপুরি চেপে ধরে ক্যাপিটালসের ব্যাটারদের। কোচ হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে এই হার স্পষ্ট বার্তা দিয়ে গেল-দলে কাটাছেঁড়ার কাজ এখনই শুরু করতে হবে। মরশুমের শুরুতেই দল হোঁচট খাওয়ায় এখনও হাতে সময় রয়েছে পরিকল্পনা বদলানোর। বিশেষ করে ব্যাটিং অর্ডারের স্থিতি, মিডল অর্ডারের দায়িত্ববোধ এবং চাপের মুখে ইনিংস গড়ার মানসিকতা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে তাঁকে। খেলোয়াড়ি জীবনে আগ্রাসী মানসিকতা আর নেতৃত্বগুণের জন্য পরিচিত সৌরভ কোচ হিসেবে কী ভাবে দলকে ঘুরে দাঁড় করান, সেটাই এখন দেখার। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের পরের ম্যাচ ২৯ ডিসেম্বর, সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচেই হয়তো সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোচিং দর্শনের প্রথম বাস্তব রূপ দেখার অপেক্ষায় থাকবে ক্রিকেট মহল।

'দ্য লাস্ট ট্যাঙ্গো'-২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে মেসির জন্য বিশেষ বুট আনছে অ্যাডিদাস

২৮ ডিসেম্বর ঃ বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে লিওনেল মেসি শুধু একজন খেলোয়াড় নন, তিনি এক অনুভূতির নাম। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি সিদ্ধান্তই ভক্তদের কাছে আলাদা তাৎপর্য বহন করে। সেই আবেগের সঙ্গেই যেন মিলেমিশে যেতে চলেছে তাঁর নতুন ফুটবল বুট। শোনা যাচ্ছে, ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপকে সামনে রেখে মেসির জন্য আরও এক বিশেষ বুট আনতে চলেছে তাঁর স্পনসর আদিদাস। এই বুটের নাম হতে চলেছে 'দ্য উলতিমো তাঙ্গো'- ইংরেজিতে যার অর্থ, 'দ্য লাস্ট ট্যাঙ্গো'।

নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে গভীর বার্তা। আর্জেন্টিনার ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ট্যাঙ্গোর সঙ্গে মেসির সম্পর্ক যেন আবেগে বাঁধা। সেই ট্যাঙ্গোর নামেই তাঁর সম্ভাব্য শেষ বিশ্বকাপের বুটের নামকরণ-এ একপ্রকার শ্রদ্ধার্ঘ্য। কারণ, সব ইঙ্গিতই বলছে ২০২৬ বিশ্বকাপই হতে চলেছে মেসির কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ। তাই 'দ্য লাস্ট ট্যাঙ্গো' নামটি শুধু একটি পণ্যের পরিচয় নয়, বরং এক ঐতিহাসিক যাত্রার প্রতীক। যদিও এখনও পর্যন্ত আদিদাসের তরফে এই বুট নিয়ে কোনও সরকারি ঘোষণা করা হয়নি, তবুও সংস্থার ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে এই তথ্য সামনে এসেছে। এর আগেও মেসির জন্য একাধিক বিশেষ সংস্করণের বুট বাজারে এনেছে আদিদাস। কয়েক

মাস আগেই তাঁর জন্য একটি স্পেশাল বুট রিলিজ করা হয়েছিল, যা বিশ্বজুড়ে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এবার সেই ধারাবাহিকতাতেই আরও এক ধাপ এগোতে চলেছে জার্মান ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থাটি। সূত্রের খবর অনুযাযী, মেসির নতুন এই বুটের রঙের সংমিশ্রণও হবে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। শেষ তিনটি বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট-২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ এবং ২০২৪ কোপা আমেরিকায় মেসির বুটে প্রাধান্য পেয়েছিল সোনালি রঙ। সেই সোনালি রং যেন সাফল্য, গৌরব এবং ট্রফি জয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। তবে ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য পরিকল্পিত বুটে নাকি সাদা রঙের আধিক্য থাকবে। তার সঙ্গে আকাশি ও সোনালি রঙের ছোঁয়াও থাকবে বলে জানা যাচ্ছে। এই রঙ নির্বাচনও নিছক নান্দনিক নয়। সাদা ও আকাশি-এই দুই রঙই আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের জার্সির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর সোনালি রং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার গর্বের স্মারক। সব মিলিয়ে এই বুটে যেন মেসির পুরো আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের গল্পটাই ফুটে উঠতে চলেছে। ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর অনেকেই ভেবেছিলেন, হয়তো এখানেই থামবেন মেসি। কিন্তু তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ফুটবলকে এখনও বিদায় জানানোর সময় আসেনি। সেই কারণেই ২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে তাঁর প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়ে বাড়তি কৌতূহল রয়েছে। আর সেই যাত্রার সঙ্গী হতে চলেছে 'দ্য লাস্ট ট্যাঙ্গো'। যদি এই খবর সত্যি হয়, তাহলে শুধু ফুটবলপ্রেমীরাই নয়, সংগ্রাহকদের কাছেও এই বুট হয়ে উঠবে অমূল্য। কারণ, এটি শুধুই একটি বুট নয়-এটি হতে চলেছে এক কিংবদন্তির শেষ বিশ্বকাপের নীরব সাক্ষী।

বেঙ্গল সুপার লিগে উজ্জ্বল নতুন মুখ, থামল সুন্দরবনের জয়রথ-প্রথম জয়ে খাতা খুলল মেদিনীপুর

২৮ ডিসেম্বর ঃ যত দিন গ।াচ্ছে, ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে বেঙ্গল সুপার লিগের আসল পরিচয়-এই লিগ শুধু একটি নতুন ফ্র্যাঞ্চা ইজি প্রতিযোগিতা নয়, বরং বাংলার ফুটবলের ভবিষ্য খোঁজার এক বড় মঞ্চ। আইএফএফ-এর সহযোগিতায় শ্রাচী স্পোর্টসের উদ্যোগে এই প্রথম রাজ্যে জেলা-ভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ শুরু হয়েছে। আর দু'সপ্তাহ যেতে না যেতেই বোঝা যাচ্ছে, বিদেশি তারকার চেয়েও এখানে আলো কাড়ছে স্থানীয় তরুণ ফুটবলারদের পারফরম্যান্স। এই লিগে মোট আটটি দল অংশ নিয়েছে। হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতে ১৪ রাউন্ডের

লিগ পর্ব শেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ চার দলকে নিয়ে হবে নকআউট পর্ব। এখনও লিগের শুরুপর্ব চলছে, কিন্তু তাতেই উত্তেজনা, অঘটন আর নতুন প্রতিভার ঝলক চোখে পড়ার মতো। প্রথম চার রাউন্ডে টানা জয় তুলে নিয়ে দুর্দান্ত ছন্দে ছিল মেহতাব হোসেনের সু ন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। শনিবার সেই জয়রথে সাময়িক বিরতি টানল গৌতম ঘোষের নর্থ ২৪ পরগনা। হাড্ডাহাড্ডি ল।াইয়ে ম্যাচ শেষ হল ১-১ গোলে। প্রথমার্ধে আকিব নবাবের দর্শনীয় গোলে এগিয়ে যায় সু ন্দরবন। মাঝমাঠ থেকে আক্রমণে ওঠার সময় তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও নিখুঁত ফিনিশ মুগ্ধ করে দর্শকদের। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ম্যাচে ফেরে নর্থ ২৪ পরগনা। জমুয়ান সাঙ্ঘার গোল সুন্দরবন শিবিরে নেমে আসা হতাশার ছবি বদলে দেয়। সমতায় ম্যাচ শেষ হয়, আর ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন জমুয়ানই। এই ড্র সত্ত্বেও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে সু ঃদরবন বেঙ্গল অটো এফসি। পাঁচ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ১৩ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মালদার রয়্যাল সিটি এফসি। নাইজেরিয়ান কোচ শাহিদ রামনের প্রশিক্ষণে রয়্যাল সিটি পাঁচ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট তুলে নিয়ে শীর্ষস্থান ছোঁয়ার লড়াইয়ে রয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে হোসে ব্যারেটোর হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স (৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট) এবং বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের নর্থ বেঙ্গল ইউনাইটেড(৪ম্যাচে৭পয়েন্ট)। আজ রবিবার শিলিগুড়িতে ঘরের মাঠে জিততে পারলে নর্থ বেঙ্গল ইউনাইটেড তিন নম্বরে উঠে আসতে পারে। শনিবারের অন্য ম্যাচে অবশেষে স্বস্তির হাসি ফুটেছে মেদিনীপুর শিবিরে। অরবিন্দ স্টেডিয়ামে এফসি মেদিনীপুর ১-০ গোলে হারিয়েছে বীরভূম কোপা টাইগার্সকে। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন অর্পণ শেঠ। তাঁর এই গোলে শুধু তিন পয়েন্টই আসেনি, পঞ্চম ম্যাচে এসে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে জয়ন্ত সেনের প্রশিক্ষণাধীন দল। স্বাভাবিকভাবেই এই জয় মেদিনীপুর শিবিরে নতুন আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। অন্য দিকে, বীরভূম কোপা টাইগার্সের দুর্দশা কাটছেই না। পাঁচ ম্যাচ শেষে মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে তারা এখনও লিগ টেবিলের একেবারে তলানিতে। বুলগেরিয়ার কোচ জিওর্জি রায়েভের কাছে এই পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে বড় চ্যালেঞ্জ। দলে লড়াইয়ের অভাব নেই, কিন্তু গোলের সামনে কার্যকারিতা না থাকায় ম্যাচ জেতা কঠিন হয়ে উঠছে। এই লিগের সবচেয়ে ব। প্রাপ্তি নিঃসঃেদহে নতুন স্থানীয় ফুটবলারদের উত্থান। বিদেশি খেলোয়াড় থাকলেও, ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিচ্ছেন বাংলার ছেলেরাই। লিগের সবচেয়ে সিনিয়র কোচ বিশ্বজি ভট্টাচার্য বলছিলেন, গত দু'সপ্তাহে আমরা প্রচুর নতুন প্রতিভার সন্ধান পেয়েছি। আমার দলে রাজিবুল, সোনম, রৌণক, শ্লোক, সঞ্জু-এরা সবাই নজর কেড়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন ভবিষ্যতে বড় মঞ্চে খেলবে বলেই আমার বিশ্বাস।সুন্দরবনের কোচ মেহতাব হোসেনও নতুন মুখদের নিয়ে সমান উচ্ছ্বসিত। তাঁর মতে, এমন একটা লিগ বাংলার ফুটবলের খুব দরকার ছিল। কলকাতা লিগে যারা নিয়মিত সুযোগ পায়নি, তারা এখানে নিজেদের প্রমাণ করার মঞ্চ পাচ্ছে। বিদেশি ফুটবলারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করে ওরা নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে। আমার দলে দেবদূত, নব, আকিব, ইয়াসির যেভাবে খেলছে, তা দেখলে গর্ব হয়। তবে প্রশংসার পাশাপাশি কোচদের কিছু আক্ষেপও রয়েছে। প্রথমত, প্রায় কোনও দলই ঠিকমতো প্রি-সিজন ট্রেনিংয়ের সুযোগ পায়নি। দ্বিতীয়ত, পরপর হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে গিয়ে ফুটবলাররা দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স এবং রয়্যাল সিটি ছাড়া বাকি ছ'টি দল অনুশীলনের পর্যাপ্ত সময়ই পায়নি। কোচদের মত, আগামী বছর যদি কলকাতা লিগ শেষ হওয়ার পরপরই বেঙ্গল সুপার লিগ শুরু করা যায়, তাহলে এই সমস্যা অনেকটাই কমবে। তাতে ফুটবলারদের ফিটনেস যেমন ভালো থাকবে, তেমনই লিগের মানও আরও বাড়বে। সব মিলিয়ে, বেঙ্গল সুপার লিগ এখন শুধু ফলাফলের লড়াই নয়, বরং ভবিষ্যতের তারকা খোঁজার এক গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠছে। সুন্দরবনের জয়রথ থামলেও লিগের উত্তেজনা থামেনি।

২২ বছরের অপেক্ষার পর বেনিন পেল 'জয়'

মরক্কো, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ মরক্কোয় আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সের চলতি আসরে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে শনিবার বতসোয়ানাকে ১-০ গোলে হারায় বেনিন। ২৮ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন ইয়োহান রশ। সেই ২০০৪ সালে আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সে অভিষেক হয়েছিল বেনিনের। তিনবার মহাদেশীয় এই আসরে অংশ নিয়ে একবার কোয়ার্টার-ফাইনালেও খেলে তারা। কিন্তু এতদিন প্রতিযোগিতাটিতে মূল ম্যাচে কোনো জয় ছিল না বেনিনের। অবশেষে ঘুচল তাদের দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময়ের অপেক্ষা। সব মিলিয়ে পাঁচ ড্র ও ১০ হারের পর, ১৬তম ম্যাচে এসে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল বেনিন। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর বিপক্ষে হেরে আসর শুরু করা বেনিন দুই ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ' গ্রুপে তিন নম্বরে আছে।

প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে লিভারপুল জিতেছে

অ্যানফিল্ডে শনিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ২-১ গোলে লিভারপুল জিতেছে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স এর বিরুদ্ধে।প্রথমার্ধের শেষ দিকে পরপর দুই মিনিটে দুই গোল করে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ৪১তম মিনিটে গ্রাভেনবার্চ ও পরের মিনিটে ভিয়েস গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে ব্যবধান কমান সান্তিয়াগো বুয়েনো। বাকি সময়ে সুযোগ পায় দুই দল গোলের সুযোগ পেয়েও গোলে করতে পারেনি। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানের আসরে প্রথম পাঁচ ম্যাচ জয়ের পর পথ হারিয়ে ফেলেছিল লিভারপুল। এরপর টানা তিন ম্যাচ জিততে পারেনি তারা। অবশেষে তারা জয়ে ফিরল। ১৮ ম্যাচে ১০ জয় ও ২ ড্রয়ে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে আছে লিভারপুল। সমান ম্যাচে ১৬টি হেরে স্রেফ ২ পয়েন্ট নিয়ে তলানিতে উলভারহ্যাম্পটন।

আবেগে ভাসল অ্যানফিল্ড-লিভারপুল ম্যাচে ম্যাস্কট জোতার দুই সন্তান, স্মরণে প্রাক্তন তারকা

২৮ ডিসেম্বর ঃপ্রিমিয়ার লিগে বছরের শেষ ম্যাচ শুধু ফলাফলের জন্য নয়, আবেগের দিক থেকেও হয়ে উঠল বিশেষ। অ্যানফিল্ডে উলভারহ্যাম্পটনের বিরুদ্ধে ম্যাচে লিভারপুল এক অনন্য উপায়ে শ্রদ্ধা জানাল তাদের প্রাক্তন তারকা, পর্তুগিজ স্ট্রাইকার দিওগো জোতাকে। এ বছর ভয়াবহ এক গা।ি দুর্ঘটনায় ফুটবল দুনিয়া হারিয়েছিল এই জনপ্রিয় ফুটবলারকে। শনিবার সেই শূন্যতার কথা আবারও মনে করিয়ে দিল লিভারপুল, যখন জোতার দুই পুত্র দিনিস ও দুয়ার্তে ম্যাস্কট হিসেবে মাঠে নামল। ম্যাচ শুরুর আগে লিভারপুলের অধিনায়ক ভার্জিল ফান ডাইকের হাত ধরে মাঠে প্রবেশ করে জোতার দুই সন্তান। অ্যানফিল্ডের গ্যালারি তখন দাঁ।িয়ে সম্মান জানায় প্রাক্তন লিভারপুল ফরোয়ার্ডকে। মুহূর্তটি ছিল আবেগে ভরা-অনেক সমর্থকের চোখেই জল চলে আসে। লিভারপুলের জার্সিতে জোতার স্মরণীয় পারফরম্যান্স, গোল আর অক্লান্ত ল।াই আজও ভক্তদের মনে তাজা। সেই কারণেই ক্লাবের তরফে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি বিশেষ গুরুত্ব পেল। একদিকে অ্যানফিল্ডে আবেগঘন পরিবেশ, অন্যদিকে প্রিমিয়ার লিগের ১৮ নম্বর রাউন্ডে ফলাফলের দিক থেকে সফল দুই ম্যানচেস্টার ক্লাব। ঘরের মাঠে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ১-০

গোলে হারাল নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে। অন্যদিকে অ্যাওয়ে ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটি ২-১ ব্যবধানে জয় পেল নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে।ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জয় বিশেষভাবে নজর কা।ল কোচ রুবেন আমোরিমের কৌশলগত পরিবর্তনের জন্য। মাস তিনেক আগে তিনি প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, স্বয়ং পোপ বললেও আমি ফর্মেশন বদলাব না। কিন্তু বছরের শেষ ম্যাচে এসে সেই আমোরিমই নিজের অবস্থান থেকে সরে এলেন। তাঁর অধীনে গত ১৩ মাসে এই প্রথম ইউনাইটেড চার ডিফেন্ডারের ফর্মেশনে খেলল। আর সেই পরিবর্তনের ফল মিলল হাতেনাতে। নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে ম্যাচে ইউনাইটেডের বল পজেশন ছিল মাত্র ৩৩.৪ শতাংশ-এই মরশুমে যা তাদের সর্বনিম্ন। এত কম বল দখলে রেখেও তারা ম্যাচ জিতেছে, যা শেষবার ঘটেছিল ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে, ম্যানচেস্টার সিটির বিরুদ্ধে। সেই দিনও ইউনাইটেড মাত্র ২৯.৪ শতাংশ পজেশন নিয়ে জয় পেয়েছিল। শনিবারও পরিসংখ্যান ছিল নিউক্যাসলের পক্ষে-প্রতিপক্ষ বক্সে তারা বল ছুঁয়েছে ৪৩ বার, যেখানে ইউনাইটেডের সংখ্যা মাত্র ১৫। তবুও প্যাট্রিক দোর্গুর দুর্দান্ত গোল ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। পাশাপাশি চার জনের ডিফেন্সও প্রশংসা কু।িয়েছে, বিশেষ করে ১৯ বছরের তরুণ ডিফেন্ডার আইডেন হেভেনের পারফরম্যান্স ছিল চোখে প।ার মতো।অন্যদিকে, নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে দাপটের সঙ্গে খেলেছে পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি। তিলয়ানি রেইন্ডার্স এবং রায়ান চেরকির গোলে এগিয়ে যায় সিটি। ফরেস্টের হয়ে ওমরি হাচিনসন সমতা ফেরালেও শেষ পর্যন্ত চেরকির গোলেই জয় নিশ্চিত করে সিটি। এই জয়ের ফলে আর্সেনাল মাঠে নামার আগে সাময়িকভাবে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে আসে গুয়ার্দিওলার দল।

সব মিলিয়ে, প্রিমিয়ার লিগের বছরের শেষ রাউন্ডে যেমন কৌশল আর ফলাফলের ল।াই দেখা গেল, তেমনই লিভারপুলে আবেগের ছোঁয়ায় মনে করিয়ে দিল-ফুটবল শুধু খেলা নয়, স্মৃতি আর মানুষের গল্পের সঙ্গেও গভীরভাবে জ।িয়ে। দিওগো জোতার দুই সন্তানের সেই মাঠে নামা মুহূর্তটি তাই অনেক দিন মনে থেকে যাবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com